উপেক্ষিতা।

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

নং ৮৮।১ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন, কালকাতা।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা, ১০৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট

পেট্‌রিয়ট্‌ প্রেসে

শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

চৈত্র, ১৩১৬।

মূল্য ১৲ এক টাকা

সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্মপ্রাণ,

পরম পূজনীয়,

মদগ্রজ

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের

করকমলে,

এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র গ্রন্থ,

আমার

আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি-উপহার।

ইতি

গ্রন্থকার।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৮	৫	কথ্য	কথা
৮	১৩	ভাবন	ভাবনা
৮	২০	হুড	হুই
৯	১৮	প্রনতমে	প্রিয়তমে
১০	১৭	ঘটেছ	ঘটেছে
১১	১১	রমনী	রমণী
১৭	১১	বক্ষে	বক্ষে
২১	১৮	সবাকরে	সবাকারে
২৭	৩	প্রান্তনভাগ	প্রান্তভাগ
৩১	২	মর্যাদা	মর্য্যাদা
৩৪	২০	বাজরাণী	রাজমাতা
৫০	৮	সতই	সত্যই
৪১	৭	তোমা	তোমার
৬৫	১৮	আম্বক	অম্বিকা
৬০	২০	পভু	প্রভু
১০০	১৯	করিবে	করিব।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শিব।

পরশুরাম।

অকৃতব্রণ ... পরশুরামের শিষ্য।

ভীষ্ম

বিচিত্র ... হস্তিনাধিপতি (ভীষ্মের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা)।

শাল্বরাজ ... সৌভদেশাধিপতি।

সুদক্ষিণ ... ঐ সখা।

কাশীরাজ।

হোত্রবাহন ... রাজর্ষি।

মন্ত্রীগণ সৈন্যগণ, শিষ্যদ্বয়, ভট্টগণ, ব্রাহ্মণগণ, কাঠুরিয়া,
দূত, সভাসদগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দুর্গা।

গঙ্গা।

সত্যবতী ... বিচিত্রের মাতা।

অম্বা
অম্বিকা ... কাশীরাজ কন্যাত্রয়।
অম্বালিকা

কেশিনী ... পরিচারিকা।

রঙ্গিণী ... নর্ত্তকী।

সখীগণ, পুরবাসিনীগণ ও কাঠুরিয়া পত্নী



উপেক্ষিতা।



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।



বারাণসী।

শাল্বরাজের শিবিরসম্মুখ।

সুদক্ষিণ।

সুদ। ভ্যালা যা হোক্‌ বিধাতার কারচুপি। যেটি আমি ভাল বাসিনা সেটি আমি কল্পনা মনে মনে ঠাউরে রেখেছি-- পাকে চক্রে কি ঠিক সেই হ্যাপায় পড়তে হবে? রাজা মশাই সেজে গুজে দোয়েরের গোটা টোটা কোটে এলেন স্বয়ম্বরে - আমায় সঙ্গে ক'রে আনা কেন বাপু? একেত ঐ জাতটার ওপর কেমন আমার বরাবরই বিষদৃষ্টি—

(শাল্বরাজের প্রবেশ)

শাল্ব। কার ওপর বিষদৃষ্টি সখা? আমার ওপর নাকি?

সুদ। আপনার ওপর যদি বিষদৃষ্টি আমার থাকবে--তাহলে আর ইহকাল পরকালের মাথা খেয়ে, এমন অকালকুষ্মাণ্ড হয়ে দাড়াব কেন মহারাজ?

শাল্ব। সেকি সখা! আমার সংসর্গে তোমার ইহকাল পরকাল গেল কি?

সুদ। গেলনা মহারাজ? আমি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে--আর আপনি হলেন রাজচক্রবর্ত্তী! গরীব আর বড়লোকের বন্ধুত্ব —মৃণ্ময় আর কাংস্যময় পাত্রের প্রণয়গোচ নয় কি?

শাল্ব। কি রকম?

সুদ। আজ্ঞে মহারাজ—আছেতো বেশ আছে—চলে যাচ্ছেতো বেশই যাচ্ছে--একবার একটু গরীব মৃণ্ময়ের গা ঘেসে যদি কাংস্যময় ওঁ বিষ্ণু স্বর্ণময় মহারাজ ধাকাধাকি মারেন—অমনি তখনি "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" হয়ে মাটীর দেহ মাটিতেই পড়ে থাকবে।

শাল্ব। বটে। তা সে পরের কথা! এখন বিষদৃষ্টিটা কার ওপর শুনি।

সুদ। এই অম্বাত্রার ওপর!

শাল্ব। অম্বাত্রা? কে সে?

সুদ। যার জন্য মহারাজ রাজ্য ছেড়ে—সাজসরঞ্জাম করে—হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে ৮ বারাণসী ধামে হাজির হয়েছেন!

শাল্ব। তুমি স্ত্রীলোকের কথা বলছ?

সুদ। আজ্ঞে, তা নইলে কি মহারাজ মালা হাতে করে এতদূর এসেছেন কাশীরাজের সিংদরজার প্রহরীর জন্য?

শাল্ব। কেন—স্ত্রীলোকের অপরাধ?

সুদ। অপরাধ আর এমন কিছু নয়! তবে কিনা, যত ফাসাদ বাঁধায় ঐ জাতটা! দাঙ্গা হ্যাঙ্গাম খুনোখুনি, দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা—যা কিছু এই পৃথিবীতে—সবই ঐ স্ত্রীলোকের জন্যে।

শাল্ব। ছি ছি সখা! অবলা রমণী—জগতে মূর্ত্তিমতী দেবী—তাদের প্রতি অন্যায় দোষারোপ ক'রোনা! কোমলতা, সরলতা, পবিত্রতা, স্ত্রীলোকে যত দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—পুরুষে কি তত? জননীরূপে সন্তানপালনে,—পত্নীরূপে স্বামিসেবায়,—কন্যারূপে পিতামাতার পরিচর্য্যায়,—ভগ্নীরূপে ভ্রাতৃস্নেহে,—রমণীই এ বিশ্বসংসার স্বর্গের সমান সুখকর করে।

সুদ। মার্জ্জনা কর্ত্তে আজ্ঞা হয় মহারাজ! যে যেমন দেখে, যে যেমন বোঝে—সে তেমনই বলে। তা সে কথা যাক। এ স্বয়ম্বর ব্যাপার চুক্‌বে কবে?

শাল্ব। আজ স্বয়ম্বর। কাশীরাজ অত্যন্ত উদারপ্রকৃতি,—সমাগত নৃপতিবৃন্দের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা কচ্ছেন।

সুদ। কাশীরাজের তিন কন্যাই কি এক সঙ্গে স্বয়ম্বরা হবেন?

শাল্ব। হাঁ, তিন কন্যা। অম্বা—পরমাসুন্দরী, জগতে অতুলনীয়া, লাবণ্যময়ী অম্বা জ্যেষ্ঠা, অম্বিকা মধ্যমা, অম্বালিকা কনিষ্ঠা।

সুদ। শেষের দুটী কি বিশেষণবর্জ্জিতা—পাঁচ পাঁচির ভেতোর নাকি মহারাজ?

শাল্ব। না না—শুনেছি তিনটিই অপূর্ব্বসুন্দরী!

সুদ দেখেছেন কি বড়টিকে?

শাল্ব। হাঁ—না না; হাঁ অম্বা—আহা! কি সুন্দর!

সুদ। মহারাজ কি শয্যা নেবেন ঠাওরাচ্ছেন? ব্যাপার এতক্ষণে ঠিক মালুম করে নিয়েছি। লুকোতে চান্ লুকোন, আমি এক হাপ্পারবেই রোগ চিনে নিয়েছি।

শাল্ব। সত্য বলছি সখা, জগতে যে অত সৌন্দর্য্য আছে, তা আমি আগে জানতেম না।

সুদ। তাতো জানতেন না। এখন জুয়াখেলায় সেটী কার ঘাড়ে গিয়ে চাপেন, তারতো ঠিক নেই।

শাল্ব। দেখা যাক অদৃষ্ট। আমি আসছি।

(শাল্বরাজের প্রস্থান)

সুদ। অদৃষ্ট গব! নইলে তিন নাগিনী একসঙ্গে ফণা ধরে আসরে নাবছেন? একটার ছোবলে মানুষকে চোকে কানে দেখতে দেয় না—তিন তিনটে! বাপ! দোহাই মা মঙ্গলচণ্ডী—মঙ্গল কর মা—রাজাটাকে আর দিন কতক একটু ভাল করে গজাতে দাও—একেবারে গোড়া ঘেঁসে কোপ মেরোনা।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবালয়সংলগ্ন উদ্যান।

অম্বা ও কেশিনী।

কেশি বলি, তোমার কি এখনও ফুল তোলা হলো না? কখন

পূজো কর্ব্বে বল দেখি? সমস্ত দিন যদি ফুলই তুলবে তো পূজোই বা কর্ব্বে কখন, রাজবাড়ীই বা যাবে কখন, আর স্বয়ম্বরেই বা বে কর্ত্তে যাবে কখন?

অম্বা। কি বলছিস্ কেশিনী? তোর এখানে না ভাল লাগে,—তুই মন্দিরে যা -আমি যাচ্ছি।

কেশি। ওমা -বল কিগো—একে আইবুড়ো মেয়ে—তায় বাগানের চারিদিকে ঝোপঝাপ—কত উপরি দেবতা থাকতে পারে,— তুমি এখানে একলা থাকবে কি গো? চল, লক্ষ্মী মা আমার, ইষ্ট দেবতার মাথায় ফুল বিল্বপত্র চড়িয়ে— দুটো গড় করে—তিন বোনে মিলে সভায় মালা বদল কর্ত্তে চল।

অম্বা। কেশিনি। আমি এইখানে আমার ইষ্টদেবতার দর্শনের জন্য অপেক্ষা কচ্ছি। আগে তাঁর পায়ে ফুল দিই,— তারপর আমার অন্য পূজা। তুই যা—আমার ভগ্নীরা দেবালয়ে অপেক্ষা কচ্ছে,—তুই তাদের কাছে যা,— আমি ঠিক সময়ে যাচ্ছি।

কেশি। ওমা, সেকি কথা গো—তোমার ইষ্টদেবতা মন্দির ছেড়ে এখানে কোথায় আসবে? পাথরের মূর্ত্তি, তার কি হাত পা আছে যে বেড়াতে বেড়াতে এখানে আসবে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

অম্বা। আমার ইষ্টদেবতা দিবানিশি আমার মনোমন্দিরে বিরাজ কচ্ছেন; আমার যদি ভক্তির জোর থাকে— তাহ'লে অবশ্যই তিনি সশরীরে এখানে উদয় হবেন। তোকে মিনতি কচ্ছি, তুই আর আমায় জ্বালাতন করিস্‌নি।

কেশি তোমার রকম সকম দেখে আমি নিজেই জ্বালাতন হয়েছি তা তোমায় আর কি জ্বালাতন কব্ব? যা খুসী করগে বাছা, -আমি আর বক্‌তে পারি না! ওমা—আইবুড়ো মেয়ে একলা থাকতে চাব কিগো। বিয়ের কোনে - একটু ভয় ডর নেই গা—ওমা!—

(কেশিনীর প্রস্থান।)

অম্বা। যোগীশ্বর ওহে বাঘাম্বর,
ত্রিপুরারি শিব ভোলানাথ!
উদ্দেশে প্রণাম দেব ধর শ্রীচরণে।
অন্তর্যামি তুমি দয়াময়,
বিদিত হে সবার হৃদয়,
মনে মনে আছে যে বাসনা—
অধিনীর সে কামনা পূরাবে কি প্রভু?
জ্ঞানশূন্যা অবলা রমণী,
ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি—
শাল্বরাজে মনে মনে করেছি বরণ,
ওহে ত্রিলোচন।
অনুক্ষণ সেই হৃদি চিন্তায় মগন,
পাব ধনে কেমনে পাইব!
আশুতোষ! তুষ্ট হও যদি,
হৃদিনিধি সুনিশ্চয় মিলিবে আমার,
অবলার একমাত্র তুমি হে সহায়।

(শাল্বরাজের প্রবেশ।)

শাল্ব। অম্বা! তুমি আমাকে ডেকেছ?

অম্বা। ডেকে'ছ—আপনাকে? কৈ—না—হাঁ। আপনি এখানে?

শাল্ব। অম্বা! ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমার পিতার অনুমতি নিয়ে তবে উদ্যানে প্রবেশ করেছি। পরিচারিকা আমায় সংবাদ দিলে—তুমি এই সময় দেবালয়ে দেবপূজা কর্তে আস,—তাই উদ্যানপ্রান্তে তোমাকে একবার দেখ্তে এসেছি। তুমি সঙ্কুচিতা হচ্ছ কেন?

অম্বা। নহি সঙ্কুচিতা শুন নৃপমণি;
শ্রীচরণে স'পেছি পরাণী,—
দিবসযামিনী ভাবি মনে মিলনভাবনা;
স্বয়ম্বরসভা,—লক্ষ লক্ষ নৃপতি সমাজে,
পাব কি হে খুঁজে কোথা রবে তুমি?
সরমে যদ্যপি বাধ - ভয়ে প্রাণ কাঁদে,
মুখ তুলে মুখপানে চাহিব কেমনে?
নাহি জানি কি আছে বিধির মনে।

শাল্ব। সুলোচনে!
কি কারণে অলীক আশঙ্কা এত?
প্রাণে প্রাণে করিয়াছি দোঁহে বিনিময়.
মিলনে কি ভয় তবে?
যবে, সভামাঝে ভট্টমুখে পাবে পরিচয়,
তখনি লো চিনিবে আমায়;
তিলমাত্র অঘটন নহেতো সম্ভব।
এ জীবনে দুই জন রব এক হয়ে,
পরস্পরে বাঁধা প্রেমডোরে—

স্বয়ম্বর উপলক্ষ শুধু,
পরিণয় সমাধান আমা দোঁহাকার।
আমি স্বামী—পত্নী তুমি মম,
কার সাধ্য বিচ্ছেদ ঘটাবে তায়?

অম্বা। প্রাণেশ্বর।
অবলা-অন্তর, নিরন্তর শঙ্কায় আকুল।
শুনি কথা সবাকার মুখে,—
স্বয়ম্বরে রমণীর তরে,
বাধে নাকি সমর বিগ্রহ।
বরমাল্য লভে যেই জন,
উপস্থিত নরপতিগণ,
সবে মিলি শত্রু হয় তার।
তাই ভাবনা আমার,
অমঙ্গল আমা হেতু ঘটে পাছে তব।

শাল্ব। সুবদনি!
এ হেন আশঙ্কা বাণী সাজে না তোমার?
ক্ষত্রিয়তনয়া তুমি, বরমাল্য দিবে ক্ষত্রগলে,
সমরসম্ভববার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
উচাটন তব প্রাণমন—কদাচন নহেত উচিত।
স্থির কর চিত, জানিহ নিশ্চিত,
অরাতিবেষ্টিত যদি ইহ তব তরে,
সমরে ক্ষত্রিয়নামে কলঙ্ক না দিব।

অম্বা। সার্থক রমণীজন্ম শুন প্রাণধন,
শ্রীচরণে পাই যদি স্থান।

আশৈশব সাধ ছিল মনে,
রূপে গুণে শৌর্য্যবীর্য্যে পুরুষরতনে,
পাই যেন মনোমত প্রাণপতি মম।
ভক্তিভরে দিগম্বরশিরে,
গঙ্গাজল বিল্বদল ঢালিয়াছি কত,
তেঁই বিভু হইয়ে সদয়,
মিলায়ে দেছেন তোমা ধনে।
তুমি স্বামী, গুরু তুমি, মম ইষ্টদেব,
দেবপূজা হেতু করিয়াছি কুসুমচয়ন,
করিয়া যতন,
নিজহস্তে গেঁথেছি সাধের মালা,
অবলার উপহার ধর প্রাণেশ্বর। (মাল্য প্রদান)

শাল্ব। বিধুমুখি!
কত সুখী করিলে আমায়,
কথায় কি করিব প্রকাশ!
কোথা পাব পুষ্পহার,
বিনিময়ে গলে তব দিব উপহার?
বাহুপাশে এস প্রিয়তমে,
মরমে মরমে শান্তি করি অনুভব।

(আলিঙ্গন করিতে উদ্যত)

অম্বা। বুঝি কেবা আসে।
ক্ষমা কর—যাই অন্তরালে।

শাল্ব। আসি তবে—
দেখা হবে যথাকালে। (শাল্বের প্রস্থান।)

অম্বা। আসিছে অম্বিকা, অম্বালিকা সনে,
দেখেছে কি শাল্বরাজে?
লাজে কথা না সরিবে মুখে,
গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত যদি হয়।

(অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বি। দিদি! কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?

অম্বা। শাল্বরাজের সঙ্গে।

অম্বি। উনি অকস্মাৎ এখানে এসেছিলেন যে?

অম্বা। পিতার অনুমতি নিয়ে আমাদের উদ্যানে ভ্রমণ কর্ত্তে এসেছিলেন। অকস্মাৎ অপরিচিত পুরুষকে দেখে আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম।

অম্বালি। দিদি। তুমি আজ মন্দিরে গেলেনা? আমাদের পূজা সাঙ্গ হয়ে গেছে; মহারাজ মহারাণী আমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন। অনেক বেলা হল, চল তুমি পূজা কর্ব্বে।

অম্বা। চল।

অম্বালি। দিদি তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন? কোন অমঙ্গল ঘটেছে কি?

অম্বা। অম্বালিকা। বিষাদের নাহি কি কারণ?
জনম অবধি,
নিরবধি তিন বোনে ছিনু এক ঠাঁয়ে;
একত্রে ভোজন, খেলাধূলা একত্রে শয়ন,
পিতার আবাসে ছিনু মহাদরে,
আজি স্বয়ম্বরে,

অদৃষ্টপরীক্ষা হবে আমা সবাকার।
কেবা জানে কোন পরবাসে,
যেতে হবে জনমের মত।
শৈশবের ভালবাসা আমোদ প্রমোদ,
জনমের শোধ হবে অবসান।
কুসুমকলিকা, অম্বালিকা অম্বিকা ভগিনী,
নাহি জানি কেমনে বা রব,
ছাড়ি তোমা সবাকারে শৈশবসঙ্গিনী ;
জ্যেষ্ঠা আমি করি আশীর্ব্বাদ,
লভি হৃদিচাঁদ,
রমনীজীবনসাধ পুরাও হরষে।

অম্বি। দিদি !
নারীজন্ম করেছি ধারণ,
আজীবন পরবশে করিতে যাপন।
জনকের অধীন শৈশবে,
যৌবনে পতির পায় বিক্রিত জীবন,
তনয়ের মুখাপেক্ষী নারী বৃদ্ধকালে।
শ্বাসসনে অধীনতা যার,
ভাল মন্দ কিবা আছে তার ?

অম্বালি। চল ভগ্নী—ক্রমে বেলা বাড়ে ;
উৎসুক সকলে,
লয়ে যেতে স্বয়ম্বরে তিন সোদরায়।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

ভীষ্মের শিবির।

ভীষ্ম ও বিচিত্রবীর্য্য।

ভীষ্ম। বেশভূষা কর ভাই ত্বরা করি,
নিমন্ত্রণরক্ষা হেতু,
এখনই যেতে হবে স্বয়ম্বরে।

বিচিত্র। ভাই! স্বয়ম্বরে কার পরিণয়?

ভীষ্ম। কাশীরাজকন্যাত্রয় হবে স্বয়ম্বরা,
তেই সে কারণ,
সমাগত নরপতিগণ— দূর দেশান্তর হতে,
হস্তিনায় নিমন্ত্রিত মোরা,
আসিয়াছি বারাণসীধামে,
নিমন্ত্রণে সম্মান রাখিতে।

বিচিত্র। কহ দেব, বুঝিতে না পারি,
অপরূপ রীতি নীতি স্বয়ম্বরে।
মাত্র তিন কন্যা বিবাহের পাত্রী শুনি,
কিন্তু, নিমন্ত্রণে আসিয়াছে লক্ষ নরপতি;
কার গলে বরমাল্য দিবে?

ভীষ্ম। স্বয়ম্বর অর্থ তাহ ভাই!
আপন ইচ্ছায় কন্যা বাছি লবে পতি,
উপস্থিত বিবাহার্থিগণমাঝে।

বিচিত্র। ক্ষমা কর তাত, স্বয়ম্বরে আমি না যাইব

ভীষ্ম। সেকি কথা ভাই ?
তুমি না যাইবে যদি,
হস্তিনা হইতে তবে—নিমন্ত্রণ রক্ষা কে করিবে ?
সৌজন্যতা শীলতা ভদ্রতা,
সম্মান মর্য্যাদা যোগ্যজনে,
নৃপতিসমাজে, পরস্পরে আচারব্যাভার,
জেন' ভাই কর্ত্তব্য রাজার।
হস্তিনার তুমি নরপতি,
নিমন্ত্রণ তোমারি হেথায়,
আমি মাত্র সাথি তব।
জান তুমি প্রতিজ্ঞা আমার,
রাজ্যভোগ দারপরিগ্রহ,
এ জীবনে কভু না করিব।
পিতৃতুষ্টিহেতু—
সত্যপাশে বদ্ধ আজীবন ;
ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত করিতে পালন।

বিচিত্র। আর্য্য !
নররূপে সাক্ষাৎ দেবতা তুমি !
অজ্ঞান অধম আমি,
কি বুঝিব মহত্ত্ব তোমার !
স্বার্থভরা জগৎসংসার,
স্বার্থপর আমি,
স্বার্থপর মাতা মম, বিমাতা তোমার,
হীনবুদ্ধি মৎস্য-জীবি মাতামহ মম,

ছার স্বার্থে সবে হয়ে প্রণোদিত,
বঞ্চিত করেছে তোমা ন্যায্য অধিকারে।
এ সংসারে উচ্চপ্রাণ কেবা তোমা সম ?
বিশ্বমাঝে আদর্শপুরুষ তুমি,
ভীষ্ম নাম তেঁই দিল সবে।
শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই,
হই যেন মহত্ত্বের অনুগামী তব।
জ্যেষ্ঠ তুমি দেব, আমি কনিষ্ঠ তোমার,
নাহি চাহে হৃদয় আমার,
উপেক্ষিয়া তোমা হেন যোগ্যজনে.
সিংহাসনে বসি হ'যে রাজদণ্ডধারী।
তুমি যদি রবে ব্রহ্মচারী,
নারী লয়ে আমি কেন সংসারি হইব ?

ভীষ্ম। ভাই !
একি আজি বিপরীত আচরণ তব ?
পিতৃপাশে সত্যবদ্ধ আমি,
গুরুজন সাক্ষ্য করি, করেছি যে প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
করিয়া যতন,
এত কাল যেই ব্রত করিনু পালন,
অজ্ঞান বালক !
বাতুলের প্রায় আজি অকস্মাৎ,
চাহ মোরে সে সকল করাতে লঙ্ঘন ?
জনকের মৃত্যু পরে,
চিত্রাঙ্গদ সোদরে তোমার,

নিজ হস্তে বসাইয়ে ছিনু সিংহাসনে।
কাল গন্ধর্ব্ব সমরে—কাঁদায়ে সবারে হায়,
অকালে সে হইল নিধন ;
মহাশোকে নিমগন মাতা সত্যবতি,
একমাত্র প্রীতি তাঁর তুমি এ সংসারে।
তেঁই ত্বরা করে
হস্তিনার সিংহাসনে বসায়ে তোমায়,
রাজদণ্ড দিনু তব করে।
এবে মহাব্যস্ত আমি,
পরিণয়কার্য্য তব করিতে সাধন।
তাই সে কারণ লইয়ে তোমারে,
উপনীত স্বয়ম্বরে কাশীরাজবাসে।
এ হেন সময়ে—বালকত্ব বৈরাগ্য প্রকাশ,
উচিৎ কি তব ?
অবাধ্য নহ ত তুমি ভাই,
মনোব্যথা কভু দিওনা কাহারে ;

বিচিত্র। ক্ষম তাত অজ্ঞানের অপরাধ ;
চিরদিন সাধ মম তুষিতে তোমায়।
গুরু তুমি শিক্ষাদীক্ষাদাতা,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—মানি তোমা পিতৃসম মম,
তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য জেন চিরদিন।
কিন্তু দেব, স্বয়ম্বরে যেতে নাহি চায় প্রাণ ;
হবে মহা অপমান.
বরমাল্য যদি নাহি দেয় গলে।

অজ্ঞান বালিকা,
স্বল্পমতি, আপন বিচারে,
স্বয়ম্বরে নির্ব্বাচন করিয়া যাঁহারে,
বরমাল্য করিবে অর্পণ,
শ্রেষ্ঠ হবে সেইজন সেই সভা মাঝে।
লাজে অধোমুখে আর আর সবে,
মহাদুঃখে ফিরিবে আবাসে,
রমণীর তরে মান দিয়া বিসর্জ্জন।

ভীষ্ম। ত্যজ চিন্তা বুঝিয়াছি মনোভাব তব।
স্থির কর চিত—
উচিত বিধান আজি করিব নিশ্চয়,
যাহে, অপমান নাহি হয় স্বয়ম্বরে।
হস্তিনার রাজবংশ রাজার গৌরব—
স্থির জেন মনে আজি বাড়িবে নিশ্চয়।
চল যাই বেশভূষা করি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্বয়ম্বরসভা—সুসজ্জিত তোরণ।

ভট্টগণ, ব্রাহ্মণগণ ইত্যাদি।

বা-গ। জয় হোক মহারাজ,—জয় কাশীরাজের জয়—জয় সমাগত নৃপতিবৃন্দের জয়,—জয় কুমারী কন্যাগণের জয়!

১ম ভট্ট। হা হা—কলকণ্ঠে চতুর্দ্দিকে জয় জয় শব্দ কর্ত্তে থাকুন। আজ দিবসটা কি! শুভ বিবাহবাসর! একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র,—কাশীরাজাধিরাজের নেত্রকন্যার উদ্বাহ! আজ দিবসটা কি! হা হা আর্ত্তনাদ করুন—আর্ত্তনাদ করুন!

২য় ভট্ট। হা হা করুন করুন—জয় বিজয় অজয় সঞ্জয় ধনঞ্জয় শব্দে আর্ত্তনাদ বাণনাদ, মেঘনাদ, হস্তিনাদ করুন! কণ্ঠ ফাটমান হয়ে পটমণ্ডপ ভেঙ্গমান হয়ে ত্রিভুবন কম্পবান হোক! সুস্বরে ভুরি ভুরি বাঁশি রাশি বাজা। মহারাজা বিগুমান! আজ আদায় বিদায়ের মহা ধুম—ব্রাহ্মণগণের আজ একাদশ বৃহস্পতি—

(সুদক্ষিণের প্রবেশ।)

সুদ। কিম্বা রাহু শনি ও একই কথা!

ব্রাহ্ম—গ। আগচ্ছ আগচ্ছ—ইহাগচ্ছ—ইহাতিষ্ঠ—অত্রাধিষ্ঠানং কুরু—

সুদ। নম বংশপিণ্ডং গৃহাণ! বলে যাও ঠাকুর থামলে কেন? এয়েছ মেয়ের বিয়েতে দান নিতে, অদৃষ্টে যা আছে তাতো বুঝতেই পাচ্ছি! তা আমাকে আর এত খাতির কেন?

১ম ভট্ট। কি বলেন কি বলেন! আপনি সৈন্যপতি মহারাজাধিরাজ শাল্বরাজের প...... ব—মহাসুন্দর—ইন্দ্-বিলাসিনী—পরমাত্ম...

সুদ। ভট্টরাজের বাক্যচ্ছটা ...... তোমানি! তবে

কিনা—ব্যাকরণের করণ কারণ ছেড়ে এখন খালি ব্যা ব্যা কচ্ছেন। কেমন—না?

১ম ভট। হা হা হা পরিহাস— রাজহংস—বংশনাশন—ব্রাহ্মণবংশ। সুদক্ষিণ ঠাকুর রসিকরসরাস—রাসমঞ্চ। আজ মহামারী মহানন্দ বিপ্রবের দিবস। আজ দিবসটা কি। দিবসটা কি। আনন্দ করুন। মহা বিবাহ—শুভ বিবাহ—কন্যার বিবাহ—রাজাধিরাজবিবাহ। সভায় আসুন, সভায় আসুন।

সুদ। না বাবা আমি সভায় টভায় যাচ্ছিনা। ফাঁকায় থেকে উনু দেবো এখন,—বলিদানে হাজির দিচ্চিনা বাবা, কাদা মাটীর সময় নাচতে রাজী আছি। বাপ্! লাখ লাখ শিরতাজ রাজা মহারাজারতো ধূলো পরিমাণ, সবাই চেষ্টায় ছাতি শুকিয়ে কাঠ মেরে গেছ—চাতক পক্ষীর মত আশায় হাঁ করে বসে আছেন মোদ্দাং নেওয়াপাতিতো মোটে তিনটী হানাহানী কাটাকাটী হল বলে। যাই একটু আড়ালে থাকি।

১ম ভট। হা হা শুভকার্য্যে রাগ বিরাগ অনুরাগ ত্যাগ কথং? ব্রাহ্মণ নহি শুভকার্য্যে? হু হা—সেকি সেকি। তুমি ব্রাহ্মণ কেন ধ চণ্ডালং—তুমি চণ্ডাল—কোথা ব্রাহ্মণং ওঁ বিষ্ণু। শুভকার্য্যে—সমব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ—আসুন আসুন ভিতরে আসুন—সমব্যবসায়ী ব্রাহ্মণং—বিদায়ের অংশং অবশ্যই প্রাপ্যং।

সুদ। বাবা! পাট ছেড়া ছিঁড়ি কর কেন? বাপ মার কল্যাণে বংশের খাতিরে ব্রাহ্মণ বটে,—তবে সমব্যবসায়ী বল্লে দলে

টানছ কেন? পেশাদারি আর সখের একটু বিশেষ তফাৎ নেই কি? তোমরা হ'লে ব্রাহ্মণের ধ্বজা, কেবল উঁচু হ'য়ে জানান দিচ্ছ যে "আমরা ব্রাহ্মণ"! আমি বাবা তোমাদের মতন প্রাতঃকালে এড়ামুখে দরজা দিয়ে গুড়ছোলা উদরস্থ ক'রে ব্রহ্মণ্যদেবকে রম্ভা দেখাতে পার্ব্বোনা—আর লোকের ভিড় দেখে অঙ্গুলে পৈতে জড়িয়ে, লোককে বগ্ দেখিয়ে কাজ হাসিল কর্ত্তেও পার্ব্বোনা,—আর এক সঙ্গে প্রস্রাব, ফলাহার আহার কর্ত্তেও পার্ব্বোনা।

১ম ভট্ট। হা হা হা পরিহংস—পরিহংস—আজ দিবসটা কি! শুভ বিবাহবাসর, -পরিহংস—পরিহংস—

সুদ। হাত্তোর পরিহংসের নির্ব্বংশ হোক্! ঐ আবার কতকগুলি কালনাগিনী আসছেন—সরে পড়ি বাবা— নয়তো নিঃশ্বাসে কাহিল হ'য়ে পড়বো!

(সুদক্ষিণের প্রস্থান।)

১ম ভট্ট। হাঁ—হাঁ—হাঁ সত্বর সত্বর—

২য় ভট্ট। আর বিলম্ব নাই! কুমারী কন্যাগণ এলেন বলে। অগ্রগামিনীরা আগমন কচ্ছেন—জয় জয় শব্দে বিকট ক্রন্দন করুন।

সকলে। জয় কাশীরাজের জয়—জয় রাজাধিরাজ মহারাজগণের জয়—জয় কুমারী কন্যাগণের জয়।

(মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি হস্তে পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত।)

ঐই, ফুটলো অলি ফুটলো কলি,
চৌদিকে সৌরভভরা আমোদময়।
ঐই, প্রজাপতি আকুল অতি
সবক সবতাসনে ঘটাতে প্রণয়,
জয় জয় জয় দেব প্রজাপতির জয়।
আয়লো সজনী লইয়া শঙ্খ, মিলিয়া গাহিব মঙ্গলগান,
উলু উলু রবে, শঙ্খ আরাবে মাতি ব দিক সমুদয়।
জয় জয় জয় দেব প্রজাপতির জয়॥

(গাইতে২ প্রস্থান।)

১ম ভট। আসুন আসুন—স্বয়ম্বরের আর বিলম্ব নাই—আমরা সকলে সভায় গিয়ে প্রবৃত্ত হই ভটের কার্য্যের আর বিলম্ব নাই, সকলে গিয়ে প্রবৃত্ত হই,—আসুন, আসুন। ব্রাহ্মণগণ ভটগণ যে যার প্রবৃত্ত হউন, বিকট চীৎকার করুন, জয় জয় করুন, বিরাম নাই বিরাম নাই।

সকলে। জয় মহারাজগণের জয়, জয় কাশীরাজের জয়, জয় কুমারী কন্যাগণের জয়।

(সকলের ভিতরে প্রস্থান।)

(কাশীরাজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

কাশী। মন্ত্রীবর!
সমাগত নৃপতিমণ্ডলী—

উৎসুক সকলে মম কন্যাগণ-আশে!
শুভকার্য্যে বিলম্ব কি হেতু আর?

মন্ত্রী। হে রাজন! অধৈর্য্যের কিবা প্রয়োজন?
শুভক্ষণ শুভলগ্ন করি নিরূপণ,
রাজকুলপুরোহিত—
বিহিত সময়ে তব কন্যাগণ লয়ে,
আসিবেন সভাস্থলে প্রাসাদ হইতে।
আসিয়াছে পুরবাসীগণে,
মাঙ্গলিক দ্রব্য আদি লয়ে,
অনুমানি, বিলম্ব নাহিক আর।

কাশী। হে সচিব!
অশিব লক্ষণ কেন হেরি চারিধারে?
আজি কন্যা স্বয়ম্বরে,
কি জানি কিসের তরে মন উচাটন!
নিমন্ত্রিত নরপতিগণ,
অগণন রাজ্য হ'তে,
ভয় হয় চিতে,
কেমনে রাখিব মান তুষি সবাকরে।

মন্ত্রী। মহারাজ!
আশঙ্কার কি আছে কারণ?
সর্ব্বজন তুষ্ট তব অতিথি সৎকারে;
প্রজাপতি বরে,
সুশৃঙ্খলে কার্য্য তব হবে সমাধান।

(রাজদূতের প্রবেশ।)

কাশী। কি সংবাদ তব ?

দূত। সর্ব্বনাশ মহারাজ—

কাশী। রাখ তব রাজসম্ভাষণ, কহ ত্বরা কিবা সমাচার !

দূত। মহারাজ !

সুসজ্জিতা কন্যাগণ তব,
স্বয়ম্বরে আগমন তরে—
প্রাসাদ হইতে যবে আসিলেন পথে,
কোথা হ'তে অকস্মাৎ আসি একজন,
দিবাকায় মহা বলবান—
তেজস্কর তপন সমান,
অকস্মাৎ রোধিল সবায় ;
চায় কন্যাগণে করিতে হরণ !
রক্ষিগণ পরাজিত সবে,
আর (ও) বা কি হবে না পারি বুঝিতে।

কাশী। কেবা সে দুর্জ্জন ?

চল মন্ত্রী দেখি ত্বরা করি।

(প্রস্থানোদ্যত ও ভীষ্মের প্রবেশ।)

ভীষ্ম। নহেক' দুর্জ্জন শুন কাশীশ্বর !

স্বর্গগত পিতৃদেব শান্তনু ধীমান—
হস্তিনার অধিপতি,
আত্মজ তাঁহার আমি ;
দেবব্রত—ভীষ্মনামে বিদিত সংসারে।
পরমাসুন্দরী তিন কন্যারে তোমার,

সবিনয়ে মাগি তব পাশে,
কর মোর প্রার্থনা পূরণ।

কাশী। অদ্ভুত আচার তব শান্তনুনন্দন!
নিয়োজিত শুভকার্য্যে আমি,
কি সাহসে বিঘ্ন দেহ তায়?
নিমন্ত্রণ করেছি তোমায়
প্রাণপণে করি আমি অতিথিসৎকার
প্রতিদানে তার,
কুমারী তনয়াগণে করিয়া হরণ,
চাহ মম মর্য্যাদা নাশিতে?

ভীষ্ম। কি হেতু মর্য্যাদানাশ হবে নৃপমণি?
হস্তিনার রাজরাণী হবে কন্যাগণে,
অভিপ্রেত নহে কি তোমার?
কুলশীলমানে—বংশের গৌরবে,
হস্তিনার রাজবংশ শ্রেষ্ঠ এ ধরায়!

কাশী। আজি দেখি বিষম বিভ্রাট।
ক্ষমা কর বীরবর!
বহুদূর দেশান্তর হ'তে,
আসিয়াছে লক্ষ নরপতি—
স্বয়ম্বরে কন্যাগণ আশে;
ত্রাসে মম কম্পিত অন্তর!
শুনিয়ে বারতা যদি রুষ্ট হয় সবে,
হবে প্রজ্জ্বলিত ভীষণ অনল,

ভস্মীভূত হব আমি রাজ্যপ্রজাসনে।
ক্ষমা কর কন্যাগণে আনি স্বয়ম্বরে!

ভীষ্ম। কোথা পাবে সে সবারে আর?
হের দূরে মম রথোপরে, শোভে তিন কন্যা তব।
যোগ্য সমাদরে করি আশ্বাস প্রদান
আরোহণ করায়েছি রথে;
চারিধারে সজ্জিত বাহিনী মম,
যম সম আগুলিছে তব কন্যাগণে—
সাধ্য কার সেথা হবে অগ্রসর?
এবে, আসিয়াছি নৃপবর তব সন্নিধানে,
পেলে অনুমতি,
লভিয়ে পরম প্রীতি যাব হস্তিনায়।
অনুমানি জান এ কাহিনী,—
ব্রহ্মচর্যাব্রতধারী আমি আজীবন,
এ জীবনে, বনিতাগ্রহণ না করিব কভু!
প্রাণসম ভ্রাতা মম বিমাতৃ-নন্দন,
হস্তিনার সিংহাসন-অধিকারি এবে —
হবে তার নারী, তব কন্যাগণ।

কাশী। বিস্মিত হে দেবব্রত বালকত্বে তব;
বাতুলের প্রলাপবচনে, অন্ধকার হেরি চারিধার
ভেবেছ কি চিতে—
ফিরে যাবে হস্তিনায় লয়ে কন্যাগণে?
উপস্থিত স্বয়ম্বরে আজি,
কত শত নরপতি দিক্‌পাল সম,

রথীশ্রেষ্ঠ মহা বীর্য্যবান,
জনে জনে লক্ষ লক্ষ সৈন্য-অধিকারী,—
বুঝিতে না পারি,
কি সাহসে উপেক্ষিতে চাহ সে সবায়!
মজাবে আমায়, আপনি মজিবে,
অভাগিনী কন্যাগণে করিবে বিনাশ।

ভীষ্ম। বৃথা আস্ফালন মম নহে কাশীনাথ!
গুরু-আশীর্ব্বাদে,
নির্ব্বিবাদে কন্যা লয়ে ফিরিব আবাসে।
দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর,
একত্রিত সবে মিলি বাদী যদি হয়,
জানিহ নিশ্চয়,
ক্ষত্রসুত যোদ্ধা তাহে ভয় নাহি পাবে।
নহে বাতুলতা, নহে মম প্রলাপ বচন;
চলহে রাজন—
মম অভিপ্রায় করহ জ্ঞাপন,
উপস্থিত যত রাজাগণে!
সাধ্য হয় যার,
সম্মুখসমরে মোরে করিয়া দমন,
উদ্ধার করুন তব হৃতকন্যাগণে।

(ভীষ্মের প্রস্থান।)

কাশী। কহ মন্ত্রী, কি করি উপায়!
মহাদায়ে নিপতিত আমি;
কি কহিব সভাস্থলে নৃপগণপাশে,

কি ভাবে জানাব সবাকারে,
রাজ্যের ভিতরে, কন্যা মম হইল হরণ !
কাপুরুষ দুর্ব্বলের প্রায়,
অরাতির প্রগল্‌ভতা করিনু শ্রবণ,
তিলমাত্র না করি যতন,
যোগ্য শাস্তি করিতে প্রদান !
কাঁপে প্রাণ কন্যাগণ তরে —
সমরে বিপাকে যদি ঘটে অমঙ্গল !
যাও মন্ত্রী যাও ত্বরা করি,
কহ সবে এ বারতা গিয়া সভাস্থলে ;
বুঝাও সকলে,
বিন্দুমাত্র দোষী নহি আমি।
যাই দেখি,
সাধ্যমত পারি যদি করি প্রতীকার,—
প্রাণপণে রোধি শত্রুগতি।

(কাশীরাজের প্রস্থান।)

মন্ত্রী। সমস্যা বিষম,
কেমনে বা জানাই বারতা !
নৃপগণ এ সংবাদ করিয়া শ্রবণ,
অঘটন ঘটাবে নিশ্চয় ;
মহাভয় উদয় হৃদয়ে।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রান্তরভাগ।

সৈন্যদ্বয়।

১ম সৈ। কি হে অর্জ্জুন সিং—ফাকে সরে পোড়্‌ছো যে?

২য় সৈ। সোর্‌বো না কেন? আমি কি কাপুরুষ যে, নিজের প্রাণটাকে বাচাবার চেষ্টা করবো না? আর, কাশীরাজের চাক্‌রিই না হয় স্বীকার করা হয়েছে, —না হয় সৈন্যদলে নামই লিখিয়েছি—ত' বোলে যুদ্ধে প্রাণটা দিতে হবে, এমনত কিছু লেখা পড়া করে দিইনি।

১ম সৈ। বাপ্‌! যুদ্ধ ব'লে যুদ্ধ—বেয়াড়া রকমের যুদ্ধ! একা যোদ্ধায় লক্ষ লোকের মহড়া নিচ্চে! ভীষ্ম ত ভীষ্ম! একেবারে গ্রীষ্মকালের কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে।

২য় সৈ। আমি একটু গা ঢাকা দিয়েছি বলে তোমার চোক টাটাচ্ছে.—আর চেয়ে দেখ দেখি, পিঁপ্‌ড়ের সারের মতন হোম্‌রা চোম্‌রা রাজা মহারাজারা চোঁচা দৌড় যাচ্ছেন! তা, ওদের বেলায় দোষ নেই বুঝি? যা কিছু এখনও ত্যা ওড়াচ্চে ঐ শাল্বরাজ—তা আরত তাঁকেও দেখা যাচ্চেনা।

১ম সৈ। ওঃ উদিক্‌টে দেখেছ একবার—বাণে বাণে ছেয়ে ফেলেছে!

২য় সৈ। রাজকন্যাদের রথ খানা কোথায় দেখ্‌তে পাচ্চ?

১ম সৈ। সে এতক্ষণ হস্তিনায় পৌঁছে গেছে। বন্ধু! আর একটু পা চালিয়ে চল—শ্রাদ্ধ এদিকেও বেশ গড়িয়ে আস্‌ছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

শাল্ব। ধিক্ ধিক্ শতধিক্ ক্ষত্রকুলাধম—
কাপুরুষ নৃপতিমণ্ডলী !
কালী দিলি ক্ষত্রকুলে ত্যাজিয়া সমর ?
প্রতিযোগী একা ভীষ্ম সনে,
লক্ষ জনে পলাইল ফেরুপাল সম,
পৃষ্ঠ দিয়া সম্মুখসংগ্রামে ?
ছি ছি ছি ছি ধিক্ বীরনামে,
কলঙ্ক রাখিতে স্থান কোথা !
ওহো—বড় ব্যথা বাজিল অন্তরে,
অরাতিরে দমিতে নারিনু।
যুঝিলাম করি প্রাণপণ,
বিফল যতন—উদ্ধারিতে নারিনু অম্বায় !
ছি ছি লোকের সমাজে,
কোন লাজে দেখাব বদন !

(কাশীরাজের প্রবেশ।)

কাশী। ধন্য ধন্য সৌভপতি !
বিস্ময় মেনেছি অতি বীরত্বে তোমার !
উপস্থিত নৃপগণমাঝে,
একা তুমি ক্ষত্রিয়ের রেখেছ সম্মান !
বহুক্ষণ যুঝিয়াছ দেবব্রতসনে,
আজি রণে তোমারি গৌরব।

শাল্ব। ক্ষমা কর কাশীরাজ,
আর লাজ নাহি দেহ মোরে !

নিমন্ত্রিয়া আনি স্বয়ম্বরে,
করিলে যে মহা অপমান,
আজীবন গাঁথা রবে অন্তরে আমার!

কাশী। শাল্বরাজ!
অকারণ কেন দোষ' মোরে?
কন্যার বিবাহতরে,
স্বয়ম্বরে করিলাম কত আয়োজন,—
ত্রিভুবন করি নিমন্ত্রণ,
জলস্রোতপ্রায়, অর্থব্যয় হল রাশি রাশি,
তুষিলাম সবাকারে যোগ্য সমাদরে,
বল মোরে—সাধ কি হে মম,
রাজ্যের ভিতরে, ঘটাইতে হেন অঘটন?
সবে মিলি সাধ্যমত বেড়ি চারিধারে,
অরাতিরে বিমুখিতে করিনু যতন,
ফল কিবা হ'ল বল তায়?
দমিয়া সবায়,
হস্তিনায় গেল ভীষ্ম লয়ে কন্যাগণে।

শাল্ব। ক্ষান্ত হও বারাণসীশ্বর!
অন্তরের ভাব তব নহে অবিদিত।
পূর্ব্ব হতে ছিল মনে মনে,
হস্তিনার রাজবংশে দিতে কন্যাগণে;
তাই, জামাতৃবংশের বাড়াতে সম্মান,
করি স্বয়ম্বর ভাণ—
করিয়াছ নিমন্ত্রণ আমা সবাকারে।

কি ব'লব ছিনু অসজ্জিত,—
নহে, জানিহ নিশ্চিত,
একত্রিত শত ভীষ্ম প্রাণ লয়ে কভু,
ত্যজিতে নারিত কাশীধাম।
ওহো, বিধি বাম,
হেন অপমান লিখেছিল ভালে!

কাশি। নিরুত্তর বচনে তোমার, শুন সৌভপতি!
প্রীতি যদি হয় দোষিয়া আমার,
বল মোরে যাহা ইচ্ছা তব—
কি কব তোমায় অকারণ?
নিতান্তই দোষী যদি আমি
তুমি আতিথি আমার,—
শতবার তব পাশে যাচি হে মার্জ্জনা
আজি মম বাসে লভহ বিশ্রাম,
দীর্ঘশ্রমে ক্লান্ত দেহ তব।

শাল্ব। আরও কিবা আছে মনে কাশীনাথ?
কে বলে আনায়ে বাসে,
মহামান্য নৃপগণ করি অপমান,
তাহে প্রাণ তৃপ্ত নহে তব?
দস্যু বৃত্তি করি লয়ে গেছে কন্যাগণে,—
ভেবেছ কি মনে,
বীরত্বের দেছে পরিচয়?
হীন দস্যু—গৌরব কি তার?

ছার দস্যুবংশে কন্যা পড়িল তোমার,
মর্য্যাদাবিনাশ তব জেন' এতদিনে।

কাশী। ক্ষান্ত হও শাল্বরাজ,
হয়োনা বিস্মৃত, সীমাবদ্ধ ধৈর্য্য সবাকার!
হে রাজন। দস্যু কারে কহ?
বিশ্বশক্তি পরাজিত যেই ভীষ্মপাশে,
ত্রাসে যার ত্যজি রণস্থল,
নৃপতি সকল—পলাইল প্রাণ লয়ে সবে,
আজিকে আহবে,
যথার্থই মুগ্ধ সবে বীরত্বে যাহার,
হেন মহারথী শান্তনুনন্দন,
অকারণ তারে কহ কুবচন,
উচিত নহেত তব!
হেন বীরবংশে গেছে কন্যাগণ,
কহি সত্য তোমার সদনে—
মনে মনে বড় প্রীত আমি!
বংশের গৌরব বাড়িল আমার,
হস্তিনার রাজবংশে সম্বন্ধকারণ!
বিধিলিপি খণ্ডন না হয়;—
মহাশয়,
ইচ্ছা যদি হয়, আসুন আলয়ে মম।
যতক্ষণ রবে কাশীধামে,
অতিথি আমার তুমি;

সাধ্যমত করিয়া যতন,—
অতিথিসংকারধর্ম্ম করিব পালন।
হে রাজন!
ক্ষণতরে মাগি হে বিদায়,
দেখিব কোথায় কেবা আছে নরপতি।

(কাশীরাজের প্রস্থান।)

(সুদক্ষিণের প্রবেশ।)

সুদ। তাই যাও বাবা! ক্রমাগত ব্যজব্যজানি আর কাঁহাতকই সহ্য হয়!

শাল্ব। কে ও—সুদক্ষিণ।

সুদ। আজ্ঞে কতকটা সেই রকমই বটে। তা—পালা সাঙ্গ হল ত' আর এখানে দাঁড়িয়ে মাটী ভাবালে কি হবে? চলুন বাজোর দিকে রওনা হওয়া যাক্!

শাল্ব। সখা! লজ্জায় আর আমার লোকসমাজে মুখ দেখাতে ইচ্ছা নেই!

সুদ। মুখ না দেখান—আড ঘোমটা টেনে নয়না হানবেন,সেতো আর মন্দ কথা নয়। বলি, মহারাজ—ব্যাজার হচ্চেন কেন? এ রকম তো হয়েই থাকে। মেয়ে মানুষ যেখানে - সেই খানেই গণ্ডগোল, সেইখানেই পস্তানি, ঢলানি! সেইখানে রোষ,দোষ,আপশোষ, ফোঁস্ ফোঁস্—এ আর নূতন কথা কি?

শাল্ব। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে অম্বাকে এমনি করে হারাব। ওঃ—

সুদ। এ্যাঁ! বলেন কি মহারাজ! মেয়ে মানুষকে মুঠোর ভেতোর রাখ্‌বেন - এটা ঠাউরেছিলেন নাকি? আরে বাপ্‌রে—ও তেলা জিনিষ—পিছ্‌লেই আছে। তবে কিনা—সাবধানে নজরে নজরে রেখে যতদিন টেঁকে—যতদিন যায়—ততদিনই ভাল।

শাল্ব। ছিঃ সখা! এই কি রহস্যের সময়?

সুদ। আজ্ঞে সেকি মহারাজ। রহস্য করবার এর চেয়ে আর সময় পাব কবে? মেয়ে মানুষ তোয়াজ করে, কত প্রেম জানিয়ে একজনের গলায় মালা দিলে,—আর দণ্ডখানেকের মধ্যেই তাকে কলা দেখিয়ে, আর একজনের রথে চড়ে বিরহজ্বালা নির্ব্বাণ কল্লে,—এটা কি কম রহস্য! হা হা হা —

শাল্ব। ভীষ্ম! কত বড় যোদ্ধা সে? কত তার বল? কি উপাদানে তার দেহ গঠিত? তাকে পরাজয় করা কি অসম্ভব? প্রাণ পর্য্যন্ত পণ—ভীষ্মের দর্প চূর্ণ কর্ব্ব!

সুদ। যে আজ্ঞে, তবে রাজ্যে ফিরে গিয়ে দেখি চলুন, আর কোথায় স্বয়ম্বরে নেমন্তন্ন হয়েছে কি না!

শাল্ব। সুদক্ষিণ! উপহাস কর, উপহাস কর,—আমি কাপুরুষ উপহাসেরই যোগ্য।

সুদ। আজ্ঞে, আমি আপনার দাসানুদাস—আমি আর উপহাস কর্ব্ব কি! যখন মেয়ে মানুষের প্রেমে পড়েছেন, তখন হাসের পালের মতন চাদ্দিক থেকে উপহাস এসে পড়বে। এখন আসুন, একখানা রথের অনুসন্ধান করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

হস্তিনা—রাজঅন্তঃপুর।

সত্যবতী ও ভীষ্ম।

সত্য। বৎস!
যে আনন্দে পরিপূর্ণ প্রাণ মম,
কথায় কি করিব প্রকাশ!
মহত্ব তোমার বিদিত এ চরাচরে।
স্বয়ম্বরে যে বীরত্ব করি প্রদর্শন,
কন্যাগণসহ,
আসিয়াছ রাজ্যে ফিরে অক্ষতশরীরে,
হেন মহাশক্তি বৎস! নরে না সম্ভবে।
দেব-অংশে দেবীগর্ভে জনম তোমার,
যোগ্য পরিচয় তার দাও চিরদিন;
বিমাতৃ-নন্দন তব বিচিত্র আমার,
অলৌকিক স্নেহ তার প্রতি;
কৃতজ্ঞতাপাশে বাধিয়াছ মোরে,—
এ রাজসংসারে,
হয়েছিনু রাজরাণী তোমারি কৃপায়।
এবে রাজরাণী আমি,—
সেও, বৎস, প্রসাদে তোমার!

কি অধিক কব আর,
রাজ্যধন রাজা প্রজা—সবাকার ভার,
অর্পিত তোমার পরে।
নামে রাজা বিচিত্রকুমার—
হস্তিনার যথার্থই তুমি অধিপতি।

ভীষ্ম। মাতা!
কেন বৃথা লজ্জা দেহ মোরে!
হেন মহাকার্য্য কিবা করিনু সাধন,
যে কারণ কহ এত প্রশংসার বাণী!
হে জননি! এ সংসারে কর্ত্তব্যপালনতরে,
নরে দেহ ধরে;
জ্ঞানশূন্য কর্ত্তব্যে যে জন,
বৃথা তার জীবনধারণ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু, জন্মদাতা,
স্বর্গ ধর্ম্ম যিনি একাধারে,—
সন্তোষে যাঁহার, তুষ্ট হন দেবতামণ্ডলী,
তাঁর তুষ্টিহেতু করিয়াছি যেই কাজ,
সেত' মম কর্ত্তব্য প্রধান!
শ্রদ্ধাভক্তি গুরু পূজ্যজনে,
স্নেহভালবাসা কনিষ্ঠ সোদরে,
যেবা নাহি করে প্রদর্শন,
কর্ত্তব্যবিচ্যুত সেই জন,
জীবনের শেষে নিরয়নিবাসে,
অনন্ত—অনন্তকাল ভুঞ্জে দুঃখরাশি।

মা'গো! কর্ত্তব্যে চালিত ত্রিভুবন!
জড় কি চেতন,
দেখ সবে সে নিয়ম-অধীন!
প্রতিদিন পূর্ব্বাকাশে হাসে দিবাকর,
রশ্মিজালে ভূমণ্ডল করে আলোকিত,
উচিত কর্ত্তব্য তার।
সুধার আধার পূর্ণশশী,
আমোদিত নিশি—
হাসে দশ দিশি যার কিরণ প্রভাবে.
জগৎ-জীবন. অবিরাম বহিছে পবন,
জেন' মাতা কর্ত্তব্যপালনহেতু!

সত্যা: বৎস!
ত্যজ অভিমান,—তুমি হে ধীমান—
তব যোগ্য কহিয়াছ কথা!
বুঝিতে না পারি পুত্র! কেমনে প্রকাশি-
অন্তরের আনন্দবারতা।
কহি সত্য তোমার সদনে,
তব মাতৃ সম্বোধনে,
মনে মনে ধন্য মানি আপনারে।
করি আশীর্ব্বাদ,
মনসাধ পূর্ণ তব হোক্ চিরদিন,
হও বৎস! ত্রিভুবনজয়ী!

ভীষ্ম মাতা!
কহ মোরে জানিতে বাসনা,

হইয়াছে মনমত কন্যাগণ তব ?
তুষ্টা হবে পুত্রবধূ করি তিনজনে ?

সত্য। বৎস !
বাহুল্য জিজ্ঞাসা মোরে।
যোগ্যা বলি তুমি আনিয়াছ কন্যাগণে,
পুত্র মম অনুরাগী সে সবার প্রতি,
শান্তধীরমতিগতি রূপসী সুন্দরী,
কাশীরাজ-বংশ-সমুদ্ভূতা,
অযোগ্যা কহিব কিবা হেতু ?
কিন্তু, বৎস,
আসিয়াছে পিত্রালয় ত্যজি,
পরবাসে পরের আশ্রয়ে ;
তাই উচাটন মন,
দিবানিশি তিনজনে করিছে রোদন।
সুমিষ্টবচনে কত আশ্বাস প্রদানে,
ভুলায়েছি অম্বালিকা অম্বিকা দোঁহায়,
কিন্তু হায়, জ্যেষ্ঠা অম্বা—
কোনমতে ধৈর্য্য নাহি মানে।
না শোনে প্রবোধবাণী,
দিবানিশি বসিয়া নির্জ্জনে,

অনশনে অশ্রুজলে ভাসায় ধরণী,—
কহ মোরে কি করি উপায়!

ভীষ্ম। ভেবোনা জননী—
জ্যেষ্ঠা অম্বা বয়স্থা এক্ষণে,
সে কারণে, না মানে প্রবোধ অল্পদিনে।
সবে মিলে কর মা যতন,
তুষিবারে মন,—
করহ আদেশ সহচরীগণে,
নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদে,
প্রফুল্লিত করিতে অন্তর।
সত্বর বিবাহকার্য্য করিতে সাধন,
হই আমি যত্নবান;
অবধান রাজমাতা।

(ভীষ্মের প্রস্থান।)

সত্য। শান্ত অতি কনিষ্ঠা দুজন,
হইয়াছে অনুরাগী তনয়ের মন।
কিন্তু, বুঝিতে না পারি,
জ্যেষ্ঠা এত কাতরা কি হেতু?
চাহে কিবা প্রকাশ না করে,
সুধালে না কয় কথা!
অনাহারে এই ভাবে আর
কেমনে বা বালিকারে রাখিব আবাসে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

অম্বা ও রঙ্গিণী।

অম্বা। আপনি কে?

রঙ্গি। রাজকুমারি! আমি আপনার দাসী। আপনার সেবার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

অম্বা। আমার কি সেবা কর্ব্বে? আমি দিবানিশি যে জ্বালায় জ্বল্‌ছি—অহোরাত্র আমার প্রাণের ভেতোর যে তুষানল জ্বল্‌ছে—দাস দাসীর সেবায় কি উপশম হবে!

রঙ্গি। হবে গো হবে—আর দুদিন সবুর কর।

ভেবোনা গো রাজকুমারী, দুঃখের নিশি প্রায় অবসান।
যে জ্বালায়, জ্বল্‌ছ এখন, নিভ্‌বে তখন, মিশ্‌বে যখন প্রাণেতে প্রাণ!
থেকে, একা একা ফাঁকা ফাঁকা, বুঝিয়ে রাখা যায় কিলো মন?
যৌবনের, পাঁজার আগুণ, জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ, খালি এখন চাই বরিষণ
নয় ত ছোট, ফোটো ফোটো, প্রেমের কলি তোমার এখন;
কলি, ব্যাকুলা দিতে মধু, নিতেও অলি আকুল তেমন!
চেয়ে, আকাশপানে চাতকিনী, পিয়াসা দূর কর্ব্বে কিসে?
ফোঁটা ফোঁটা, ফটিক-বারি, ঢাল্‌লে বারিদ, তবে শীতল হবে তাসে

অম্বা। তুমি কি বল্‌ছ—আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনা। আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না—আমায় ক্ষমা কর। তুমি অন্যত্র যাও, আমি একটু নির্জ্জনে থাকি।

রঙ্গি। থাকি নিরজনে, মনে মনে, আঁকি কত প্রেমের ছবি ;
আঁধারে প্রেমের ঘোরে, ফোটে দেখি প্রেমের রবি।
অবলা, প্রণয়জ্ঞ না, মুখে বলে সইতে নারি।
জ্বালা, রাখ্‌বে ধরে, হৃদ্‌মাঝারে, তবু, ভাগ দেবেনা পরকে তারি !
আপন ভাবে, সদাই রবে, কার সনে বা কইবে কথা ?
যা'র প্রাণ তারে বুঝিয়ে দিলে, তবে যাবে মনের ব্যথা ॥

অম্বা। তুমি যা বলছ সব সত্য ! কিন্তু আমি অভাগিনী, আমার অদৃষ্ট কি এত সুপ্রসন্ন হবে ? সত্যই আমি পরের প্রাণ নিয়ে রয়েছি। তুমি বল—আমায় আশ্বাস দাও, আমি বড় কাতরা হয়েছি। আমার মনস্তুষ্টির জন্য কত দাসী আস্‌ছে—কত নর্ত্তকী, কত সমবয়স্কা স্ত্রীলোক—দিবানিশি আমোদ—প্রমোদ নৃত্যগীতে আমার মন ভোলাবার চেষ্টা কচ্ছে—কিন্তু মন আমার কোথায়। সেতো আমার কাছে নেই। তুমি ঠিক আমার মনের কথা, মনের ব্যথা বুঝেছ ! বল—আমি কি তাঁরে পাব ? যাঁর জন্য আমার প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছে—আর কি জীবনে তাঁকে দেখ্‌তে পাব ?

রঙ্গি। ছি ছি ছি, করেছ কি, না বুঝে প্রাণ বিকিয়ে দেছ ?
মজে কোন শঠের প্রেমে, সুধাভ্রমে, মুখে তুলে গরল নেছ ?
জাননা, পুরুষজাতি, চতুর অতি, বোঝে কেবল নিজেরই কাজ ;
কাজ ফুরুলে যাবে চলে, হানি শিরে বিরহবাজ ॥
ভালবাসা চোখের নেশা, প্রেমের তারা ধার কি ধারে ?
অবলায় ছলে ভোলায়, মজে না তো মজায় তারে।
তারা, সুখের পাখী, সবই ফাঁকি, আজ্ঞাকারী নয়ন-বারি।
মুখে, বল্‌ছে 'তোমার, নই আর কার,' ভাবছে মনে অন্য নারী ॥

অম্বা। এঁ্যা—কি বলছ! পুরুষ এমন? না না—সে আমার তেমন নয়! আমার জন্যে, আমারই মতন সেও ব্যাকুল, আমারই মতন আমার বিরহে কেঁদে কেঁদে তার দিন যাচ্ছে।

(রঙ্গিণীর গীত।)

(ওলো) জাননা বোঝনা চেননা পুরুষে,
অবলার প্রাণমনহারী।
প্রেমে, মজিলে, মরিবে, কাঁদিবে আজীবন, সরলা নারী॥
কত, সোহাগে সে ভুলাইবে আসিয়া,
পরাইবে প্রেম-ফাঁসি কাঁসিয়া,
সাধিবে, যাচিবে, লুটাবে চরণে, ঢালি আঁখিবারি।
যবে, বুঝিবে তোমায়—প্রণয়সারা, হরষে ভাসিবে লো সে,
রবে, লুকায়ে, ত্যজিয়ে আঁধারে তোরে, বিরহে পোড়াতে শেষে;
তুমি, রহিবে সদা ব্যাকুলা তাহারি তরে,
আশাপথ চাহি চাহি প্রণয়বিকারে—
নিদয়, নিঠুর, পুরুষ চতুর—এলনা তোমারি॥

(রঙ্গিণীর প্রস্থান।)

অম্বা। কি হল—কি হবে—কি কর্ব্ব! বিশ্বনাথ! তোমার মনে শেষে এই ছিল। হৃদয়নিধি হাতে দিয়ে আবার কেন কেড়ে নিলে প্রভু? আর কত দিন এ ভাবে যাবে? শুনছি বিবাহের উদ্যোগ হচ্ছে,—কি করি? সমস্ত কথা ব্যক্ত কর্ব্ব, সবাকার হাতে ধর্ব্ব, পায়ে ধর্ব্ব, আমায় ছেড়ে দিতে বলবো! দ্বিচারিণী হব কেমন করে? শাল্বরাজ আমার পতি, জীবনে

মরণে তিনিই আমার প্রাণেশ্বর; আবার কার গলায় বরমাল্য দেবো? উঃ—আর ভাবতে পারিনি—

(অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রবেশ।)

অম্বিকা। দিদি! আর কতদিন এমন কোরে থাকবে? বিশ্বনাথের মনে যা ছিল তাই হয়েছে—তার আর উপায় কি? তাতো আর ফিরবে না।

অম্বালি। দিদি! তোমার এ অবস্থা দেখে আমাদের প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। আমরা তোমার ছোট, আমরা আর তোমায় কি বোঝাব বল! তুমি দিন রাত কাঁদছ দেখে, রাজবাটীর সকল অত্যন্ত দুঃখিত। দিদি। এঁরা তো আমাদের কোন অযত্ন কচ্ছেননা।

অম্বা। অম্বিকা অম্বালিকা! এ জগতে তোমরাই সুখী। তোমাদের সরল প্রাণ—তোমরা তারই গুণে সুখভোগ কচ্ছ। আমি মহাপাপিনী, হৃদয় আমার পাপে ভরা, আমি আপনার পাপে আপনি কষ্ট ভোগ কচ্ছি, তোমাদের দোষ কি ভাই! তোমরা রাজরাণী হও, আমি দেখে সুখী হব আমার আশা ছেড়ে দাও।

অম্বিকা। কেন দিদি! অমন কথা বলছ কেন? দেখ, বিধাতা আমাদের প্রতি কত সদয়! স্বয়ম্বরের দিন, আমাদের মনে মনে কত ভয় হয়েছিল,—তিনজনে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ হবে ভেবে—সেদিন কত দুঃখ কচ্ছিলেম,—কিন্তু মা ভগবতীর কৃপায় আজ আমরা তিনজনে একত্রে বাস কচ্ছি। তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠা—তুমি রাজরাণী হবে,—আমরা দুই ভগ্নী দাসী হয়ে তোমার সেবা কর্ব।

অম্বা। ভগ্নি! আমার আর বলবার কিছু নেই। এখন বিশ্বনাথের চরণে এই প্রার্থনা করি, যেন আমার এই দণ্ডেই মৃত্যু হয়।

অম্বালি। দিদি! তোমার কি দুঃখ আমাদের বল্‌বেনা? এখানে তোমার কি ক্লেশ হচ্ছে, আমাদের বল্‌তে দোষ কি? হস্তিনার রাজবংশ জগতে বিখ্যাত। রাজমাতা, পুরবাসিনী, মহারাজ, আমাদের কত যত্ন কচ্ছেন। কাশী থেকে পিতা স্বয়ং আস্‌বেন কন্যা সম্প্রদান করবার নিমিত্ত,—তবে তোমা এত মনকষ্ট কেন?

অম্বা। অম্বিকা অম্বালিকা! শোন—এত দিন তোমাদের কাছে গোপন রেখেছি,—আজ প্রকাশ কচ্ছি। আমি বিবাহিতা আবার বিবাহ কর্ব্ব কেমন করে? আমি ধর্ম্ম সাক্ষ্য করে, সূর্য্যদেব সাক্ষ্য করে, বিশ্বনাথ সাক্ষ্য করে, শাল্বরাজের গলায় মালা দিয়ে তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করেছি! তিনিই আমার স্বামী, আবার কাকে স্বামী বলব? দ্বিচারিণী হয়ে কি আমায় অন্যের গলায় মালা দিতে বল?

অম্বালি। দিদি! তাহলে উপায়?

অম্বা। দেখি, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। হয় স্বামীর সঙ্গে মিলন—নয় প্রাণ বিসর্জ্জন।

অম্বিকা। ঐ মহারাজ—আস্‌ছেন।

অম্বা। আমি অন্য ঘরে যাই—তোমরা এখানে থাক।

(একদিক দিয়া অম্বার প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া বিচিত্রবীর্য্যের প্রবেশ।)

বিচিত্র। এঁ্যা—চলে গেল? আমি যে বড় আশা ক'রে একরে তিনজনকে দেখে ছুটে আস্‌ছি—অম্বা—অম্বা!

অম্বিকা। কেন মহারাজ, আমরা কি আপনার পদসেবার যোগ্যা নই?

বিচিত্র। যোগ্যা নও? সেকি কথা—সেকি কথা! তোমরা তে আছই—তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া—সেটা কি ভাল? দেখ সুন্দরীরা! কিছু ভয় পেয়োনা—তোমরা বিশজন হলেও,—আমি কারুর প্রাণে আক্ষেপ রাখ্‌বোনা। তিনজন হ'লেই বড় সুখের হয়, বড় আরামের হয়! একজন মাথায়, দুজন দুপাশে।

অম্বালি। তাহ'লে পাশ্‌তলাটা খালি পড়ে থাকে যে মহারাজ!

বিচিত্র। তা থাকে, তা থাকে। তাইত—তোমরা চারজন দুজোড়া ক'রে হলেই হ'ত। তা হক্‌ গে—পায়ের দিক্‌টা না হয় খালিই থাক্‌বে।

অম্বিকা। কিন্তু মহারাজ -মাথায় রাখ্‌বেন কাকে?

বিচিত্র। পালা করে সকলকেই। আমায় অপ্রেমিক পাবেনা। আমায় অরসিক পাবেনা। একবার বিবাহটা হলে হয়,—দেখ্‌বে তখন, দিনরাত তোমাদের নিয়ে প্রেমে বিভোর হ'য়ে থাক্‌বো।

অম্বালি। মহারাজ! আপনি রাজ্যেশ্বর। স্ত্রীলোক নিয়ে যদি দিবারাত্রি কাটাবেন,—তাহ'লে রাজকার্য্য কর্ব্বেন কখন?

বিচিত্র। সে সব আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন, তিনিই কর্ব্বেন। সে সব কিছু ভাবতে হবে না। হ্যাঁ—দেখ রূপসীরা আমি বড় রমণীসঙ্গ ভালবাসি,—বিশেষতঃ তোমাদের ন্যায় সুন্দরী যখন আমার হৃদয়েশ্বরী, তখন রাজ্য ঐশ্বর্য্য সবই তো তোমাদেরই কাছে কাছে।

অম্বিকা। মহারাজ! দাসীদের প্রতি আপনার যথেষ্ট কৃপা।

বিচিত্র। কৃপা কি, আমার কর্ত্তব্য। সুন্দরী যুবতী যদি যখন তখন ছেড়ে অন্য কাজই কর্ব্ব—তাহলে বিবাহ করা কিসের জন্য? যৌবনকাল বড় সুখের কাল—একবার গেলে আর কি ফিরে আস্‌বে? এমন অমূল্য সময় এক মুহূর্ত্তের জন্য উপভোগে সদ্ব্যবহার না করে—বৃথা নষ্ট করা কি মানুষের উচিত? আহা—কি সুন্দর, কি সুন্দর! যত দেখ্‌ছি—দেখ্‌বার পিপাসা যেন ততই বাড়্‌ছে। এসনা, একবার অম্বার কাছে যাই, আমার হ'য়ে না হয় তোমরা তাকে দুটো বোঝাওনা।

অম্বালি। মহারাজ! মার্জ্জনা কর্ত্তে আজ্ঞা হয়,—জ্যেষ্ঠা আমাদের কিছু অবুঝ। অনেক বুঝিয়েছি, তবু তিনি শান্ত হচ্ছেন না।

বিচিত্র। দুটো মিষ্টি মিষ্টি নরম গরম কোরে বলনা। আমার দুটো চারটে গুণের কথা, তাকে ভাল করে শোনাও না; যাতে তোমরা আমার প্রতি সদয় হয়েছ, সেই কথা ভাল করে বুঝিয়ে দাওনা। আহা! তোমরাও বেশ, অম্বাও বেশ! আমার কাছে যে ঘেঁস দিচ্ছেনা—নইলে আমিই ঠিক করে নিতে পাত্তেম। আহা! একটী বোঁটায় তিনটী ফুল ফুটে থাকবে—কেমন শোভা হবে বল দেখি? অম্বা, অম্বিক অম্বালিকা—কাকে রেখে কাকে দেখি—কাকে রেখে কাকে দেখি!

অম্বিকা। ভাল মহারাজ! আপনার আদেশে আরও চেষ্টা কর্ব্ব যাতে দিদির মনকে তুষ্ট কর্ত্তে পারি; কিন্তু, ফলে কি হবে বল্‌তে পারিনা।

বিচিত্র। নেহাৎ না হয়, অদৃষ্ট—দুরদৃষ্ট! তাহলে তোমরাই আমার ডানহাত বাঁহাত। তবে কি জান,—যখন একদেশ থেকে এসেছ, একগর্ভে জন্মেছ—একজনেরই গলায় মালা দেবে, তখন তিনজনে এক হ'য়ে থাক্‌লে ভাল হয় না কি? চলনা, কোথায় গেল দেখি চলনা! আহা! কি সুন্দর! যেন স্থলপদ্ম চলে চলে বেড়াচ্ছে।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটীর অলিন্দ।

সত্যবতী ও অম্বা।

সত্য। বৎসে!

কতদিন এই ভাবে করিবে যাপন?
অনুক্ষণ বিষাদ-কালিমামাখা,
সুধাময় এ চাঁদ-বদন;
পঙ্কজ-নয়নে হেরি অশ্রুধার,
অর্দ্ধাশন, কভু অনাহার,
মা আমার কেমনে বা বাঁচিবে পরাণে?
কোথা গেল সে সৌন্দর্য্যরাশি?
মেঘে ঢাকা যেন পূর্ণশশী।
কমল কলিকা!
কিবা হেতু মলিনতা করেছ আশ্রয়?
বল মা আমায়,

কিবা অযতনে, অকালে শুকাতে এত সাধ ?
হরিষে বিষাদ কেন ঘটাবে আমায় ?

অম্বা। দেবি! অপরাধ করুন মার্জ্জনা !
করুণা অপার তব আমা সবাকারে।
জানিনা মা, জনক জননী—
কি অধিক যত্ন করে আর !
গর্ভের সন্তানপ্রায় তিন ভগিনীরে,
কতই আদরে রেখেছ গো রাজপুরে।
কিন্তু মা জননী, আমি অভাগিনী,
যোগ্যা নহি আদরের তব।
অকৃতজ্ঞ আমার সমান,
কেহ নাহি এ তিন ভুবনে ;
বাৎসল্যের প্রতিদানে,
প্রাণে ব্যথা দিই মাগো তোমা সবাকার।

সত্য। বৎসে! কন্যাসম ভাবি তিনজনে,
কিসের কারণে ব্যথা পাব আমি ?
ছাড়ি পিতামাতা আত্মীয় স্বজন,
আসিয়াছ পরসনে পরের আলয়ে,
ভয়ে ভীত তাই তব চিত ;
তিলমাত্র শান্তি নাহি পাও সেই হেতু।
কিন্তু বৎসে, বুঝ মনে মনে,
বালিকা বয়স তব অতীত এখন,
লভিয়াছ রমণীজনম,—
ত্যজি পিত্রালয়, জনক জননী,

পতিগৃহ করি আপনার,
এবে, যাপিতে হইবে চিরদিন।
কত আদরের মম বিচিত্র কুমার,
হস্তিনার সিংহাসন তার ;
হবে রাজরাণী—রাজার ঘরণী,
নাহি জানি খেদ তবে কিসের কারণ !
দেখ, কনিষ্ঠা দুজন তব,
কি আনন্দে করিছে যাপন মম বাসে।
আচরণে সে দোঁহার,
কত প্রীতি আমা সবাকার !
তেঁই কহি ত্যজ মা বিরাগ,
তুষ্টা হও—তুষ্ট কর পুরবাসীগণে।

অম্বা। মাগো ! কি কব তোমারে,
পাপ মুখে মা সরে বচন।
মহাপাতকিনী আমি,
ধরি শ্রীচরণে—
বর্জ্জন করমা মোরে এ সংসার হতে।
হেরি তব উদার আচার,
বল সাধ কার,—
তোমা সনে করে প্রতারণা।
হস্তিনার মঙ্গল কারণ,
কহি সকাতরে,—
পুত্রবধূ কোরোনা আমায়।
যোগ্যা রাজরাণী ভগ্নীদ্বয় মম,

সুখী হও লয়ে সে পৌঃহায়,
কৃপা করি বিদায় দেহ মা মোরে।

সত্য। বুঝিতে না পারি বৎসে বচন তোমায়!
মম পুত্রে পতিরূপে করিতে গ্রহণ,
কেন তব নহে আকিঞ্চন?
নহে সে কুরূপ, মূর্খ, হেয়,
অযোগ্য নৃপতিনামে।
বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব জাহ্নবী-তনয়,
শিক্ষাদাতা সহচর তায়,
তবে, কিবা হেতু মনে নাহি ধরে তারে?

অম্বা। মা—মা—

সত্য। রোদনের নাহি প্রয়োজন,
বল সত্য বিবরণ তব,
নহে, বুঝিব কেমনে তব অন্তরের ব্যথা?

অম্বা। দেবি! মরমে সরেনা বাণী!
অনুমানি ব্যথা পাবে মাতা,
সত্যকথা করিলে প্রকাশ।
মাগো!
সপত্নীতনয় তব গিয়া স্বয়ম্বরে,—
বীর্যাবলে করিয়া হরণ,
আনিয়াছে হস্তিনায় আমা তিনজনে।
কিন্তু শোন কহি বিবরণ
সৌভপতি শাম্বরাজসনে

গোপনে বিবাহপণে বদ্ধ অভাগিনী।
ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি নিরজনে,
উদ্বাহবন্ধনে বাঁধিয়াছি পরস্পরে।
কি কব তোমারে মাতা—
যে অবধি আসিয়াছি হেথা,
দিবানিশি সেই রূপ নেহারি অন্তরে।
শাল্বরাজ মম প্রাণধন,
শয়নে স্বপনে জাগরণে ধ্যানে,—
সে বিনে জানিনে কারে;
ভাগ্যদোষে না পাইলে তাঁরে,
ত্যজিব জীবন মাগো কহিনু নিশ্চয়।
বরিয়াছি একজনে—
বল মা কেমনে,
মালা দিব অপরের গলে?
বিচারিণী হব—মজিব পাতকে,
মজাইব অন্য জনে?
নরকেও স্থান নাহি হবে তাহে মম।
মাগো! নারী তুমি,
বোঝো প্রাণে নারীর বেদন;
নিবেদন করিনু মা যথার্থ বারতা,
রাজমাতা! কর এবে উচিৎ বিধান।

সত্য। বৎসে!
কি কারণে এতদিন রাখিলে গোপন,

দুঃখ পেলে দুঃখ দিলে আমা সবাকারে ?
জানিলে এ কথা এতদিন
সুনিশ্চয় প্রতিকার হইত ইহার।
আসিবার কালে,
জানালে বারতা ভীষ্মের সকাশে,
সৌভদেশে পতি-পাশে দিতেন পাঠায়ে,—
অবিলম্বে না করি বিচার।
এস মা আমার, সতীলক্ষ্মী তুমি,
সাধ্যমত করিব যতন,
পতিসনে মিলাতে তোমায়।

অম্বা। মাগো ! অজ্ঞান অবোধ নারী—
কৃতজ্ঞতা না পারি জানাতে।
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
লভিনু জীবন দেবী মৃতদেহে আজি।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

সৌভদেশ—রাজোদ্যান।

শাল্ব ও মন্ত্রী।

শাল্ব। শুন মন্ত্রী !
করিয়াছি স্থির মনে মনে,
সসৈন্যে হস্তিনাপুরি করি আক্রমণ,

দুষ্ট ভীষ্মে দিব শিক্ষাদান!
দিবানিশি জ্বলিতেছে প্রাণে,
ধূ ধূ ধূ ধূ চিতানল সম,
যে দারুণ অপমানজ্বালা,
অরাতি-শোণিতে চাহি করিতে নির্ব্বাণ।
ক্ষুদ্রকীট পাপ কাশীরাজ,
পাই লাজ সমরে ভেটিতে তারে;
কাপুরুষ সে পামরে করিব বিনাশ,
ইচ্ছা হবে যবে।
চাহি অগ্রে নাশিতে ভীষ্মেরে,
ছারেখারে দিব সে হস্তিনা,
অসহ্য যন্ত্রণা প্রাণে সহিতে না পারি।
যাও ত্বরা করি—সমরের কর আয়োজন।

মন্ত্রী। মহারাজ!
যথা আজ্ঞা সেইমত হইবে পালন।
কিন্তু হে রাজন!
সুমন্ত্রণা সুযুক্তি দানিতে,
রাজমন্ত্রী নিয়োজিত রাজার সংসারে;
সমরে নিষেধ নাহি করি,
কিন্তু আছে কিছু বক্তব্য দাসের—

আজ্ঞা যদি হয় পাইলে অভয়,
রাজপদে নিবেদন করিবারে পারি।

শাল্ব। সুযোগ্য সচীব!
কবে তব উপদেশ অগ্রাহ্য আমায়?
পিতৃতুল্য চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মম,
কোন কার্য্য না করিব অমতে তোমার!
কিন্তু কহি সার কথা,—
বড় ব্যথা বাজিয়াছে প্রাণে,
স্বয়ম্বরে ভীষ্মপাশে হ'য়ে অপমান।
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মহাক্রোধে আমি,
ভীষ্মের নিধন প্রতিজ্ঞা আমার;
মহাদর্পী দেবব্রত গঙ্গার তনয়,
হয় তারে নাশিব আহবে,
নহে যাবে হেয় প্রাণ মম।

মন্ত্রী। নরনাথ!
অকস্মাৎ কোন কার্য্য নহেক উচিত।
বিশেষতঃ নিষ্ফলতা নিশ্চিত যাহায়,
জেনে শুনে তায়,
সুধীজন কভু নাহি হয় অগ্রসর।
যেই রণে পরিণামে জানি পরাজয়,
কেমনে হে কহিব তোমায়
উদ্যোগী হইয়ে নিজে,
প্রজ্বলিত করিবারে সমর-অনল।

বিফল উদ্যম,—অকারণ সৈন্যক্ষয়,
ত্রিভুবনময় হবে কলঙ্কঘোষণা।
তেঁই করি মানা,
নাহি কাজ ভীষ্মসনে করিয়া বিবাদ,
প্রমাদ ঘটিবে বৃথা বাড়িবে জঞ্জাল!
হে ভূপাল!
সেথা স্বয়ম্বরে, ভীষ্মের সমরে,
নহ তুমি একা পরাজিত!
একত্রিত যাবতীয় নরপতিগণ,
মানিয়াছে সবে পরাজয়;
বলহে রাজন!
তাহে তব লাজ কি কারণ?

শাল্ব। মন্ত্রি!
কিবা কহ বুঝিতে না পারি,
ক্ষত্রকুলে লভিয়া জনম,
ছার প্রাণতরে
রব ঘরে অপমান সহে?
ছি ছি ছি ছি—হেন যুক্তি দিলে অতঃপর?
অমর কি শান্তনুকুমার?
মৃত্যু তার নাহি কি কপালে?
অজেয় সে রণে কেমনে বুঝিলে,
বারেক সমরজয়ী দেখিয়া তাহারে?
হ'ক সে দুর্দ্দম অরি—

হ'ক তার প্রবল প্রতাপ,
আমি তারে ভেটিব সমরে,
দেখি, দর্প তার পারি কিনা পারি চূর্ণিবারে।

মন্ত্রী। মহারাজ!
আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র আমি,
নতশিরে পালিব আদেশ!
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন
ভীষ্মের নিধন নিদারুণ পণ তব,
পূরণ না হবে কোন মতে।
হে রাজন!
নহে ভীষ্ম সামান্য মানব।
বশিষ্ঠের অভিশাপে—
স্বর্গচ্যুত মহাতেজা বসুদেবগণ,
শান্তনু-ঔরসে গঙ্গাগর্ভে লভিলা জনম;
ভীষ্ম সেই অষ্টম কুমার।
সুরাসুর মুগ্ধ তাঁর মহত্ত্বের গুণে,
জনকের সন্তোষকারণে,
সর্ব্বসুখ এ'সংসারে করেছে বর্জ্জন!
নিঃস্বার্থ নিষ্কাম পুরুষ মহান,
দেবতার বরে,—ইচ্ছা-মৃত্যু তাঁর ধরামাঝে,
অজেয় অমর তাঁরে কহি সে কারণ।
নরনাথ! তুমি বিচক্ষণ,

বুঝ প্রভু বিচারিয়া মনে,
সমর ভীষ্মের সনে কভু কি উচিত ?

শাল। হে সচিব!
চিত্তস্থৈর্য্য নাহিকো আমার।
হারায়েছি হিতাহিতজ্ঞান,
প্রাণে জলে অশান্তির মহা দাবানল।
ক্ষণকাল ত্যজহ আমারে,—
যুক্তি যাহা কহিব পশ্চাতে।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

শাল। হা দুরদৃষ্ট! অম্বাকেও হারালেম, শত্রুকেও প্রতিশোধ দিতে পাল্লেম না! অম্বা! প্রাণেশ্বরী! আমি তোমার জন্য উন্মত্ত হয়েছি! সত্য সত্যই তোমার বিরহে আমার প্রাণ যায়! আর কি এ জীবনেও তোমাকে পাবনা? উঃ—কি করি,—কি করি! কিছুতেই যে তাকে ভুল্‌তে পাচ্ছিনা।

(সুদাক্ষণের প্রবেশ।)

কেও!

সুদ। কেউ না মহারাজ! আপনি এখানে? আমি সরে যাচ্ছি—সরে যাচ্ছি—আপনি থাকুন, থাকুন!

শাল। কেন সখা? এসেই যাবে কেন?

সুদ। যাবনা মহারাজ? আপনি ঝোপ্ ঝাপের ভেতোর এসে, নির্ঝঞ্ঝাটে চক্ষু বুঁজে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে,—দিব্যি এক খণ্ড

পরিপাটী রকম ছুকরির ধ্যান কচ্ছেন,—হঠাৎ চক্ষু চেয়ে যদি আমার মতন এক বকাণ্ড অপগণ্ড কুষ্মাণ্ড পুরুষকে দেখেন, তাহ'লে থেঁকি মেজাজটা আরও চটে যাবে। তখন রেগে যদি আমাকে একটা রগে চড় ঝাড়েন—তাহ'লে শেষ কি এইখানে পায়রালোটন খেতে থাক্‌ব ?

শাল্ব। না—না—তোমাকে তো আমার কাছে আস্‌তে বারণ করিনি! তুমি আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ, তোমার কাছে যত ক্ষণ থাকি ততক্ষণই শান্তি পাই।

সুদ। তাহ'লে, অপার প্রেমটা শেষ আমাতেই গড়াল! তা ভাল মহারাজ—সে এক রকম মন্দ নয়! এ প্রেমে আর বিচ্ছেদের নামটী নেই। আমাকে কেউ হরণও কর্ব্বেনা,—আমার জন্য কেউ লাঠালাঠি কাটাকাটীও কর্ব্বেনা। হুকুম করেনতো—আমিও না হয় মিহিসুরে ডাকি—" অ প্রাণনাথ—হৃদয়েশ্বর "!

শাল্ব। সখা! এ জগতে তুমিই যথার্থ সুখী।

সুদ। তা পাঁচশ বার! সে কথা আমি নিজেই বল্‌ছি। তা আপনাকে তো কেউ মাথার দিব্বি দিয়ে অসুখী হ'তে বল্‌ছেনা মহারাজ!

শাল্ব। আমি কেন অসুখী তা তোমায় কি বোঝাব ? আমার অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেননি!

সুদ। তা বইকি - এ সমস্ত বিধাতার কারচুপি বইকি! রাজা রাজড়া লোক, পয়সা কড়ির অভাব নেই, দেহে কোন রোগ বালাইতো দেখছিনা,—লোক, জন, দাস, দাসী, হাতী,

ঘোড়া, তাঞ্জাম, রথ, সুখ ঐশ্বর্য্যের কিছুই অভাব নেই, এক মনগড়া এমন অসুখ সৃষ্টি কল্লেন যে,—ব্যস্ বাবা, নিদানে পুরাণে তার কোন অষুধ নেই।

শাল্ব। সখা! অসুখ আমার মনগড়া? তুমি বন্ধু হ'য়ে জেনে শুনে শেষ এই কথা বল্লে?

সুদ। বল্‌বোনা কেন প্রভু? আইবুড়ো ছেলের লাখো লাখো বিয়ের সম্বন্ধ হয়, বিয়ের রাত্রে বিয়ে ভেঙ্গে যায়,—আবার ফুল ফুট্‌লেই একটা কনে জুটে জোটপাট লেগে হাতের জল শুদ্ধ হয়, আইবুড়ো নাম ঘোচে। কিন্তু একিরে বাবা একটা বিয়ে ভেঙ্গে গেছে ব'লে,—আপনারও হাড় গোড় ভেঙ্গে "দ"।

শাল্ব। সুদক্ষিণ! তুমি যদি কখনো ভালবাস্‌তে—তুমি যদি ভালবাসা কারে বলে জান্‌তে,—তাহ'লে এমন কথা বোল্‌তেনা। ওহো হো! অম্বাকে হারিয়ে আমি যে এখনও বেচে আছি এই আশ্চর্য্য! তোমার স্ত্রীজাতির ওপর বিষদৃষ্টি.—তুমি ভালবাসা, প্রাণের ব্যথা, প্রাণ নেওয়া দেওয়া কি বুঝ্‌বে?

সুদ। সেকি মহারাজ! আমি একাসনে বোসে বত্রিশ গণ্ডা লুচি, আর সাড়ে তিন সের মোণ্ডার সদ্গতি করি, আর আমি পিরীত বুঝিনি? ওরে বাপ্‌রে! সেকি একটা কথা হোল!

শাল্ব। আবার সকল কথায় রহস্য? তবে তোমার সঙ্গে কি কথা কইব?

সুদ। আচ্ছা মহারাজ, রহস্য কচ্ছিনা—একটু গম্ভীর হ'য়ে না হয় জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা,—ঐ যে আপনারা বড় বড় লোক 'পিরীত পিরীত' বোলে ত্যাওড়ান—ওটা কি? আমার তো মনে হয়—ওটা একটা কাজকর্মশূন্য লোকেদের আধিক্যেতা, ঢং—খেয়াল! একদিকে একটা ছোড়া, আর একদিকে একটা মানানসই ছুঁড়ি! দুই জনের কোন সম্পর্ক নেই,—এদিক থেকে উনি ওঁর দিকে একটু চোখ্ মট্‌কে কল্লেন "ও হোঁ," আর ওদিক থেকে তিনি সেই রকমের আওয়াজ দিলেন "হোঁ হোঁ"! চোকের আড়ালে গিয়ে এ দুহাতে বুক চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌লো, ও তুড়িলাফ খেতে লাগ্‌লো! এই এর নাম পিরীত।

শাল্ব। উন্মাদ! প্রেম যদি সহজে বোঝবার জিনিষ হত, তাহ'লে আর এ পৃথিবীতে দুঃখ ছিলনা! তুমি মূর্খ—তাই উপহাস কচ্ছ—

সুদ। আমি জন্ম জন্ম মূর্খই থাকি,—আপনার মতন প্রেমপাঠশালের গুরুমশাই হ'য়ে কাজ নেই মহারাজ! তা—আপনি প্রেমের বিদ্যে প্রকাশ ক'রে কাহিল হতে থাকুন, আর সে সেখানে হস্তিনার রাজার গলায় মালা দিয়ে সুখে ঘর ঘরকন্না করে আপনার প্রেমের প্রতিদান দিতে থাকুক।

শাল্ব। ওঃ—অম্বা!—অম্বা! আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব—সেকি আমার বিরহে এতদিন বেচে আছে?

সুদ। নাঃ—ম'রে পেত্নী হয়ে আশ্‌স্যাওড়ার গাছে আপনার জন্য প্রেমের বাসর সাজিয়ে রয়েছে। আপনারত' যাবার বিশেষ বিলম্ব নেই। মহারাজ! একটা কথা কাঙ্গালের শুনে

রাখুন; যে মেয়ে মানুষ পিরীত জানিয়ে বলবে "আমি তোমারই" জানবেন সে মেয়েমানুষ পাকা একটী ঘটীচোর! তার সব নষ্টামি! যখনই যার কাছে থাকে,—তখনই তার হবে। আমি আসি, আপনার প্রেমের চিন্তার অনেক ব্যাঘাত কল্লুম—কিছু মনে কর্ব্বেন না।

(সুদক্ষিণের প্রস্থান।)

শাল্ব। সুদক্ষিণ কি বল্লে? সত্যই কি আমি উন্মাদ হয়েছি? কার জন্যে? অম্বা? সেতো আর আমার নয়! তাকে পাবার আরত আমার কোন উপায় নেই—কোন আশা নেই! তবে তার জন্য জীবনকে এত বিষময় করি কেন? বৃথা সর্ব্বত্যাগী হয়ে সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিই কেন? সে হয়ত রাজরাণী হ'য়ে আমাকে ভুলে পরম সুখে দিন যাপন কচ্ছে,—আর আমি মূর্খের ন্যায়—উন্মাদের ন্যায় তার বিরহে হা হুতাস কচ্ছি! সুদক্ষিণ ঠিক বলেছে—রমণীকে বিশ্বাস কি—

(অম্বার প্রবেশ।)

অম্বা। না মহারাজ! রমণী মাত্রেই অবিশ্বাসিনী নয়!

শাল্ব। এঁ্যা কে—কে—কে? তুমি? তুমি অম্বা—হৃদয়েশ্বরী? আমার প্রেমপ্রতিমা অম্বা।

অম্বা। হঁ্যা প্রভু! আমি আপনার শ্রীচরণভিখারিণী দাসী! প্রাণেশ্বর! জগতের সমস্ত রমণী যদি অবিশ্বাসিনী হত, তাহ'লে এ সংসারে কি মানুষ এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাস

First to fifth forme printed at JAY PRESS,
by Kapil Ch. Neogi, 44, Amherst St., Calcutta.

ক'রতে পারতো? একা রমণীই এ পৃথিবীতে আত্মসুখ, আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে পুরুষের সুখশান্তির বিধান করে। রমণীর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে পুরুষজাতি নিশ্চিন্ত হয়ে সুশৃঙ্খলে সংসারধর্ম্মপালনে সক্ষম হয়।

শাল্ব। অম্বা! তুমি অকস্মাৎ এখানে কেমন করে এলে? আমি দারুণ বিস্মিত হয়েছি! আমার মুখে কথা সরছে না। তুমি কোথা থেকে এলে? আমি কি জাগ্রত না নিদ্রায় স্বপ্ন দেখছি!

অম্বা। মহারাজ! আমি হস্তিনা থেকে বরাবর আপনার নিকট আসছি।

শাল্ব। হস্তিনা থেকে? দুরাত্মা তস্করাধম ভীষ্ম তোমায় হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, তার কবল থেকে কেমন করে নিজেকে উদ্ধার কল্লে অম্বা?

অম্বা। মহারাজ! ভীষ্ম অতি উদারপ্রকৃতি! স্বয়ম্বরে সেদিন স্বচক্ষে তাঁর বীরত্বের যেমন পরিচয় পেয়েছি—হস্তিনার রাজ-পুরিতে সেই মহাপুরুষের মহত্ত্বে যথার্থই আমি মুগ্ধ হয়েছি!

শাল্ব। মুগ্ধ হয়েছ? তবে আবার আমায় মজাবার জন্ম কি ছলনা ক'রে এসেছ অম্বা?

অম্বা। মহারাজ! আপনি কি বলছেন—আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। যতদিন আমি হস্তিনাপুরে অবরুদ্ধ ছিলেম—ততদিন আমি অনশনে অনিদ্রায়, কেবলমাত্র আপনারই ধ্যানে দিনযাপন করতেম। ভীষ্মের বিমাতৃনন্দনের সঙ্গে যখন আমাদের তিন ভগ্নীর বিবাহের উদ্যোগ হ'ল, আমি রাজমাতার নিকট আপনার প্রতি আমার আসক্তির কথা

নিবেদন কল্লেম! শোনবার মাত্রই ভীষ্মদেব বহুসমাদরে লোকজনসঙ্গে—নানাপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন ক'রে আপনার নিকট আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

শাল্ব। হুঁ! এখন কি চাও অম্বা?

অম্বা। কি চাই? হা! দুরদৃষ্ট! মহারাজ! আমার প্রাণপাত ভালবাসার বিনিময়ে আপনার এই উত্তর? আমি কি চাই—এতদিন পরে আপনাকে কি তা বুঝিয়ে বলবো? হা বিশ্বনাথ! আমার মরণ হল না কেন?

শাল্ব। অম্বা! আর আমার কাছে কেন? যার বীরত্বে তুমি মুগ্ধ—যাও, সেই ভীষ্মের কাছে যাও! যার মহত্ত্বে তুমি বিস্মিত—যাও, সেই ভীষ্মের ঘরণী হয়ে থাক! যার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, নিমন্ত্রিত নরপতিগণকে তোমার পিতা যথেষ্ট অপমানিত করে—তোমাদের তিনভগ্নীকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করতে উৎসুক—যাও, সেই সুখের হাস্তিনাপুরে রাজরাণী হওগে। আমার মোহ দূর হয়েছে—আমার ভ্রমান্ধতা ঘুচেছে—আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!

অম্বা। প্রাণনাথ! ভীষ্ম আমাদের হরণ করে—জোর করে হস্তিনায় নিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তাতে আমার অপরাধ কি? আমি তো অবিশ্বাসিনী নই!

শাল্ব। অবিশ্বাসিনী নও? তুমি কাশীরাজের কন্যা, তোমায় কি বিশ্বাস? তুমি এতদিন আমার শত্রুপুরীতে বাস করে এলে, তোমায় কেন বিশ্বাস করবো? তুমি যাও—দূর হও! আর এ স্থানে থেকো না!

অম্বা। হা বিধাতঃ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

শাল্ব। কি কল্লুম? রমণীহত্যা কল্লুম নাকি? আহা—অম্বা—আমার বড় সাধের অম্বা—আমার জন্যে এতদূর ছুটে এসেছে! না—না! ভীষ্মের বড় দর্প, বড় অহঙ্কার! মন! কঠিন হও- পাষাণ হও! আর কেন মর্য্যাদানাশ কর! কিসের ভালবাসা—কিসের প্রেম? মানরক্ষা—মর্য্যাদারক্ষাই পুরুষের প্রধান কর্ত্তব্য!

অম্বা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) ওহো হো! প্রাণেশ্বর—হৃদয়সর্ব্বস্ব! আর যন্ত্রনা দিও না! এমন করে দাসীকে পায়ে ঠেল না! রমণীহত্যা করো না! স্বামিন্! পায়ে ধরি—বিনাদোষে পত্নীহত্যা করো না! আমি জীবনে মরণে তোমারই দাসী। তোমা ভিন্ন আমার কি গতি আছে প্রভু! রক্ষা কর—পত্নী বলে গ্রহণ না কর—আমায় দাসী ব'লে শ্রীচরণে স্থান দাও! আমি তোমার দাসীর দাসী হয়ে থাকব।

শাল্ব। অসম্ভব! আমি রমণীর জন্য রাজবংশে কলঙ্ককালিমা লেপন করতে পারি না! আমি বুঝেছি—ভীষ্মের উদ্দেশ্য খুব বুঝেছি! আমায় অপদার্থ মনে করে—আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমণীকে রাজপুরে স্থান দেয়নি! আমাকে হীনবোধে তোমাকে কতকগুলি ভৃত্যের সঙ্গে আমার নিকট পাঠিয়েছে! দস্যু ঘৃণিত তস্কর সে—তার আবার সৌজন্যতা কি? সে ভদ্রতার কি জানে? তা যদি জানতো তার যদি আমাকে উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য না হ'তো—তাহলে সে তোমাকে সঙ্গে করে নিজে এসে আমার প্রণয়িণীহরণ অপরাধের জন্য আমার কাছে মার্জ্জনা চাইত। তুমি আবার হস্তিনায় ফিরে যাও! যদি ভীষ্মকে সঙ্গে এনে আমার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে পার—তাহলে তোমাকে সৌভ-রাজ্যের রাজরাণী করে আদরে হৃদয়ে ধারণ করবো! নচেৎ স্থির জেনো—এ জীবনে আর তোমার মুখদর্শন করবো না। তুমি বিদায় হও।

(শাল্বরাজের প্রস্থান

অম্বা। খুব হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে! যথার্থ ভালবাসার এই প্রতিদান? হা রমণী! এতেও তোমরা প্রেমের পক্ষ-পাতিনী! দেখি, এ সমুদ্রের তল কোথায়!

(অম্বার প্রস্থান)

——:০:——

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজকক্ষ।

অম্বিকা ও বিচিত্র।

গীত।

অম্বিকা। কান্ত! ক্ষান্ত দেহ প্রেমরণে,
লাজ সাজ রাখ অবলার।
বিনয়বচন শুন প্রাণধন,
নারী হয়ে কত সহি প্রণয়ভার॥
অন্তর আকুলিত, বক্ষ বিকম্পিত,

বাক্য বিজড়িত শুষ্কাধরে;
মিনতি হে প্রাণপতি, রাখ মান যুবতীর,
বসন ভূষণ লাগিছে ভার॥

অম্বিকা। মহারাজ! একটু রাজসভায় যান না। আপনি রাজ্যেশ্বর- রাজকার্য্য ত্যাগ করে দিনরাত আমাদের কাছে রয়েছেন, কেউ মুখে কিছু না বলুক—মনে মনে কি ভাবে বলুন দেখি! আপনাকে মিনতি কচ্ছি, আপনি কিছুক্ষণের জন্য অন্তঃপুর ছেড়ে যান।

বিচিত্র। তোমাদের ছেড়ে? ওঃ হৃদয়েশ্বরী! তুমি কি কঠিন? আমি তোমাদের জন্য এত কচ্ছি, আর তোমরা আমাকে এমন হতশ্রদ্ধা কচ্ছ? কেন, কেন—লোকে কি বলবে? তোমরা কি পরস্ত্রী—তোমরা কি আমার পর? স্বামী স্ত্রীর কাছে আছে—লোকে তাতে কি মনে ভাববে? আর ভাবলেই বা চলবে কেন?

অম্বি। আপনি যাই বলুন মহারাজ! আমাদের কিন্তু বড় লজ্জা করে!

বিচিত্র। বুঝেছি—বুঝেছি, তোমার একটু ক্লান্তিবোধ হয়েছে! দেখ দেখি—এই জন্যে আমি দুজনকে একসঙ্গে আমার কাছে থাকতে বলি! আহা! অবলা সরলা—একা কত পরিশ্রম করবে! ননীর দেহ, ননীর পুতলী! অম্বালিকা থাকে থাকে পালিয়ে যায়, এই আছে—আর কাছে নেই! আমি একটী নিয়ে দীনদুঃখির মত বসে থাকি!

অম্বি। মহারাজ, ছাড়ুন ছাড়ুন, ঐ সখীরা সব আসছে!

বিচিত্র। এলেই বা—এলেই বা—তুমি বোসোনা—তুমি

বোসোনা! স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বস্‌বে—তাতে লজ্জা কি? প্রেমিক প্রেমিকা একসঙ্গে বসে প্রেমালাপ কর্ব্বে,—তাতে ভয় কিসের জন্য?

(সখীগণের প্রবেশ)

গীত।

দেখো নাগর সাম্‌লে থেকো,
প্রেমসাগরে তুফান ভারি।
অকূলে না ডোবে যেন,
এত সাধের প্রেমের তরি॥
যৌবনের বিষম টানে,
নিয়ে যাবে কোনখানে,
কূল কিনারা নাইক' সেথা, তাই ভেবে মরি,
কেবল ভরসা তুমি যে,
ওহে প্রেমের কাণ্ডারী,—
ধীরে ধীরে বেয়ে চল, পারে গেলে বুঝ্‌তে পারি॥

(সখীগণের প্রস্থান)

বিচিত্র। বেশ আমোদ হ'চ্ছে—কত আমোদ হ'চ্ছে—ওরা চলে গেল কেন—চলে গেল কেন—

অগ্নি। বলেন তো ওদের না হয় ডেকে আনি মহারাজ—

বিচিত্র। না—না—কাজ নেই—গেছে যাক্—আবার যখন খুব ইচ্ছে হবে—তখন না হয় ডাক্‌বো। তোমরা কাছে থাক্‌লেই আমার যেন বেশী আনন্দ হয়! এই দেখ দিকি—অম্বালিকা এখনও আসছেনা—এখনও তার বুঝি আমার কথা মনে পড়েনি,—সে বুঝি আমায় ভালবাসে না—

(অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বালি। না মহারাজ—ভালবাসবো না কেন? আপনি স্বামী—আমরা দাসী! আপনাকে ভাল না বাসলে আমাদের যে অধোগতি হবে!

বিচিত্র। তবে যখন তখন চোখের আড়ালে যাও কেন? আমি যে একদণ্ড তোমাদের না দেখে থাকতে পারি না।

অম্বালি। যাই কি সাধ করে মহারাজ? লোকলজ্জাভয়ে যেতে হয়। আপনি পুরুষমানুষ—তায় রাজ্যেশ্বর, আপনি যা করেন—তাই শোভা পায়! আমরা কুলের কুলবধূ—আমাদের স্বামীসম্বন্ধে কোন কথা কারও কাছে শুনলে বড় লজ্জাবোধ হয়! আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সেদিন শ্বশ্রূঠাকরুণ বল্লেন যে, দিনরাত অন্তঃপুরে থেকে আপনার শরীরে রোগ প্রবেশ করেছে। বলুন দেখি মহারাজ—কথাটা শুনে আমার কতটা লজ্জা হল!

অম্বিকা। রোগ হবারই তো কথা! পুরুষমানুষ—একটু পরিশ্রম না কল্লে—কেবল অলস হয়ে বসে থাক্‌লে, দেহ অসুস্থ হওয়া আশ্চর্য্য কি মহারাজ।

বিচিত্র। না—না অসুখ হবে কেন? রোগ হবে কেন? তবে মাঝে মাঝে বুকে একটা বেদনার মতন হয় বটে! তা সে কেন জান—কেন জান? এই তোমাদের যখন দেখতে না পাই—তোমরা যখন ছল করে, স্নানাহার করবার নাম করে—আমাকে একা রেখে যাও—তখন ব্যথা বড় জোর করে ধরে!

অম্বালি। তা হ'লে আজ থেকে না হয় তাও যাব না! দোহাই মহারাজ! আমরা আপনার রোগের কথা শুনে বড় ভয়

পেয়েছি! আমি আপনার চরণে ধ'রে মিনতি কচ্ছি—এক একবার বায়ু সেবনের জন্যও না হয় উদ্যানে ভ্রমণ করতে যান!

বিচিত্র। তাহ'লে বেশ ত চলনা—তোমাদের নিয়ে উদ্যানে বেড়াতে যাই! আমি ছেড়ে থাকতে পারবো না—ছেড়ে থাকতে পারবো না! ঐ তো আমার রোগ—ঐ আমার বিষম রোগ!

অম্বিকা। মহারাজ! রাজমাতা আপনার সঙ্গে বোধ হয় দেখা করতে আসছেন। ক্ষমা করুন—আমরা কক্ষান্তরে যাই, আবার এখনি আসছি!

(অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রস্থান)

বিচিত্র। আবার চলে যায়! দেখ্‌দেখি আমি বিচ্ছেদ হ'তে ভালবাসি না—তত্তই জোর ক'রে ওরা আমায় ছেড়ে যাবে! তবে বুকের ব্যথা বাড়'বে না কেন? ঐ জন্যই ব্যথা ঐ জন্যেই আমার রোগ—তাতো বোঝে না। আহা, যেমন অম্বিকা—তেমনি অম্বালিকা! অম্বাটী থাকলেই বেশ হ'তো! তিন জন হ'লে সমস্ত দিনরাতে একদণ্ডও আমি একা থাকতেম না! আহা, সেটী হাতছাড়া হলো—সেটী হাতছাড়া হলো! এই যে—দাদা—

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। ভাই!

বহুদিন পাই নাই তব দরশন!
বলেছি সবারে—অবসর মত—
বারেক তোমার সনে করিব সাক্ষাৎ;

অনুমানি—
সে সংবাদ আসে নাই তব পাশে।
শুনি, সুস্থ নহে দেহ তব
কহ মোরে সত্য কি বারতা ?

বিচিত্র। দেব!
চিন্তা কর দূর।
নহে রোগ ভীষণ এমন
শঙ্কার কারণ যাহে হবে সবাকার!
ক্ষম মম অপরাধ,
মাত্র আলস্যের হেতু—
কয়দিন রাজকার্য্যে বিরত অধম।
তুমি গুরু—চিরপূজ্য মোর,
মিথ্যা কভু কহিব না তোমার সকাশে:
কি জানি কেমনে,
অলসতা আশ্রয় করিল মোরে।

ভীষ্ম। ভাই
প্রাণ সম তুমি মম চিরদিন,
তোমার কুশলে জানি কুশল আমার!
কহি সার কথা—
যে কারণে অলসতা আসিয়াছে তব।
মনুষ্যজীবন করেছ ধারণ—
শরীর-পালন কিম্বা স্বাস্থ্যরক্ষাতরে,
আছে যত নিয়ম বিধান,
তুচ্ছজ্ঞানে সে সকল উপেক্ষা করিলে,

ফলে তার রোগাক্রান্ত হবে চিরদিন।
অসুস্থ যে জন,
অকর্ম্মণ্য—বৃথা তার অসার জীবন,
জগতের সর্ব্বসুখে বঞ্চিত অভাগা;
স্বাস্থ্যরক্ষা মহাধর্ম্ম জেনো এ ধরায়।

বিচিত্র। দেব
অণুক্ষণ রহি আমি অন্তঃপুরমাঝে,
সৌগন্ধে ফুলের বাসে কক্ষ আমোদিত,
দুগ্ধফেননিভ সুন্দর শয্যায়,
ঢালি কায়—রহি সদা আমোদপ্রমোদে।
তোমার প্রসাদে—
বিষাদের তিলমাত্র নাহিক কারণ:
নাহি গুরুচিন্তাভার—নাহি কার্য্যশ্রম,
বল তবে স্বাস্থ্যহানি হইবে কেমনে?

ভীষ্ম। ভাই, শিশু তুমি—
নাহি জ্ঞান কিসে কিবা হয়'
অলসতা—কার্য্যে অনুৎসাহ,
দেহভঙ্গ করে মানবের।
পুত্রসম তুমি কনিষ্ঠ আমার,
লাজে সব কথা না পারি কহিতে:
কিন্তু ভয় হয় চিতে—
পূর্ব্ব হতে যদি নাহি করি সাবধান,
অজ্ঞান বালক তুমি—

অমঙ্গল ঘটাবে আপন।
ভাই, শোন বিবরণ ;
নরনারী বিধাতার চরম স্থজন :
পশুপক্ষী কীট আদি তীর্য্যক হইতে,
এ জগতে মানবের আছে বিভিন্নতা।
আহার বিহার নিদ্রা বিপুব চালনা,
আনয়মে ইচ্ছামত করে এই নব,
পশুসনে কি প্রভেদ তার ?
জ্ঞান বুদ্ধি হিতাহিতবিচারক্ষমতা
আছে শক্তি রিপুগণে করিতে দমন,
তেঁই সে কারণ—
শ্রেষ্ঠ নর স্থষ্টিমাঝে।
ভাই, রাজা তুমি—
অলসতা তোমারে না সাজে !
ক্ষত্রবীর কর সদা ক্ষত্র আচরণ,
ত্যজি কার্য্য ব্যায়ামকরণ,—
পরিশ্রম করিয়া বর্জ্জন
অন্তঃপুরে নারীসনে করি বসবাস—
হবে সর্ব্বনাশ—জানিহ ত্বরায়
ইঙ্গিতে আভাষে ভাই কহিনু তোমায়,
যুক্তি যাহা করহ আপনি।

বিচিত্র। আর্য্য !
শিরোধার্য্য উপদেশ তব।
সাধ্যমত অলসতা করিব বর্জ্জন।

আছে কার্য্য কক্ষান্তরে,
সে কারণ ক্ষণতরে লইনু বিদায়।

(বিচিত্রের প্রস্থান)

ভীষ্ম। বিধিলিপি কে করে খণ্ডন!
সুকুমারমতি—কিশোরবয়সে—
মহান হরষে করে কাম-উপাসনা।
জানেনা অজ্ঞান—
কি ভীষণ পরিণাম তার!
দারুণ দুর্জ্জয় রিপু কাম বলবান,
আধিপত্য করে যেই দেহে,
নহে তার মঙ্গললক্ষণ!
চিরব্যাধি—শেষে হয় অকালমরণ!
অত্যদ্ভুত মনের গঠন,
জেনে শুনে তবু সহে কামের তাড়না:
বিড়ম্বনা কিবা অতঃপর!

(সত্যবতীর প্রবেশ)

কি আদেশ রাজমাতা?

সত্য। বৎস! জ্যেষ্ঠা অম্বা আসিয়াছে পুনঃ হেথা,
শাল্বরাজপাশ হতে!

ভীষ্ম। কেন, কি চাহে বালিকা পুনঃ?

সত্য। বৎস!
সমস্যা বিষম এবে!
শাল্বরাজ নাহি করিল গ্রহণ তারে,
অবলারে পুনঃ পাঠাইল হেথা;

দেছে নাকি উপদেশ—
ভীষ্ম যদি মানরক্ষা করে তার,
বালিকারে পত্নীরূপে স্থান দিবে ঘরে।

ভীষ্ম। মানরক্ষা কি করিব মাতা?
পরাজয় করি সবাকারে—
হরেছিনু কন্যাগণে বিচিত্রের তরে।
কিন্তু, শুনি শাল্বরাজ প্রতি আসক্ত জ্যেষ্ঠার,
বহুমানে পাঠাইনু সৌভদেশে তারে,
মনমত পতিসনে করাতে মিলন।
মানরক্ষা হ'লো নাকি শাল্বের তাহায়?

সত্য। বৎস!
কি কহিব বাক্য না যুয়ায়,
তুষ্ট তায় নহে সৌভপতি,
মহারুষ্ট তবোপরে অম্বার হরণে!
করিয়াছে পণ—
যদি তুমি গিয়া তার পাশে—
দোষী মা'ন আপনারে যাচক মার্জ্জনা,—
অভাগী ললনা তবে হবে পত্নী তার।
নহে—প্রতিজ্ঞা তাহার,
অম্বারে সে কভু নাহি করিবে গ্রহণ!
কর বৎস—উচিত এখন।

ভীষ্ম। উন্মাদ—বিকারগ্রস্ত বুঝি শাল্বরাজ!
নহে—চাহে অসম্ভব করিতে সম্ভব?

বালকের প্রায় দেখি আচরণ,
কি উত্তর দিব গো জননী ?

(অম্বার প্রবেশ)

অম্বা। দয়াময় !
রক্ষা কর অবলা বালায় !
নরশ্রেষ্ঠ তুমি ধরামাঝে,
ক্ষত্রিয়সমাজে তুমি সবার প্রধান ;
বাধ দেব দুঃখিনীর প্রাণ,—
করহে উপায় যাহে পাই প্রাণপতি !
শুন বালা—
মনজ্বালা বুঝেছি তোমার,
পড়েছ বিষম দায়ে তুমি অভাগিনী !
কিন্তু মা জননী !
আমি বল কি করিতে পারি ?
দাম্ভিক নির্লাজ শাম্বরাজ অতি,
তোমাপ্রতি তাই হেন করে আচরণ।
আমি কেন অকারণ গিয়া তার পাশে—
বিনা দোষে যাচিব মার্জ্জনা ?
সম্মুখসমরে তারে করি পরাজয়,
এনেছি তোমায়,—
ক্ষত্রিয়ের যোগ্যকার্য্য করেছি সাধন !
পরাজিত হয়ে মম রণে—
অপমানজ্ঞান যদি হ'য়ে থাকে তার,
কহ গিয়ে তারে, নিতে প্রতিশোধ—
যুদ্ধসজ্জা করি পুনর্ব্বার !

অম্বা। বীরবর!
ধরি শ্রীচরণে,
মুখপানে চাহ অবলার,
জনমের মত ভাসা'য়োনা অকূলপাথারে!

ভীষ্ম। ক্ষমা কর বালা!
অক্ষম রাখিতে আমি তব অনুরোধ!
নির্ব্বোধ সে বীরকুলগ্লানি,
সৌভরাজবংশের কালিমা,
পতিযোগ্য নহে মা তোমার!
ইচ্ছা যদি হয়—
বল মা আমায়,
কাশীধামে পিতৃগৃহে দিব পাঠাইয়ে।

(ভীষ্মের প্রস্থান)

অম্বা। মাগো! কি হবে—কি হবে—
বিনাশিবে কন্যারে তোমার?
ওমা—বড় আশে এসেছিনু হেথা—
হয়ে উপেক্ষিতা সেথা প্রাণপতিপাশে!
মা—মা! বুঝাও নন্দনে তব—
নহে, প্রাণ রবে না আমার।

সত্য। বৎসে! কি কহিব বুঝিতে না পারি!
রুষ্ট বিধি তোমার উপরে।
নহে—ভগ্নীগণ সহ ঘরণী হইলে মম,
এ জঞ্জাল কভু না হইত।
চল দেখি—কি হয় উপায়!

(উভয়ের প্রস্থান)

——:০:——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হোত্রবাহনের আশ্রমসম্মুখ.

কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়া-পত্নী।

গীত।

উভয়ে—(চল্) কাঠ কাটিগে এই বেলা।

ঐ সূয্যি ডুবে আঁধার উঠে দেবেরে বিষম ঠ্যালা॥

কা-পত্নী—একটু পা চালিয়ে চল্‌রে ভেড়ো গভীর বনে যাই,

কা—(আরে) ছুটিস্‌নেকো হোঁচোট্ খাবি আস্তে চ'না ভাই।

উভয়ে—(আজ) কোমর এঁটে দুজন জুটে,

ওজোড় করবো গাছপালা॥

কা—আমি উঁচিয়ে কুড়ুল মারবো গোড়ায় ঘা,

কা-প—আমি, প'ড়লে ভুঁয়ে কুড়িয়ে নিয়ে বাঁধবো তায় বোঝা;

উভয়ে—(আবার) মোটা গুঁড়ি দেখ্‌ব যেটা,

কর্ত্তে হবে তায় চ্যালা॥

(উভয়ের প্রস্থান)

(অম্বার প্রবেশ)

অম্বা। আর কিসের আশা—আর কিসের মায়া? সকলই তো ফুরিয়েছে! রমণীজীবনের সকল সাধ তো জন্মের মত মিটেছে! এখন আমি একা! এই বিপুল সংসারে—নিরাশ্রয়, নিঃসহায়—হতভাগিনী আমি একা! একা—তাতেই বা আমার ক্ষতি কি? এ সংসারে কেউ তো কারও নয়!

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়, স্বজন—যে যতটুকু স্নেহ করে—মমতা ভালবাসা দেখায়—আদরযত্নে ভোলাবা'র চেষ্টা করে—সে সমস্তই স্বার্থময়! সকলকারই মূলে সুগভীর স্বার্থ নিহিত! তবে কে কার? কারে আপনার বলি? নিজেই নিজের সহায়—নিজেই নিজের ভরসা! কিন্তু কই আমি আশ্রয়শূন্য? পিতৃগৃহে যেতে পারবো না, পতিগৃহে স্থান পাব না, সংসার-আশ্রমে প্রবেশ ক'রতে পাব না,-তাই কি আমি এজগতে নিরাশ্রয়া? এমন সুন্দর আকাশ আচ্ছাদন—প্রকৃতির প্রিয়সন্তান সমুন্নত বৃক্ষসমূহের তলদেশ আশ্রয়স্থল, কপটতাশূন্য ঋক্ষ ব্যাঘ্র সহচর, সকলের অপেক্ষা আমার প্রিয়সহচরী মধুরসঙ্গিনী প্রতিহিংসাতৃষা ভীষ্মের নিধনকামনা,—কে বলে আমি একা? পাপ ভীষ্ম! এত তার তেজ—এত তার অহঙ্কার! নিজহস্তে আমার দুর্দশাসাধন করে—এমনি ক'রে আমায় অগ্রাহ্য কল্লে? উপায়হীনা দুর্ব্বলা রমণী—কাতরকণ্ঠে—পায়ে ধ'রে অনুরোধ কল্লেন—শুনলে না? এই তার মহত্ত্ব? রমণীহত্যার কারণ যে হ'তে পারে—সে সংসারে মহৎ? অবলার চক্ষে শতধারা দেখে যার মমতা হয় না—তার আবার মনুষ্যত্ব? ভাল,—আমারও প্রতিজ্ঞা—যেমন করে পারি ভীষ্মের বিনাশ-সাধন করবো ভীষ্মবধ আমার জীবনের মহাব্রত! দেখি-কৃতকার্য্য হই কিনা! নিবিড় অরণ্য! কোন আশ্রম-সান্নিধ্যে বোধ হয় এসেছি। তপস্বীর আশ্রয় নিরাপদ। যতদিন না প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়—বনবাস করবো!

(অম্বার প্রস্থান)

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শিষ্য। প্রবৃত্তিদমন, আত্মশাসন, ইন্দ্রিয়জয়, এ সমস্ত ভৌতিক উপদেশ, মসিজীবির কল্পনা, উন্মাদের প্রলাপ! বাস্তবজগতে এ সমস্ত একেবারেই অসম্ভব!

২য় শিষ্য। যথাকথাই তো—যথাকথাই তো!

১ম শিষ্য। প্রবৃত্তিদমন করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মহাপাপ। যদি বল কেন—না, তা বই কি! এই ধরনা—শাস্ত্রকারেরাই তো বলেছেন—"অস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট!" অর্থাৎ কিনা—আমি তুষ্ট হলেই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তুষ্ট! তাহলে তোমার গে—আমি তুষ্ট হব কিসে? অর্থাৎ তা'হলেই হল কিনা—আমার যখন যা প্রবৃত্তি হবে—তাহাই করিব, তাহাই ধরিব, তাহাই খাইব।

২য় শিষ্য। যথাকথাই তো—যথাকথাইতো!

১ম শিষ্য। পঞ্চভূতের অর্থাৎ ক্ষিত্যাপতেজমরুদ্ব্যোমরূপ কয়টী উপদেবতার রাসায়ণিক সংমিশ্রনে পরমব্রহ্ম মানবদেহে পরমাত্মারূপে বিরাজ কচ্ছেন;—কেমন কিনা? অতএব, আমার আমাত্ব আর কিছুই বলবার নাই;—ঠিক তো? বেশ;—তাহলে, সেই পরমব্রহ্ম যদি প্রত্যহ দিবাদ্বিপ্রহরে ক্ষীরসরপায়সান্ন পিষ্টকসমেত উদরগহ্বরে গ্রহণ করতে দারুণ প্রয়াসী হন—তাহলে কোন পাগল অথবা চণ্ডাল তাকে শাসন কোরে আত্মশাসনরূপ মহাপাতক করতে উপদেশ দিতে সাহস করে?

২য় শিষ্য। যথাকথাইতো—যথাকথাইতো!

১ম শিষ্য। সংসারে সকল পদার্থের যথাকালে ব্যবহার আব-

শুক। কেমন—এটী ন্যায়সঙ্গত? আচ্ছা, তাহলে ইন্দ্রিয় নামক মহান আবশ্যকীয় পদার্থগুলি—যদ্দ্বারা মানবদেহ সুচারুরূপে সজ্জিত, সে সকল যদি অব্যবহারে বৈকল্য প্রাপ্ত হয়, তাহলে প্রাণায়ামকুম্ভকহঠযোগাদির পথরুদ্ধ করে, তপজপের মহাবিঘ্ন,—সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রাণীরও হত্যাসাধন করা হয় কিনা?

২য় শিষ্য। যথাকথাইতো—যথাকথাই তো!

১ম শিষ্য। এই মাত্র তদ্‌গতচিত্ত বিরাটপুরুষের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেম। হস্তীবংশসমুদ্ভূত দুর্দ্দান্ত মশকবৃন্দের পন্ পন শব্দে রক্তপানের উল্লাসপ্রকাশে ক্রোধরিপুর পরিচালনা করতে হল কিনা? সুতরাং ইন্দ্রিয়জয় ধর্ম্মকর্ম্মে একান্ত অকর্ত্তব্য,—একথা স্বীকার্য্য কিনা?

২য় শিষ্য। যথাকথাইতো—যথাকথাই তো!

১ম শিষ্য দণ্ডার্দ্ধপূর্ব্বে একটী "পীনপয়োধরা ললিতা মৃগাক্ষী"—"কভু ধারাবিগলিত নেত্রকোণে"—"কভু অমৃতভাষিতসুধা-অধরে"—"কভুবর্ষিতলোচনতীক্ষ্ণশরে"—"কভু অঙ্গদোলায়িত—প্রাণহরে"—এমন যে নয়নাঞ্জিনী,—যোগসমাধিমগ্ন আমাদের নেত্রপথে পতিত হয়ে রূপরজ্জুর সজোর আকর্ষণে পরমাত্মার চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে অপসারিতা হলেন,—এমন স্থলে তার অন্বেষণে বিরত হয়ে মহারুষ্ট ইন্দ্রিয়প্রধানকে অসন্তুষ্ট রাখলে ব্রহ্মলোকে গমন করা কি কদাপি সম্ভব?

২য় শিষ্য। যথাকথাইতো—যথাকথাই তো!

১ম শিষ্য। এই যে তোমার মৎকদর্য্য বোয়ালমৎস্যসদৃশ মুখাবলোকন ক'রে আমার অনর্থক বিলম্বে রাজর্ষি হোত্রবাহনের

কবলে রমণীকুলললামভূতা নিপতিতা হয়ে মহাপ্রবৃত্তিঃ বৃত্তি-কারিণী যুবতী—আমা হেন যুবকপ্রেমালাপরসবঞ্চিতা হলেন—এ মহাপাতকের জন্য দায়ী একমাত্র তুমি কিনা ?

২য় শিষ্য। যথাকথাইতো—যথাকথাই তো !

১ম শিষ্য। অতএব, গত্যন্তর উপায়বিহীন হ'য়ে প্রবৃত্তদমন আত্মশাসন, ইন্দ্রিয়জয় করা অগত্যা একান্ত কর্ত্তব্য ' চল—পুনর্ম্মুষিকত্ব প্রাপ্ত হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে রমণীরূপচিন্তায় ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা যাক।

২য় শিষ্য। যথাকথাইতো—যথাকথাই তো !

(উভয়ের প্রস্থান)

(হোত্রবাহন ও অম্বার প্রবেশ)

হোত্র। বৎসে !

বহু দিন ত্যজি রাজাগৃহবাস,
বিপিননিবাসী আমি তপস্যাকারণে !
আজি বড় পুলকিত মন—
অকস্মাৎ হেথা তোরে করি দরশন।
তুমি নাহি জান বিবরণ,
কন্যা মম—জননী তোমার,
আমি মাতামহ তব,
দৌহিত্রী আমার তুমি আদরের ধন।
কিন্তু হায়, বড় ব্যথা বাজিল অন্তরে,
শুনি তব দুঃখের কাহিনী ;
ভাবি মনে—কি উপায় করিব তোমার।

অম্বা। দেব

বহুপুণ্যফলে আজি অভাগিনী—

হতাশজীবনে বিজনকাননমাঝে—

লভিয়াছে তব দরশন।

তপোধন!

দুঃখিনীরে কৃপাকণা কর বিতরণ;

শান্তির আশ্রমে দেহ আশ্রয় আমায়।

আর নাহি প্রাণ চায়,

সে পাপসংসারে কোথা লভিতে আশ্রয়।

দয়াময়!

বুঝেছি নিশ্চয়,

প্রতারণাময় জগৎ সংসার,

সুখের আগার কভু নহে সেই স্থান!

কঠোর নিষ্ঠুরপ্রাণ যত নরগণ,

দয়ামায়াবর্জ্জিত সকলে,

শোণিতপিপাসু পশু হ'তে ভয়ঙ্কর,

স্বার্থতরে অপরের করে সর্ব্বনাশ!

বনবাসে কি অধিক ত্রাস?

সন্ন্যাসআশ্রমে প্রভু রব মহাসুখে।

হোত্র। চপলা বালিকা!

নির্ম্মল কলিকা তুমি কোমলহৃদয়—

নাহি জান কি কঠোর তপস্বীর ব্রত!

উপস্থিত দুঃখের তাড়নে,

ভাব বুঝি মনে—

অবশেষে সংসারের ছেদি মায়াপাশ—
পালিবে সন্ন্যাসব্রত রহি বনবাসে ?
সুকুমারী রাজার ঝিয়ারী,
কতসুখে আদরে যতনে,
লালিতা পালিতা বৎসে, পিতার ভবনে,
কেমনে সহিবে এত দুঃখক্লেশরাশি ?
শুন বালা—কি কব তোমারে,
বাল্যকাল কৈশোর যৌবন—
প্রৌঢ়শেষাবধি হায়—
সংসারের সুখভোগে করিয়া যাপন,
তবু তৃপ্ত নহে প্রাণমন ;
হয়ে বনবাসী ফলমূল-আশী,
রাশি রাশি বিঘ্ন হেরি পরমার্থধ্যানে !
না জানি কেমনে, কতদিনে হায়—
মুক্ত হব মায়াপাশ হতে !
তেঁই কহি—ধর বৎসে মম উপদেশ,
যাও তুমি কাশীধামে পিতার আবাসে।
শাল্বরাজপাশে—
যুক্তি নহে আর করিতে গমন।
দুর্জ্জন সে নৃপকুলাধম,
প্রত্যাখ্যান করেছে তোমায়—
বুঝিলাম, পুনঃ নাহি করিবে গ্রহণ !
চল—রেখে আসি পিতৃগৃহে,
উচিৎ বিধান সেথা হইবে নিশ্চয়।

এ সংসারে রমণীর গতি—
পিতা মাতা কিম্বা নিজপতি :
নিজস্বার্থহেতু ভালবাসে স্বামী,
কিন্তু, জনকজননীস্নেহ নিঃস্বার্থ সংসারে

অম্বা। প্রভু!
অবাধ্যতা বাচালতা ক্ষম দুঃখিনীর!
মনে মনে করি দৃঢ়পণ—
সংসারবর্জ্জন করিয়াছি জন্মের মত।
বুঝেছি নিশ্চয়—
বিধাতার অভিপ্রেত রব বনবাসে
শুনি শাস্ত্রের বচন,
পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের কারণ—
নরনারীগণ দুঃখ পায় এ সংসারে ;
তেঁই মিনতি তোমারে—
দেহ মোরে ভুঞ্জিতে সে প্রাক্তনের ফল!
নিতান্তই যদি ঠেল পায়,
কহিনু তোমায়,
যথা ইচ্ছা করিব গমন।
ভীষ্মের নিধনব্রত করিতে পালন—
কঠোর প্রতিজ্ঞা মম।
ছলে বলে অথবা কৌশলে,
দিব তারে উপযুক্ত প্রতিশোধ,
তবে যাবে হৃদয়ের জ্বালা ;
দেখি, অবলা রমণী হয়ে কি করিতে পারি।

হোত্র। হায় দর্পী গঙ্গার তনয়!
কি জঞ্জাল করিয়াছ হরি কন্যাগণে!
(অকৃতব্রণের প্রবেশ)
স্বাগত হে তপস্বীপ্রবর!
বহুদিন পাই নাই সমাচার,
কহ দেব—কুশল সকলি?
অকৃত। হে রাজর্ষি!
গুরুর কৃপায় সকলি মঙ্গল।
গিয়াছিনু বহুদূর তীর্থপর্য্যটনে,
অদর্শন তাই এতদিন।
কিন্তু কহ আর্য্য—
কিবা হেতু চিন্তায় মগন তুমি?
কেবা নারী ভুবনমোহিনী?
অনুমানি নহে তপস্বিনী,
বেশভূষা আকারপ্রকারে—
রাজার কুমারী বলি জ্ঞান হয় মম।
হোত্র। সত্য তব অনুমান হে অকৃতব্রণ!
বারাণসীশ্বর জামাতা আমার—
কন্যা তার—
স্নেহের দৌহিত্রী মম এই অভাগিনী!
অকৃত। কহ তপোধন!
কি কারণে বিষাদিনী বালা?
কোন জ্বালা সহিয়ে দুঃখিনী—
কাননচারিণী হেন বালিকাবয়সে?

হোত্র। শুন ঋষি!
জটিল রহস্যপূর্ণ জগৎ সংসার—
সাধ্য কার গতি তার করিবে নির্ণয়!
দেখ আজি রাজার নন্দিনী—
কালচক্রফেরে,
অকূলপাথারে এবে নিপতিতা;
সেই হেতু চিন্তাকুল আমি।
অভাগিনী—সৌভপতি শাল্বরাজসনে,
আবদ্ধা বিবাহপণে বহুদিন হ'তে,
কিন্তু, স্বয়ম্বরকালে বারাণসীধামে,
দেবব্রত শান্তনুনন্দন—
করিলা হরণ ভগ্নীদ্বয় সহ বালিকারে;
পরে বিবাহের হইলে উদ্যোগ
অনুযোগ করি বালা ভীষ্মে সকাতরে,
গেল ফিরে শাল্বের সদনে।
কিন্তু, ভীষ্মপাশে হয়ে অপমান—
স্থান নাহি দিল শাল্ব দুঃখিনী বালায়।
প্রতিজ্ঞা তাহার—
ভীষ্ম গিয়া সৌভদেশে যাচিলে মার্জ্জনা,
তবে পত্নীরূপে লবে বালিকায়
কিন্তু ভীষ্ম কভু নাহি চায়,
শাল্বপাশে করিতে গমন।
সমস্যা এখন—
নাহি জানি কি উপায় হবে।

অক্রুত। বৎসে!
কি কারণে ত্যজিয়াছ পিতার ভবন?
কাশীরাজ বিমুখ কি তনয়ার প্রতি?

অম্বা। প্রভু
পতি যার বিমুখ সংসারে—
কোথা তার স্থান দয়াময়?
হয়ে অপহৃতা—
শত্রুগৃহে ছিনু অবরোধে,
কলঙ্কিনীবোধে স্বামী ত্যজিলেন মোরে।
মহাদর্পী ভীষ্ম দুরাচার,
দুর্গতি আমার সেই দুষ্টের কারণ।
এবে, বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বসুখে,
বড় দুঃখে পশিয়াছি বিজন কান্তারে।
শুনি, কহে সর্ব্বজন,
ত্রিভুবনজয়ী শান্তনুনন্দন—
অজেয় দুর্দ্ধর্ষ ধরামাঝে;
বীরের সমাজে নাহি হেন কোনজন,
শাসিবে সে ভীষ্মে রণে!
কিন্তু, প্রাণে মম নিদারুণ প্রতিহিংসাতৃষা—
কোন মতে শান্তি নাহি মানে।
তেঁই স্থির মনে মনে,
তপ জপ ধ্যানে কিম্বা কোনমতে—
ভীষ্মের নিধন সাধি প্রতিজ্ঞা পুরাব!
হায় হায়,

কভু নাহি ছিল জ্ঞান—
বীরশূন্য এ পাপ ধরণী!

অকৃত। সুবদনী!
কি কহিলে—বীরশূন্য ধরা?
পূজ্যাপাদ গুরু মম শক্তি-অবতার—
জাননা পরশুরামে?
নামে যার সুরাসুরগন্ধর্ব্ব সকলে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য অথবা পাতালে—
ভয়ে কাঁপে দিবস যামিনী;
যে মহাপুরুষ ধরি সংহার-কুঠার,
একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিলা ধরণী;
কাল-অগ্নিসমতেজা যাঁর ক্রোধানলে,
অবহেলে বিশ্ব দগ্ধ হয়;
হেন জামদগ্ন্য ঋষি বর্ত্তমানে,
কহ বরাননে—
নির্বীর এ বসুন্ধরা?
তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ গঙ্গার কুমার।
শস্ত্রশিক্ষা তার গুরুর সকাশে মম!
অতি দর্পে দর্পী যদি সেই মূঢ়মতি,
এস ভদ্রে আমার সংহতি;
মর্ম্মব্যথা তব জানাইলে গুরুদেবে—
যথোচিত প্রতিকার হইবে নিশ্চয়!
দর্পহারী তিনি দয়াময়,
হয় যদি প্রয়োজন,

তোমার কারণ—
আবার সংহার-মূর্ত্তি ধরিবেন প্রভু!

অম্বা। তপোধন!
ধরি শ্রীচরণ—
ল'য়ে চল দুঃখিনীরে গুরুর সদনে।
আজি বচনে তোমার,
হতাশ হৃদয়ে হয় আশার সঞ্চার—
তমিস্র ভেদিয়া যথা সৌরকররাশি।
পূজ্যপাদ মাতামহ!
শুভক্ষণে দেখা তব সনে,
স্বকার্য্যসাধনে যাব আদেশ' দাসীরে।

হোত্র। বৎসে!
বহুভাগ্যগুণে মহর্ষির লভিলে আশ্রয়!
যাও সেই মাহেন্দ্র পর্ব্বতে—
ভয়শূন্য চিতে অকৃতব্রণের সনে!
এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইনু আমি!
মুনিবর!
ভগবানে জানাইও প্রণাম আমার।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাহেন্দ্র পর্ব্বত।

পরশুরাম।

পরশু। বৃথা তপ জপ বিজনপ্রবাস,
ব্যর্থ পরমার্থচিন্তা—যোগাভ্যাস আদি,
চিত্তস্থৈর্য্য মূল সবাকার।
অতীত ঘটনা—অবিরাম স্মৃতির তাড়না,
কোনমতে না দেয় পশিতে শান্তিধামে!
কেন? কিসের কারণ সদা আন্দোলন?
কুচিন্তার তরঙ্গ ভীষণ—
কেন অনুক্ষণ উদ্বেলিত করিছে অন্তর?
কার্য্য—কার্য্যময় ধরা,
কার্য্যের সমষ্টি সৃষ্টি জগৎ সংসার,
সাকার মানব—
কার্য্যহেতু পরিচয় তার;
জড় ও চেতনে,
কার্য্যগুণে বিভিন্নতা পরস্পরে।
হেন কার্য্যসনে—
ফলাফল একসূত্রে কি হেতু গ্রথিত?
বুঝিতে না পারি—কেন কার্য্য করি—
এড়াইতে নারি স্মৃতির কবল হতে।
ঘটনায় অনিবার্য্যস্রোতে,

পিতৃ-আজ্ঞা করিতে পালন,
করিনু নিধন স্নেহময়ী জননীরে মম ;
কার্য্য-উদ্দীপনে—
একবিংশবার নিক্ষত্রিয়া করিনু মেদিনী ;
কিন্তু নাহি জানি কেন—
আত্মপ্রসন্নতা নাহি আসে তায় !
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলে,
ইহলোকে পরলোকে নহিক প্রয়াসী,
কর্ম্মফলভোগ-আশী নহি কদাচন ;
ছেদিয়াছি মায়ার বন্ধন,
তবু, স্মৃতির দাহণ—ক্ষণতরে না দেয় বিরাম !
কর্ত্তব্যের এই পরিণাম ?
পাপপুণ্য ? সেতো সমস্যা সংসারে !
মাতৃহত্যা মহাপাপ শাস্ত্রকারমতে, –
কিন্তু, এ জগতে নহে কি সে মহাপাপী,
পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করে যেই জন ?
তবে পাপপুণ্য বুঝিব কেমনে ?
হতভাগ্য কার্ত্তবীর্য্য রাজা,
ক্ষত্রতেজে হয়ে বলবান,
তৃণজ্ঞান করিত ধরণী,
জমদগ্নি ঋষি মম পিতৃদেবে,
বিনাদোষে করিল বিনাশ ;
তাই ঘুচাতে ধরার ত্রাস—
অত্যাচারী ক্ষত্রকুল হতে ;

স্বহস্তে পরশু ধরি একবিংশবার—
ধরাভার করিনু লাঘব।
অত্যাচারনিবারণ,—
নহে কি সে পুণ্যকাজ—কর্ত্তব্যপালন ?
কিন্তু কি ভীষণ কর্ম্মফল !
অবিরল মানসনয়নে
হেরি ধরাসনে—
স্নেহময়ী জননীর রক্তমাখা দেহ !
কত যত্ন করি প্রাণপণে,
তবু পড়ে মনে মাতা অভাগিনী,
বিষাদিনী কাতরনয়নে
প্রাণভিক্ষা চাহে মম পাশে।
কভু পশে কানে—
পতিপুত্রহীনা কত ক্ষত্রিয়রমণী,
কাঁপায় মেদিনী মহা আর্ত্তনাদে—
যেন, বিষাদে পূর্ণিত ধরা আমারি কারণ !
মহাবিঘ্ন—মহাবিঘ্ন দেখি অতঃপর !
আছি কার্য্যশূন্য—জড়ত্ব-আশ্রয়ে,
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে অলসতা করি আক্রমণ,
অঘটন ঘটায় যতেক !
চাহি কার্য্য—নরদেহে কর্ত্তব্যপ্রধান।
কার্য্যক্ষেত্রে পশিব আবার—
ফলাফল বিচার না করি !
কার্য্য চাই—

কার্য্যহেতু চিত্তস্থৈর্য্যহারা,—
দেখি, ধরা কোন কার্য্য চাহে আমা হ'তে ! (গমনোদ্যত)

(অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ।)

অকৃত। গুরুদেব !

পরশু। কে—অকৃতব্রণ ?
আছে কিছু কার্য্যের সংবাদ ?
সঙ্গে কেবা নারী ?

অম্বা। প্রভু ! প্রণাম চরণে।
দয়াময়—রাখ পায় মন্দভাগিনীরে,
বড় দায়ে তবাশ্রয় করিনু গ্রহণ !

পরশু। মিনতির নাহি প্রয়োজন।
কহ মোরে সারকথা—
চাহ কোন কার্য্য আমা হতে ?

অকৃত। গুরুদেব !
অন্তর্য্যামি তুমি ভগবান,
তব প্রণিধান নহে অমূলক।
অত্যাচার প্রপীড়িতা নারী,
প্রতিকার-হেতু আসিয়াছে তব পাশে।
কাশীরাজকন্যা অভাগিনী——

পরশু। ক্ষান্ত হও—পরিচয় না চাই শুনিতে।
মিলিয়াছে কার্য্যভার,
ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি—
দাঁড়ায়ে হেথায় শুনিবারে বিবরণ !
পথে যেতে কহিবে সকল ;

চল, যাব কোনস্থানে ?

অম্বা। হস্তিনানগরী।

পরশু। সঙ্গে নারী,—কার্যাসনে সম্বন্ধ তাহার ;
অকৃতব্রণ ! কুঠার আমার— (কুঠার গ্রহণ)
হ'তে পারে প্রয়োজন।
ওঃ—নির্জীবতা গেল এতক্ষণে !
এস বালা—চল যাই হস্তিনানগরে,
এই অবসরে,—
কহ মোরে আদ্যোপান্ত বিবরণ তব।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনার রাজসভা।

ভীষ্ম, মন্ত্রী ও সভাসদগণ।

ভীষ্ম। হে অমাত্য মাননীয় সভাসদ্গণ !
শুন বিবরণ—
যে কারণ আজি অকস্মাৎ,
অসময়ে আহ্বান করেছি সবে।

নবীন ভূপতি—আদরের বিচিত্র আমার,
মহাপ্রীতিভরে যারে—
বসাইলে সবে হস্তিনার সিংহাসনে ;
দুরদৃষ্টগুণে হায় আমা সবাকার,
কালযক্ষ্মাজিতারোগে আক্রান্ত নৃপতি।
চিন্তাযুক্ত তেঁই অতিশয়,
মহাভয় সমুদিত সবার অন্তরে।
নানা রাজ্য দেশান্তর হতে,
আনায়েছি চিকিৎসক রাজবৈদ্যগণে ;
দেবপূজা মাঙ্গলিক সস্ত্যয়নে,
বিন্দুমাত্র নাহি ত্রুটী সেবা শুশ্রূষার,
কিন্তু হায় ভাবনা অপার—
না জানি কি আছে বিধাতার মনে।
মিনতি এক্ষণে তোমা সবাকারে,
দেহ মোরে অবসর কয়দিন তরে—
বিষম দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য হতে।
স্থিরচিত্তে নিশ্চিন্ত হইয়ে—
রুগ্নভ্রাতৃপার্শে রহি সেবা করি তার।

মন্ত্রী। দেব! মিনতির নাহি প্রয়োজন।
আজ্ঞাবাহী দাস মোরা হস্তিনারাজের ;
তুমি প্রভু রাজ প্রতিনিধি,
যেইমত যেইক্ষণে আদেশিবে সবে,
প্রাণপণে করিব পালন।
মাগি অণুক্ষণ পরমেশপায়,
রোগমুক্ত নৃপতিরে করুন ত্বরায়।

ভীষ্ম। অসামান্যা নারী মাতা সত্যবতী,
অদ্ভুত শকতি হেরি অবলা-অন্তরে।
ধৈর্য্যহারা নহে অভাগিনী—
জানি তনয়ের সাংঘাতিক ব্যাধি।
বাঁধি বুক অসীম সাহসে,
পুত্রপাশে বসি দিবানিশি,
রোগসেবা করেন যতনে।
সভা-ভঙ্গ আজিকার মত,
আছে প্রয়োজন—যাব অন্তঃপুরে।
(ভীষ্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান)
অসাধ্য শিবের—যক্ষ্মারোগ প্রতিকারে,
ধন্বন্তরী না জানে ঔষধ।
ওহো—বিচিত্রে হারায়ে,
কেমনে বা রব ধৈর্য্য ধরি!
চিত্রাঙ্গদ গিয়াছে অকালে—
সমরে ত্যজিয়া প্রাণ;
বিধির বিধান,—
বিচিত্র ত্যজিবে ধরা কিশোরবয়সে!
শূন্য রবে হস্তিনার রাজসিংহাসন;
নাহি হেরি উত্তরাধিকারী,
বুঝিতে না পারি—কি উপায় হবে তবে!
(নেপথ্যে দেখিয়া) একি—
জটাচীরধারী তেজঃপুঞ্জকায়,
কেবা ঋষি আসিছেন হেথা?

নেপথ্যে পরশু। কোথা ভীষ্ম!

ভীষ্ম। একি—গুরুদেব!

(পরশুরামের প্রবেশ)

গুরুদেব—গুরুদেব!
একি তো সম্মুখে দাস!
প্রণিপাত শ্রীচরণে।
না জানি কি মহাপুণ্যে আজি অনায়াসে,
গৃহে বসি পাইলাম দরশন প্রভু
দেব! কুশল সবলি?

পরশু। বাতুল্য অধিক কেন সৌজন্যতা!
আছে কথা—আছে কিছু কার্য্য তব সনে,
যে কারণে এসেছি হেথায়!
কিবা প্রশ্ন তব? কুশল আমার?
দেখেছ কি কোথা কেন সংসার-বিরাগী—
ত্যাগী ঋষি তপস্বী সন্ন্যাসী—
কুশল-প্রয়াসী আপনার?
কিসের মঙ্গল—অমঙ্গল কিবা?
সম দোঁহে এ সংসারে দেখি সবাকার।

ভীষ্ম। গুরুদেব!
জ্ঞানহীন মূর্খ এ অধম,
অজ্ঞানতা ক্ষমুন দাসের!
হেরি জ্ঞান হয়—
আসিলেন প্রভু হেথা বহুদূর হতে,
বিশ্রাম লভিতে তেঁই নিবেদি চরণে।

শিষ্য আমি—তুমি গুরু—পিতৃতুল্য মম—
যথাযোগ্য পদপূজা কর্ত্তব্য আমার ;
সিংহাসনে বসি দয়াময়,
পবিত্র করুন দেব রাজ্য রাজা প্রজা !

পরশু। তপস্বীর নহে সিংহাসন ;
বিলম্বের কিবা প্রয়োজন ?
ধরামাঝে আছে কার্য্য রাশি রাশি,—
উত্তমবিহীন ক'র না আমারে।
সাধ ত্বরা ক'রে—
থাকে যদি তব কর্ত্তব্য বিশেষ ;
শেষ করি কার্য্য হেথা মম।

ভীষ্ম। তিষ্ঠ দেব ক্ষণকাল কৃপা করি দাসে !

(ভীষ্মের প্রস্থান।

পরশু। প্রারম্ভ ও অবসান—
কার্য্যের প্রধান অঙ্গ দেখি অত,পর।
ধৈর্য্য স্থৈর্য্য মূল তার।
ব্যাকুলতাপরিহার কর্ত্তব্য নিশ্চয়,
তবে হয় কার্য্য সমাধান।

(আসন পাদ্য-অর্ঘ্যাদি লইয়া ভীষ্মের পুনঃ প্রবেশ)

ভীষ্ম। কর দেব আসন গ্রহণ !

(পরশুরামের উপবেশন ও ভীষ্মকর্তৃক পদপূজা।

পরশু। নারায়ণ—নারায়ণ !
মনস্কাম পূর্ণ হোক তব।
শুন একবার—কি কারণে আগমন হেথা মম !

কাশীরাজ-দুহিতা অম্বারে,
স্বয়ম্বরে হরেছিলে তুমি ?

ভীষ্ম। সত্য কথা প্রভু!
বাহুবলে বিমুখি নৃপতিগণে
সবার সম্মুখে—

পরশু। চাহিনু কি শুনিবারে বীরত্ববর্ণনা তব ?
দেহ মোরে সম্যক উত্তর!
ত্যজিয়াছ পুনঃ কি অম্বায় ?

ভীষ্ম। শুনিলাম যবে—
শাল্বরাজপ্রতি আসক্তা সে বালা—
সৌভদেশে পাঠায়ে দিলাম তারে।

পরশু। উপেক্ষিতা সে রমণী শাল্বরাজপাশে;
ধর্ম্মপরিভ্রষ্টা তোমার ভবনে,
বিষাদিনী এবে কাঙ্গালিনী,—
কর তার প্রতিকার।

ভীষ্ম। কিবা প্রতিকার প্রভু হবে আমা হতে ?
পরাসক্তা নারী—জেনে শুনে তারে,
নিজপুরে কার করে করি সমর্পণ ?

পরশু। নাহি আর অন্য প্রতিকার ?

ভীষ্ম। আছে দেব—কিন্তু সে ভীষণ—
কদাচন নহেক সম্ভব!
চাহে শাল্বরাজ—আমি গিয়া তার পাশে—
বিনা দোষে যাচিব মার্জ্জনা।

পরশু। অবলার মানরক্ষা কর্ত্তব্য সংসারে!

দুর্দ্দশার তুমি মূল তার,
নিজ স্বার্থের কারণে—
রমণীর সনে—উচিৎ কি হেন ব্যবহার ?

ভীষ্ম। দেব !
বংশের মর্য্যাদারক্ষা কর্ত্তব্য আমার !
ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি নহি প্রণোদিত।
আপন অদৃষ্টদোষে দুঃখ পায় বালা,
অপরাধ তাহে কিবা মম ?

পরশু। বুঝিলাম—প্রতিকারে নাহি ইচ্ছা তব !
কিন্তু শোন জানাই তোমায়—
অনন্য উপায় হয়ে এবে সে রমণী—
শরণ লয়েছে মম।
প্রতিকারকার্য্যে তার নিয়োজিত আমি।
করি অনুরোধ—
ধর্ম্মরক্ষা কর বালিকার।

ভীষ্ম। গুরুদেব ! ধরি শ্রীচরণ,
ক্ষমা কর পদানত দাসে !
নিতান্ত অক্ষম তব আদেশ পালিতে।

পরশু। (সরোষে) দেবব্রত—দেবব্রত !
কতদিন হ'তে এত স্প[illegible] [illegible] প্রাণে তব ?

ভীষ্ম। দয়াময়—দয়াময় !
শিষ্য আমি সন্তান তোমার !

পরশু। শিষ্য তুমি ? গুরু আমি তব ?
গুরুভক্তি—এই তার নিদর্শন ?

অম্লানবদনে করি আদেশ লঙ্ঘন—
অকাতরে উপেক্ষা আমারে ?
করি পরাজয় কয়জন দুর্ব্বল ক্ষত্রিয়ে,
এত দর্প—এত অহঙ্কার ?
ভেবেছ কি মনে—
ত্রিভুবনে দর্পহারী কেহ নাহি তব ?
শোন মূঢ় !
যদি তুমি বাক্যরক্ষা নাহি কর মম,
সম্মুখসমরে করি আহ্বান তোমায়,
পরশুসহায়ে—
দ্বিখণ্ডিত শির তব লোটাব ভূতলে।
দেখি, কোন ভুজবলে—
আত্মরক্ষা কর মম ক্রোধানল হতে।

ভীষ্ম। হে ব্রহ্মর্ষি !
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ হে তোমায় আমায়,
দর্প গর্ব্ব কিবা মম বল তব কাছে ?
আছে কোন শক্তি হেন ধরাতলে—
যার বলে হয়ে বলীয়ান,
তুচ্ছজ্ঞানে গুরুশক্তি উপেক্ষা করিবে ?
দয়াময় !
ইচ্ছা যদি হয়—
পরশুর ঘায়,
রাখ দেব শ্রীচরণে ছার শির মম।
রক্তমাখা মুখে—

বিষাদের চিহ্ন নাহি রবে,
হাসিবে পুলকে সেই দ্বিখণ্ডিত শির—
ও রাঙ্গা চরণতলে লুটাবে যখন।

পরশু। বুঝেছি চতুর অন্তরের ভাব তব!
কিন্তু, জেনো স্থির মনে,
বচনচাতুর্য্যে ভুলাতে নারিবে মোরে।
স্নেহদয়ামায়া বাৎসল্যপ্রকাশ—
জানেনা পরশুরাম!
যদি হয় মতি—
বালিকাসংহতি যাহ সেই সৌভদেশে,
অথবা তাহারে রাখ নিজবাসে—
মনদুঃখ দূর কর তার,—
নহে, এস সমর-প্রাঙ্গণে।

ভীষ্ম। গুরুদেব!
নিতান্তই দুরদৃষ্ট মম—
তব সনে রণাঙ্গণে মাতিব সমরে।
কিন্তু নাহি খেদ তায়;
চতুর্ব্বিধ শস্ত্রশিক্ষা দিয়াছ আমায়,
পরীক্ষা দিব হে গুরু আত্মরক্ষাছলে;
ভুজবলে নিবারিয়ে তব শস্ত্রাঘাত—
তোমারি শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায়।
তব অস্ত্রঘায় যদি প্রাণ যায়,
হবে অক্ষয় অনন্ত স্বর্গ দেহ-অবসানে।
কিন্তু যদি গুরুভক্তিজোরে—

তোমারে জিনিতে পারি,
সার্থক শিষ্যত্ব মম—গৌরব তোমারি,—
রামজয়ী অক্ষয় সুনাম,
পাব আমি এ তিন ভুবনে ;
দেহ পুনঃ পদধুলি দাসে !

পরশু। দেখা হবে সমরপ্রাঙ্গণে ;
কিন্তু দেবব্রত জেন' স্থির মনে,
ক্ষত্রবধ মহাকার্য্য পরশুরামের।

(পরশুরামের প্রস্থান)

ভীষ্ম। পুলকে নাচিছে প্রাণ !
গুরুশিষ্যরণে কীর্ত্তি রাখিব ধরায় !

(ভীষ্মের প্রস্থান)

——:•:——

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্রের একাংশ।

অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ।

অকৃত। বাঁধিয়াছে তুমুল সংগ্রাম !
হের ওই শরজালে আচ্ছন্ন গগন।
শোন দূরে অস্ত্র ঝন্‌ঝনা,
বাজিছে সমর ভেরী তুরী শঙ্খ কত,

কোলাহলে পূর্ণ দশদিশা;
বনবাসী তপস্বী ব্রাহ্মণ—
ইন্দ্র আদি দেবগণ যত,
উপনীত রণক্ষেত্রে সমরদর্শনে।
শুন বরাননে!
নাহি প্রয়োজন তব হয়ে অগ্রসর,
তিষ্ঠি এই স্থানে কর নিরীক্ষণ—
ভীষ্মের নিধন—জামদগ্ন্যশস্ত্রাঘাতে।

অম্বা। প্রভু!
অগণন সৈন্যগণসাথে—
দিব্যরথে করি আরোহণ,
সাজি বর্ম্ম সুন্দর কার্ম্মুকে
অবতীর্ণ হেরি ভীষ্ম সমরপ্রাঙ্গণে
তাই ভাবি মনে,
যুদ্ধসজ্জাহীন এক গুরুদেব—
কেমনে এ দুষ্ট ভীষ্মে নাশিবেন রণে!

অকৃত। অবোধ রমণী!
এখনো সন্দেহ এত ক্ষুদ্রপ্রাণে তব?
এখনও চিনিলেনা গুরুরে আমার?
ব্রহ্মশক্তি পুঞ্জীকৃত তেজস্বী ব্রাহ্মণে,—
এ তিন ভুবনে,
সাধ্য কার তাঁর তেজ করে নিবারণ?
রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণ—
অস্ত্রকরে একা রণে অবতীর্ণ হলে,

দীপ্ত হয় কোটী কোটী দিবাকর সম।
ব্রাহ্মণের যুদ্ধসাজে কিবা প্রয়োজন?
রথ যার বিস্তীর্ণা মেদিনী,
সারথী পবনদেব—
অশ্ব চতুর্ব্বেদ—
বেদমাতা গায়ত্রী আপনি—
বর্ম্মরূপে ব্রাহ্মণের দেহরক্ষা করে—
সমরে তাঁহার সনে নিস্তার কাহার?
ওই কর দরশন—
মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ান্তকারী—
জ্যোতির্ম্ময় তেজস্বী পরশুরাম,
স্বীয় ব্রহ্মতেজবলে অদ্ভুতদর্শন!
অলৌকিক দেখ কি ঘটন—
বিস্তীর্ণ নগরোপম দিব্যাশ্বযোজিত,
আয়ুধকবচপূর্ণ স্বুবর্ণালঙ্কৃত—
চন্দ্রসূর্য্যবিনিন্দিত প্রভাময় রথে—
আরোহিত গুরুদেব এবে।
দেখ চেয়ে—পরশু ত্যজিয়ে—
ধনুর্দ্ধারী হয়ে ঋষিবর—
হেমপুঙ্খ তীক্ষ্ণ শর করেন বর্ষণ।
হের ওই নিক্ষিপ্ত শায়কে—
চারিদিকে উগারিছে ভীষণ অনল!

অম্বা। প্রভু!
এ কি হেরি অদ্ভুত ব্যাপার!

ছার দেবব্রত-অঙ্গে অস্ত্র নাহি লাগে ?
আগে ভাগে চারিদিকে ওড়ে শরজাল—
তবু ও বিশাল দেহ রয়েছে অক্ষত ?
ওই দেখ মুনিবর !
পাপ ভীষ্ম ক্ষিপ্রহস্তে আশ্চর্য্য কৌশলে,
গুরুর নিক্ষিপ্ত শর করি নিবারণ,
করে বরিষণ—
দীপ্তিময় অস্ত্র কত শত !
দেখ দেখ তপোধন,
অসম্ভব অদ্ভুত ঘটন,
রথ-অশ্বহীন দুইজনে,
অবতীর্ণ ভূমিতলে—নিয়োজিত বাণ।
দেখ এইবার—
নাহি জানি কিবা শর ছাড়ি দেবব্রত—
পীড়িত করিল ওই গুরুদেবে তব।
সূর্য্যাগ্নি-সঙ্কাশ ওই সুতীক্ষ্ণ শায়ক,
পবনপ্রেরিত হয়ে মহাবেগে—
বিঁধি ঋষি-অঙ্গ করে রুধির ক্ষরণ !
দেখ দেখ—
শোণিতাক্তকলেবরে পূজ্য দ্বিজবর,
ধাতুস্রাবী মেরুপ্রায় শোভিছে কেমন !

অকৃত। সুলোচনে !
যাও ত্বরা নিরাপদ স্থানে !

অশুভ লক্ষণে মম আকুল অন্তর,
সত্বর যাইব আমি গুরুর সহায়ে।

(অকৃতব্রণের প্রস্থান।)

অম্বা। ভীষণ দুর্দ্দম অরি,
সত্য কি অজেয় ধরাতলে?
তবে নাকি অভাগীর প্রতিজ্ঞা পূরণ?
ভীষ্মের নিধন তবে নহে কি সম্ভব?
সমরে পরশুরাম হবে পরাভব?

(শাল্বরাজের প্রবেশ।)

শাল্ব। অম্বা!

অম্বা। কে তুমি হেথায়?

শাল্ব। অম্বা!
আসিয়াছি তব পাশে যাচিতে মার্জ্জনা!
অপরাধী আমি—ক্ষমা কর মোরে।

অম্বা। ক্ষমা! ক্ষমা কিবা মহারাজ?
পুরুষের যোগ্য কার্য্য করেছ সাধন;
করেছ বর্জ্জন—
পায়ে ধরে কেঁদে'ছনু যবে;
পেয়ে নিজবাসে—
অসহায় রমণীরে দেছ দূর করে!

শাল্ব। প্রাণেশ্বরী—হৃদয়-ঈশ্বরী!

অম্বা। নহি আর প্রাণেশ্বরী তব শাল্বরাজ!
প্রণয়ের সাজসজ্জা ফে'লয়া'ছি দূরে,—
প্রেমের কামনা আর না পুষি অন্তরে;

এবে, প্রতিহিংসা-তরে লালায়িত প্রাণ।
ভীষ্ম হেতু এ দুর্গতি মম,
ভীষ্ম-আর করিতে নিধন,
দেখ আজ সমর ভীষণ—আমারি কারণ।
প্রণয়ের আক্রন্দন—
অবসান জেনো রাজা এ পাপজীবনে।
হয় কিম্বা নাহি হয় ব্রত সম্পূরণ—
নাহি কোন খেদের কারণ;
বনবাস আজীবন—অথবা মরণ—
উপেক্ষিতা রমণীর জানি পরিণাম।

শাল্ব। শুন অম্বা—মর্ম্মব্যথা জানাই তোমায়;
অন্যায় ব্যাভার করি তব সনে,
কি কহিব—কি ভীষণ অনুতাপানলে,
জ্বলে জ্বলে হয়েছিনু সারা এতদিন।
মনখেদে ত্যজি রাজ্যবাস,
চারিধারে করিতেছি তব অন্বেষণ!
পরে—শুনি পরম্পরে,
জামদগ্ন্য ঋষি তব তরে,
ভীষ্মসনে নিয়োজিত সম্মুখসমরে।
দর্পী দুরাচার—অপমান করেছে আমার,
প্রতিশোধ নিতে তার—
উপযুক্ত এই সুসময়।
সৈন্যগণসহ আছি তাই অপেক্ষায়,
হয় যদি প্রয়োজন—
সহায়তা করিব মুনিরে।

অম্বা। হা—হা—হা—হা!
তুমি তাঁর সাহায্য করিবে?
নৃপমণি! হাসি পায় শুনি কথা তব!
ব্রহ্মতেজবলে বলবান ঋষি,
ভগবান-অংশ বলি খ্যাত যেই জন,
হে রাজন!
ক্ষুদ্র-শক্তি ভীষ্মভয়ে ভীত তব প্রাণ,
ভাব কি পরশুরাম তোমার সকাশে—
রণজয়-আশে সাহায্য যাচিবে?
বাতুল কহিবে সবে—
হেন কথা অতঃপর কহিবে যাহায়!
ক্ষত্রবংশ-সমুদ্ভূত ওহে শাম্বরাজ—
কর আজ নয়ন সার্থক—
ভীষ্ম-জামদগ্ন্যরণ করি নিরীক্ষণ!

(অম্বার প্রস্থান।

শাম্ব। অদ্ভুত আচার!
উপেক্ষিতা উপেক্ষিল অনায়াসে মোরে!
ছি ছি—বৃথা জন্ম এ সংসারে মম!

(শাম্বের প্রস্থান।

——:•:——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্রের অপরাংশ।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। আর নাহি জয়-আশা বিজয়-সম্ভব!
অসম্ভব কার্য্যে অগ্রসর—
উপযুক্ত প্রতিফল লভিয়াছি এবে।
জর্জ্জরিত দেহ গুরুর প্রহারে,
প্রাঙ্গণসমরে বুঝি নাহিক নিস্তার!
হাহাকার মম সৈন্যদলে,
ছত্রভঙ্গ নেহারি সকলে;
দিব্য-অস্ত্র আশীবিষসম শরজাল,
কালানল চৌদিকে ছড়ায়,
দগ্ধ তায় অশ্ব রথ সারথী আমার;
কেন তবে বৃথা চেষ্টা আর?
কার দর্প চিরদিন রয় এ সংসারে?
ঘড় দম্ভে লঘুগুরু না করি বিচার—
ক্ষত্রবীর্য্য ব্রহ্মশক্তি ভাবি সমতুল,
ছলগর্ব্বে ভেদ নাহি মানি,
না শুনি নিষেধ গুরুজন সবাকার,
ভেটিনু পরশুরামে সম্মুখ-সংগ্রামে,
পরিণামে এই তার ফল!

শরাঘাতে বিকল শরীর—
অজস্র রুধিরধারা বহে ক্ষতমুখে,
কাঁদিছে ত্রিলোকে হেরি দর্পচূর্ণ মম!
কালান্তক যমসম হেরি গুরুদেবে;
দৈববল ব্রহ্মবল সহায় যাঁহার—
দুরাশা সমর-আশা আর তাঁর সনে,
অগত্যা মানিব পরাজয়!

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। পরাজয়? দেবব্রত!
পরাজয় মানিবে কি শেষে?

ভীষ্ম। এ কি! এ কি! মা মা সন্তাপহারিণী—
জাহ্নবী জননী!
দেখা দিলি অভাগা সন্তানে!
দেমা দে গো পদধূলি,
গুরুশরে নিপীড়িত দেহ—
মাতৃপদরজ মাখি ক'রব সুশীতল!

গঙ্গা। বৎস!
এ কি শুনি অসম্ভব বাণী তব মুখে!
মম গর্ভে লভেছ জনম,
ক্ষত্রকুলে মানব সমাজে—
শৌর্য্যবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ তোমা জানে তিনলোকে,—
শস্ত্র-শাস্ত্র যুদ্ধবিশারদ তুমি,
গৌরব আমার ভীষ্মমাতা বলি,
হেন বীরপুত্র তুমি প্রাণের পুতলি,—

সুরাসুরমানবমণ্ডলী মাঝে—
উপহাস্য হবে বৎস—পরাজয় মানি ?

ভীষ্ম। অন্তর্যামী তুমি গো জননী—
অবিদিত কিবা তব কাছে ?
ব্রহ্মতেজসমন্বিত দ্বিজ,
অলৌকিক দৈববল সহায় তাঁহার,
চিরপূজ্য গুরু—ব্রাহ্মণ পরশুরাম,
অস্ত্রাঘাতে করি ব্রহ্মরক্তপাত,
দেখ অকস্মাৎ—পুত্রের দুর্গতি মাতা !

গঙ্গা। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ? পূজ্য গুরু তব ?
ব্রহ্মত্ব গুরুত্ব তাঁর বল কোথা এবে ?
জাননা কি পুত্র শাস্ত্রের বচন ?
কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য হন যদি গুরু—
গর্ব্বিত কুপথগামী কিম্বা কদাচারী,
ত্বরাত্বরি বর্জ্জিবে তাঁহায়।
জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণ হইয়ে—
ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ এবে,
শস্ত্রকরে রোষভরে রণে আগুয়ান,
ব্রহ্মনীতি করি অপমান,—
হতজ্ঞান মহাদর্পে দর্পী সেই ঋষি ;
বিনাশিলে তায়—
ব্রহ্মহত্যাপাপ নাহি স্পর্শিবে তোমায়।

ভীষ্ম। শিরোধার্য্য তব আজ্ঞা মাতা !
কিন্তু কহ দেবী, উপায় কি করি—

কোন মতে নারি সম্বরিতে ;
অলক্ষিতে চারিভিতে হে'র ব্রহ্মবাণ,
অধীর পবণ,—
অবসান রণসাধ মম।

গঙ্গা। দেবব্রত!
নিতান্ত লজ্জিত আমি আচরণে তব।
বীরত্বের এই পরিচয় ?
রণস্থলে সৈন্তক্ষয়—অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে,
সমুদিত ভয় তব চিতে ?
দম্ভ করি অরিসনে যেতেছ আহবে,
এবে, হেরি তার প্রবল বিক্রম—
ভগ্নোত্তম—আত্মহারা তুমি ?
এত যদি ছিল তব মনে,
শক্রশর এক যদি সহিতে কাতর,
অগ্রসর কি কারণে হয়েছিলে রণে ?
ছিল না কি মনে—
সমরে নিশ্চয় নহে জয় পরাজয় ?

ভীষ্ম। মা—মা! কর ক্ষমা অবোধ নন্দনে!
শ্রীচরণকৃপাগুণে—
দিব্যজ্ঞান লভিনু এক্ষণে মাতা,
অজ্ঞানতা নিদূরিত মম এইবার।
ত্রিলোকতারিণী তুমি জননী যাহার,
সমরে কি ভয় তার ?
সার করি তব ঐ রাঙ্গা পা'দু'খানি,

চলিনু জননী পুনঃ ভেটিতে গুরুবে,—
দেখি তাঁরে জিনিবারে পারি কিনা পারি!
দেহ শিরে পদধূলি মাতা!

গঙ্গা। বৎস!
বড় প্রীত নবোৎসাহ হেরিয়ে তোমার,
বিন্দুমাত্র শঙ্কা নাহি কর আর মনে;
জামদগ্ন্য কোন মতে আর—
জিনিতে নারিবে তোরে কহিনু নিশ্চয়।
রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও পুনর্ব্বার—
সহায় তোমার আমি;
আদেশে আমার,
হুতাশনকল্প অষ্ট ব্রাহ্মণনিচয়—
অন্তরীক্ষে থাকি শূন্যপথে,
অলক্ষিতে দেহরক্ষা করিবে তোমার!
এস মম সনে,
ব্রহ্ম-অস্ত্র নিবারিতে রণে—
"প্রসাপ" নামক অস্ত্র করিব প্রদান,
বিশ্বকৃৎ প্রাজাপত্য সেই অস্ত্রবলে—
অবহেলে ত্রিভুবন করিবে শাসন।
কি ছার পরশুরাম—
শস্ত্রঘায় রণস্থলে হইবে নির্জ্জীব,
না মরিবে—রবে কিন্তু চেতনবিহীন!

ভীষ্ম। যথাবিহিত কর মা সত্বর—
আকুল অন্তর হেরি সৈন্যক্ষয় মম।

(উভয়ের প্রস্থান)

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে পালা—পালা—পালা—

২য় সৈন্য। ওরে দাঁড়ানাবে শালা—

৩য় সৈন্য। ওই এল—এল—এল—

৪র্থ সৈন্য। ওই গেল—গেল—গেল—

১ম সৈন্য। ওরে আমি ফুলো—ফুলো—ফুলো—

২য় সৈন্য। ওরে আমি খোঁড়া—খোঁড়া—খোঁড়া—

৩য় সৈন্য। ওরে ঐ বামুন—বামুন—বামুন—

৪র্থ সৈন্য। ওরে ঐ আগুন—আগুন—আগুন—

১ম সৈন্য। ওরে ধল্লোরে—

২য় সৈন্য। ওরে মাল্লোরে—

৩য় সৈন্য। ওরে সাল্লেরে—

৪র্থ সৈন্য। ওরে খেলেরে বাবা—

(সকলের প্রস্থান)

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। আজি মোর কার্য্য অবসান !
ভগবান সহস্র-কিরণ,
অবশেষে দিবসের কার্য্য-সমাপনে,
সাগর-নিবাসে ওই পশিছেন ধীরে—
শ্রান্তদেহ [illegible] ।
দিবাচর [illegible] যত,
বিশ্রাম [illegible] অস্ত গেলে।
কার্য্য [illegible] বিশ্রাম ?
বিশ্রামগ্রহণ পালনীয় কার্য্যনীতি ?

মৃত্তিকাপ্রাচীর সম এ অসার দেহ,
মহাপ্রাণী বদ্ধ যেহ গেহে,
বিরামের ছলে তাহে আরামপ্রদান—
অজ্ঞানতা ভ্রমাক্রান্তা দেহী সবাকার।
কার্য্যস্রোতে ভাসমান ভূমিষ্ঠ হইয়ে,
অনন্তে বিলয়সনে কার্য্যসাঙ্গ হবে;
জীবন্তে এ ভাব,—
কার্য্যস্রোতে কেবা বাধা দিবে?
নিশ্চেষ্টতা—কার্য্যে অনুৎসহ—
মূঢ় নর ভাবে বুঝি কার্য্যের বিরাম!
এবে দেখি— অযাচিত বিশ্রাম আমার।
সন্ধ্যা-আগমনে বিপক্ষ সেনানীগণে,
রণাঙ্গণে না হেরি কাহারে।
কোথা দেবব্রত ত্যজিয়া সমর,—
গেছে বুঝি বিশ্রামের তরে?

(অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ)

অকৃত। অবধান গুরুদেব!
লাজহীন দেবব্রত,
পরাজিত নিপীড়িত হয়ে তব শরে,
সমরের পুনঃ করে আয়োজন।
শুনি—রজনীপভাতে কালি প্রাতে,
নবীন উদ্যমে পুনঃ রণে দিবে হানা।

পরশু। নির্লজ্জ তাহারে তুমি কহ সে কারণ?
ক্ষত্রবীর করে যদি শত্রু-আচরণ,

কর্ত্তব্যপালন করে যেই জন,
তব মতে সেই মহা অপরাধী ?
কিন্তু—যদি কাপুরুষ হীনপ্রাণ সম,
অরাতিপ্রহারে হ'য়ে বিতাড়িত,
নতশিরে করিত সে বশ্যতা স্বীকার—
যশোগান তার কবিতে অকৃতব্রণ !

অকৃত। প্রভু !
না বুঝে করেছি দোষ,
ক্ষমা কর দাসে।
নিবেদি চরণে দেব—রজনী আগতা,
অপসৃত শত্রুসৈন্যগণ,
শ্রান্ত দেহে লভুন বিশ্রাম !

পরশু। হা-হা-হা-হা—সেই কথা—লভিব বিশ্রাম ?
অকৃতব্রণ !
নাহি জানি শ্রম হয় কিসে—
কেন আসে ক্লান্তি সজীব শরীরে ?
নিদ্রাঘোরে যবে অচেতন নরে,
শবাকারে হয় পরিণত,
এ' বাহ্যজগৎ লুপ্ত হয়ে তার কাছে,
কয় দণ্ড রাখে তাবে বিকট আঁধারে,
হেরি দশা সেই ক্ষণে তার,
অন্তর আমার হয় আকুলিত।
এই তো বিশ্রাম- আরাম ইহারে কহ ?
নহি আমি পক্ষপাতী তার ;

কার্য্যভার বহু আছে মম শিরে,
ধরাপরে রব যতদিন—
কার্য্য মম কভু নাহি হবে অবসান ;
হলে গতপ্রাণ—দেহসনে সকলি ফুরাবে।

অম্বা। প্রভু !
কত ক্লেশ পাও দেব অভাগীর তরে—
কৃতজ্ঞতা কি ভাবে জানাই !
দয়াময়! যোগ্যপূজা খুঁজিয়া না পাই !

পরশু। নিবার' বালিকা তব বচনবিন্যাস,
সন্ন্যাস-আশ্রম জেনো নহে রাজসভা !
নহি রাজা প্রজা নহ তুমি মম,
তোষামোদ চাটুবাণী—
শুনিবারে নাহি মম আকিঞ্চন।
অকৃতব্রণ !
ল'য়ে যাও বালিকারে সাথে,
আহার-শয়নস্থল করহ নির্দ্দেশ,—
ক্ষুৎপিপাসায় আকুলিতা বালা।

(অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রস্থান)

রজনী তিমিরে ঘেরা,
ধরা যেন নিদ্রামগ্ন হয় অনুমান।
নিপতিত সৈন্যগণ মাঝে—
জীবিত যদ্যপি থাকে কোন প্রাণী,
অনুমানি কার্য্যলাভ হবে সেইস্থানে। (প্রস্থানোদ্যত)

(শাম্বরাজের প্রবেশ)

কে তুমি হেথায় ?

শাল্ব। প্রভু!
দাস আমি—দরশন অভিলাষী তব।

পরশু। পরিচয় তাহা তোমার?
দুর্ভাগ্য আমার—
বুঝিতে নারিনু তুমি কোন জন,
কি কারণ মম পাশে!

শাল্ব। দয়াময়!
সৌভদেশ অধিপতি শাল্ব অভাজন!

পরশু। চিনেছি তোমায়।
কাশীরাজ-দুহিতার সনে—
পরিণয়পণে বদ্ধ ছিলে তুমি?
ভীষ্মের হরণে—
পরাজিত হয়ে রণে তার—
মর্য্যাদা হয়েছ হারা?

শাল্ব। দয়াময়!
অতীব দুর্জ্জন সেই ভীষ্ম দুরাচার!

পরশু। তুমি—অতীব সজ্জন তুমি সৌভরাজেশ্বর
হয়েছ কাতর হেরি ভীষ্মের আচার!
কিন্তু সৌভরাজ!
বালিকার সনে করেছ যে ব্যবহার—
আছে কি স্মরণে তব?

শাল্ব। বিজ্ঞ তুমি ভগবান—কর সুবিচার,
পর-অপহৃতা সেই নারী—
কয়দিন পরবাসে করিল যাপন,

বল তপোধন,
কেমনে বা পত্নী ব'লে লইব তাহারে ?

পরশু। তাই সুবিচারে - উপেক্ষিয়া তারে,
অকূল পাথারে ভাসায়েছ বালিকায় ?
রাজা তুমি—বসিয়াছ রাজসিংহাসনে,
সুশাসনে প্রজাপালনের তরে ?

শাল্ব। ঋষিবর !
অকারণ রোষ' কেন মমোপরে ?
ভীষ্ম-অপমানে—ব্যথিত পরাণে—
আসিয়াছি শ্রীচরণে লইতে আশ্রয় !
তোমার সহায়ে হয়ে অবতীর্ণ রণে,
মনসাধে লব প্রতিশোধ '
নির্ব্বোধ সে ক্ষত্রকুলাধম,
পদানত শিষ্য হয়ে তব—
গুরুর মর্য্যাদানাশে এবে অগ্রসর ;
দর্প তার দয়াময় চূর্ণ কর ত্বরা !

পরশু। দূর হ'রে ক্ষত্রকুলগ্লানি—
কাপুরুষ ঘৃণ্য নরপশু !
হেরিলে ও মুখ হয় পাপের সঞ্চার !
বিনাদোষে অবলার ক'রে সর্ব্বনাশ,
লাজ নাহি জঘন্য অন্তরে তোর !
বীরশ্রেষ্ঠ পুরুষ পুঙ্গব,
তুষ্ট ত্রিভুবন যার দেব-আচরণে,
রণাঙ্গণে ক্ষত্রিয়ের গৌরব যে জন,

শিখণ্ডে যাহার,
ধন্য মানি আপনারে মনে মনে আমি,
হেন উদারচরিত ভীষ্মদেবে—
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর শিষ্যেরে আমার,
যথা ইচ্ছা কহ কুবচন ?
ভেবেছ কি পাপী দুরাচার—
ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশে,
তোর সম হীনস্বার্থপূরণের আশে,
ভীষ্মনাশে উদ্যত আমার ?
তাই—উত্তেজিতে মোরে বিরুদ্ধে তাহার,
চাটুকার বাক্যের বিন্যাসে,
মম পাশে দোষী তারে করিয়া প্রমাণ,
স্বার্থসিদ্ধি চাহ আপনার ?

শাল্ব। দয়াময় !
রক্ষা কর দীনে।
অজ্ঞানে করেছি দোষ,
ত্যজ রোষ—
জানুপাতি যাচি হে মার্জ্জনা !

পরশু। সাবধান !
চাহ যদি আপন কল্যাণ,
ভীষ্ম-অপবাদ এ জীবনে কভু—
পাপরসনায় দিবেনাক' স্থান।
চাহ যদি আপন কল্যাণ,
যাও——

পদে ধরি ভীষ্মপাশে যাচহ মার্জ্জনা,
নহে—দিব তোরে যোগ্য প্রতিফল।
ক্ষত্র-কুলাঙ্গার—তুই দুরাচার—
এই পরশুর ঘায়ে,
জীবনের অবসান করিব তোমার! (পরশু উত্তোলন)

শাল্ব। রক্ষা কর—রক্ষা কর প্রভু!

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস ধাম।

শিব ও দুর্গা।

দুর্গা। একি প্রাণেশ্বর! অকস্মাৎ ঘোর চিন্তায় মগ্ন হলে কেন? দেখে মনে হয়—যেন তোমার অন্তরে কি এক বিষম আকুলতা আশ্রয় করেছে।

শিব। শুধু কি আমার? তোমার অন্তর আকুল নয়—তুমি ব্যাকুলা নও সতি? ত্রিলোকের মাতা তুমি হৃদয়েশ্বরী, অন্তর্যামি তোমাকে সকলে বলে,—কোথায় কোন সন্তান বিপদে পতিত হয়ে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে—পাষাণি! সে সংবাদ নেওয়া কি আবশ্যক বিবেচনা করনা? তা— পাষাণের কন্যা আর কত মমতাময়ী হবে!

দুর্গা। ঠাকুর! গঞ্জনা দিতে তুমি তো চিরদিনই খুব দক্ষ! অবলা রমণী হয়ে এত করি—তবুওতো তোমার মন পাই না! রাজার নন্দিনী হয়ে তোমার সঙ্গে শ্মশানবাসিনী—ভিখারিণীর অধম হয়ে রয়েছি.—একা রমণী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকে যত্ন করে অন্ন দিচ্ছি,—দিনরাত সিদ্ধি ঘুঁটে ঘুঁটে অস্থিচর্ম্ম সার করেছি—তবু তো প্রভু—তোমার লাঞ্ছনার হাত থেকে নিস্তার পাই না! আমি পাষাণী? আমি মমতাহীনা? ত্রিলোকের ভিতর যে একবার ভুলেও আমাকে কখন মা বলে ডাকে—কবে আমি তাকে ত্যাগ করি দয়াময়? কারুর মুখে মা বলা শুনলে আমার প্রাণ যে কি করে তুমি তার কি বুঝবে ভোলানাথ?

শিব। তবে, ভীষ্ম কি তোমার সন্তানের মধ্যে গণ্য নয় প্রাণেশ্বরি! সে যে মহাবিপদার্ণবে পতিত - ক্ষত্রিয়াস্তকারী পরশুরামের বিশ্বদাহী কোপানলে সে যে ভস্মীভূত হবার উপক্রম—তার সে বিপদে জেনেও কেমন করে নিশ্চিন্ত আছ প্রিয়তমে?

দুর্গা। সদাশিব! কে বলে তুমি সরল--অকপট—চতুরতাশূন্য? আমার সঙ্গেও শেষে এত চাতুরী? পৃথিবীর কপট মনুষ্যের মতন অবলা সরলা পত্নীর সঙ্গেও তোমার এত প্রবঞ্চনা।' গুরুর অপমানকারী মহাদাম্ভিক ভীষ্ম--শৌর্য্যগর্ব্বে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, সাধ ক'রে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা করবার জন্য উৎসুক—তাকে তুমি বিপদে পতিত কিসে দেখলে ঠাকুর? আর যদিই সে রণস্থলে পরশুরামের শরে নিগৃহীত হয়ে কিছুমাত্র ভীত হয়ে থাকে তোমার আদরিণী সোহা-

গিনী দ্বিচারিণী কুপথগামিনী প্রিয়তমা জাহ্নবী—তাঁর জারজপুত্রের মঙ্গলের জন্য নিজেই তো সমস্ত উদ্যোগ করে দিয়েছেন। কলঙ্কিনী গর্ভজাত পুত্রকে ব্রহ্মহত্যা গুরু-হত্যা করবার জন্য যথেষ্ট তো আয়োজন করে দিয়েছেন। কিন্তু কই প্রভু—নিঃসহায় বনবাসী তপস্বী ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্যের জন্য তো তুমি তিলমাত্র বিচলিত নও দয়াময়!

শিব। প্রিয়ে! ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তুমি আজ কি বল্‌ছ? জামদগ্ন্য স্বয়ং ভগবানের অংশ—তার ওপর আবার মহা শক্তিময়ী তুমি সতী—তোমারই শক্তিতে সে শক্তিবান। তার জন্য বিচলিত হবার কি কারণ আছে প্রাণেশ্বরি! কিন্তু আহা! ভীষ্ম! ভীষ্ম আমার বড় আদরের পাত্র! তাকে বিপন্ন দেখলে আমার প্রাণে সত্যই বড় ব্যথা লাগে।

দুর্গা। তা আর মুখে প্রকাশ করে জানাতে হবে কেন মহেশ্বর? যে কুলকলঙ্কিনী নীচগামিনী রমণীকে তুমি দিবানিশি মাথায় করে নিয়ে রয়েছ ঠাকুর—যে সর্ব্বনাশী অকাতরে অম্লানবদনে পরপুরুষ গমন ক'রে তোমার মুখোজ্জ্বল করেছে,—কূলাকূল জ্ঞান-হারা হয়ে যে দুকূল ভাসিয়ে কলকলনাদে কদর্য্য কুস্থানে পর্য্যন্ত অঙ্গ ঢেলে চলেছে—ভীষ্ম যে তোমার সেই আদরের অভিসারিকা সুরধনী ধনির দ্বিচারণের ফল। সেই জারজ ভীষ্ম তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় হবে না?

শিব। শৈলসুতে—হৃদয়েশ্বরি! সতিনী বলে অকারণ সুরধনীর প্রতি এতটা বিদ্বেষ প্রকাশ কোরো না। প্রিয়ে! শুধু

কি জাহ্নবী আমার প্রিয়তমা ? এমন কথা তোমার মুখে শোভা পায় না ভগবতি ! সতি ! কার জন্য আমি ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী হয়ে আজ দীনহীন ভিখারী ? চৈতন্যরূপিণী তারা ! কার প্রেমে আত্মহারা হয়ে ভাঙ্গধুতুরাপানে শ্মশানে মশানে আমি পাগল সেজে সেজে বেড়াচ্ছি ? দক্ষালয়ে যবে প্রাণত্যাগ করেছিলে শিবে,—তখন কার মৃতদেহ স্কন্ধে করে কেঁদে কেঁদে জ্ঞানশূন্য হয়ে ত্রিভুবনে ছুটে ছুটে বেড়িয়েছি ? কার রাঙ্গা পা'দু'খানি যত্ন করে বক্ষে ধারণ করে ভূমিতলে পড়ে গড়াগড়ি খেয়েছি ? প্রেমময়ি ! তোমার চেয়ে আমার প্রিয়তমা আর কেউ আছে দুর্গে ?

দুর্গা। কিন্তু তা বলে ভীষ্মের এতটা অহঙ্কার কি উচিৎ দয়াময় ? হাজার হোক—পরশুরাম—গুরু ব্রাহ্মণ তপস্বী ; তাঁর অমর্য্যাদা—তাঁকে লঘুজ্ঞান করা কি ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য—উপযুক্ত শিষ্যের কর্ত্তব্য ?

শিব। ভ্রম সতি—সম্পূর্ণ ভ্রম ! ভীষ্মের মতন কর্ত্তব্যপরায়ণ শিষ্য কোন্ গুরুর অদৃষ্টে লাভ হয় প্রাণেশ্বরি ? সহস্র সহস্র গুরু পাওয়া সম্ভব, কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য সংসারে অতীব বিরল। কয়দিনমাত্র গুরুর কাছে শিক্ষালাভ ক'রে—শিষ্য মনে করে—সে সর্ব্বপ্রকারে গুরুর সমকক্ষ হয়েছে। এমন নারকীহৃদয় শিষ্য তো ভীষ্ম নয় ! গুরুর শিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্য,—সংসারে জনসমাজে সামান্য প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে মনে করে—গুরু অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ ; হয় তো গুণধর সেই গুরুকে গুরুর ব'লে মানতে লজ্জাবোধ করে। এমন পশুর অধম কৃমিকীট শিষ্য জগতে এখন

প্রতিঘরে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তোমার সপত্নীপুত্র ভীষ্ম—গুরু জামদগ্নের তেমন শিষ্য তো নয় প্রাণেশ্বরি। এমন মর্য্যাদারক্ষক গুরুবৎসল শিষ্য যদি আমি পেতেম, তাহ'লে বুঝি আমিও ধন্য হ'তেম।

দুর্গা। যাই হোক প্রভু। সুরধনীর এরূপ আচরণ আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারবো না। তাঁর সন্তানবাৎসল্য এতই প্রবল যে, তিনি একবার ভুলেও ব্রাহ্মণগুরুর মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি করতে পুত্রকে উপদেশ দিতে পারেন না। ভাল—তিনিও যেমন "প্রস্বাপ" অস্ত্র দিয়ে মহাশক্তি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করতে যত্নবতী—আমিও পরশুরামের সহায়ে দেখি—

শিব। ক্ষান্ত হও মঙ্গলময়ি। আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হয়ে ধরার অমঙ্গল বৃদ্ধি কর না। প্রিয়ে! 'নিয়তি কেন বাধ্যতে,'—অদৃষ্ট সবাকার বলবান। অভাগিনী অম্বার অদৃষ্টে ইহজীবনে পতিলাভ নাই গুরুশিষ্যরণে ভীষ্মের জয় অবশ্যম্ভাবী; অতএব সপত্নী বিদ্বেষ-বশীভূতা হয়ে আর কেন স্ত্রীলোককে পীড়িত করবে? চল প্রাণেশ্বরি আমরা শিবশক্তি মিলিত হয়ে জগতের অশিবনিবারণে যত্ন করি।

দুর্গা। বিশ্বনাথ! দাসী তো চিরদিনই তোমার ছায়ানুগামিনী!

(উভয়ের প্রস্থান।)

—:o—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

সুদক্ষিণ।

সুদ। দেখেছ বাবা—গেরোর ফের! কোথাকার জল কোথায় এসে মোলো দেখ! সাধে বলি—মেয়েমানুষ এ সংসারে জবর জিনিষ! দেখলেই লোকের গেরো ঘটে, আঁচ লাগলে তো কথাই নেই! আমার রাজামশায়ের অত-তেও সানায়নি—আবার গন্ধে গন্ধে কতকগুলো সৈন্য দৈন্য নিয়ে লড়াই করবার ঢং করতে এসেছিলেন। দিয়েছিল আর কি বামুন এক কুড়ুল বসিয়ে—সুঁদরির চেলা বানিয়ে! যাস্—এখন মুড়ী নারকেল দুই খেয়ে ঘরের ছেলে তিনি তো ঘরে ফিরুন। আমি যখন এতটা এসেছি- শেষটা একবার না দেখে ফি'চ্ছ না। বাপ.—এ ছুঁড়াটা যেন ধূমকেতু—যেখানে যায় সেই খানেই অনর্থ বাধায়। তা নইলে—যোগী ঋষি সন্ন্যাসী মানুষ—তার ধম্মকম্ম সব ভেসে গিয়ে কিনা—জটা নেড়ে নেড়ে দাঙ্গা কচ্ছে? এ আবাগের বেটী যদি মরে—তাহলে সৃষ্টির লোকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ও বাবা—ঐ যে কুড়ুলঘাড়ে ঠাকুর এই দিক পানেই আসছে! যা থাকে কপালে—একটু আলাপচারি করা যাক; যায় প্রাণ—মালসাভোগ চাপাব।

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। বুঝিছ অক্ষতব্রণ অদ্ভুত বিক্রমে—
অরাতি-সৈন্যের সনে,
বহুক্ষণ ভাগ্যে নাহ ক'র দরশন,
কোথা গেল ত্যজিয়া সমর ?

সুদ। ঠাকুর! প্রণাম হই গো!

পরশু। কি আনন্দ—কি উৎসাহ উপজে অন্তরে,
ভীষ্মের সমরে হয়ে নিয়োজিত!
বুঝিতে না পারি—কেন হেন ভাবান্তর!
নহেত এ প্রথম আমার!
শস্ত্রকরে কতবার মেতেছি আহবে,
কার্ত্তবীর্য্য আদি ক্ষত্রগণে—
সসৈন্যে একাকী রণে করেছি বিনাশ,
এ হেন উল্লাস কভু আসে নাই প্রাণে।

সুদ। ঠাকুর! কিছু ব্যস্ত আছেন কি ?

পরশু। এঁ্যা—কে ?

সুদ। প্রণাম! আজ্ঞে, আমি বিশেষ এমন কেউ নই!

পরশু। কি চাও ?

সুদ। চাই কিঞ্চিৎ রাহাখরচ। বামণের ছেলে দেশে ফিরে যেতে পাচ্ছি না।

পরশু। ভিক্ষুক ? নগর পরিত্যাগ করে বিজন প্রান্তরে দাতার কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায় অপেক্ষা কচ্ছ! তোমার তো কম বিড়ম্বনা নয়!

সুদ। আজ্ঞে, আপনারও তো বিড়ম্বনার কিছু কমি দেখছি না!

পরশু। কেন, আমার কি বিড়ম্বনা দেখলে ?

সুদ। আমি শুধু একলা দেখ্‌ব কেন ঠাকুর ? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক দেখছে, তুমি নিজেই দেখছ !

পরশু। তুমি কি আমার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছ ?

সুদ। তা যদিই করি ?

পরশু। মূর্খ ! জান আমি——

সুদ। মানুষ চ্যালা ক'রে থাক—এই বড় জোর তোমার দৌড় ? তা আমায় চেলা করা তো বড় সোজা ব্যাপার নয় ! হয় তোমার কুড়ুলের ধার ভোঁতা মেরে যাবে—নয় তুমি নিজেই হাঁপিয়ে পড়বে। এ দেহযষ্টিখানি একটা পাকা বেউড় বাঁশ ! তার ওপর আঁতুড় ঘর থেকে আজ পর্য্যন্ত—বাছা সরিষার খাঁটী তৈল আড়াই মণ করে প্রত্যহ মর্দ্দন করা হয়েছে।

পরশু। বাপু ! ব্রাহ্মণ আমার অবধ্য—তার জন্য চিন্তিত হয়োনা ! কিন্তু, তোমার এরূপ রহস্যের তো কোন অর্থ বুঝতে পাচ্ছি না ! আর তুমি কে—তাওতো বুঝতে পাচ্ছি না।

সুদ। এইবার ঠাকুর একটু ঠাণ্ডা ধাতে এসেছ ! বেশ, এই তো চাই ! ঋষি তপস্বী ব্রাহ্মণ সজ্জন মানুষ—দিনরাত্তই মুখ খিঁচিয়ে ত্যাওড়ান কি ভাল ? আমার পরিচয় শুনবে ? আমি শাম্বরাজের বন্ধু বল—খোসামুদে বল—নেজুড় বল ঐরকম গোছ একটা বামুণের ঘরে আকাট; বাড়ী তাহলে অবিশ্যি সৌভদেশে—

পরশু। তা আমার কাছে কেন ?

সুদ। তোমার রকম দেখছে।

পবঞ্জ। কি রকম?

সুদ। এত বড় বিদ্বান—বুদ্ধিমান—যোগী ঋষির মাথার মণি হয়ে—ইচ্ছে করে মেয়ে মানুষের খপ্পরে পড়লে? তুমি যদি মেয়েমানুষের জন্যে হানাহানি কাটাকাটি দাঙ্গা হ্যাঙ্গাম করতে থাকবে—তাহলে যারা সংসারী—তারা কি করবে ঠাওরাও দেখি?

পবঞ্জ। তুমি ঠিক বলেছ, স্ত্রীলোকই সংসার অনর্থের মূল।

সুদ। তা মূলই যদি জান, তাহলে ঐ কুড়ুলখানি বাগিয়ে ঝেড়ে সেই মূলে একটা কোপ দিয়ে নির্মূল করে নিশ্চিন্ত হও না!

পবঞ্জ। আশ্চর্য্য কি? কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োজন হ'লে—তা'তেও কুণ্ঠিত হব না। (নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) ব্রাহ্মণ! সময়ান্তরে সাক্ষাৎ কোরো—আবার কার্য্য উপস্থিত।

(পবঞ্জরামের প্রস্থান)

সুদ। কেউটের বিষ—রোজার মন্ত্রে সহজে কি নাবে? উঃ—এইবার একচোট কুড়ুল যা ঝাড়বে—তা বুঝতেই পাচ্ছি! ওরে বাবা! ঐ যে আবাগের বেটী বজ্রের মত এই দিকে আসছে। এত চাদ্দিকে বাণের ছড়াছড়ি ঐ আঁটকুড়ির বেটীকে কি একটাও লাগেনা গা!

(অম্বার প্রবেশ)

অম্বা। কৈ ঠাকুর—কোথা তুমি? ভীষ্ম যে ভীষণ সাজে মহাঅস্ত্র নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত,—তোমার প্রিয়শিষ্য অকৃতব্রণ যে আর আত্মরক্ষা করতে পারেন না, এ সময়ে তুমি কোথা ঠাকুর?

সুদ। ঠাকুর এখন মন্দিরে বসে নৈবিদ্যির আলোচাল গিলছেন —তুমি গিলবে তো চল!

অম্বা। এ্যাঁ—কে আপনি? ঋষিবর কোথায় দেখেছেন কি?

সুদ। তোমার পিণ্ডি চটকাতে গেছে! সব্বনাশী, একটু ক্ষেমা দাওনা—ছিষ্টি গেল যে!

অম্বা। যাক-না, আমি তো তাই চাই!

সুদ। তা চাইবে বই কি- আঁটকুড়ির বড় বেটী! তা—তুমি কেন মর না? যা আমি চাই!

অম্বা। আমি তো মরবোই, নিশ্চয়ই মরবো! কিন্তু এখন নয়! আগে শত্রুকে নিপাত দেখি,—স্বচক্ষে ভীষ্মের শবদেহ শৃগাল কুক্কুরে মহানন্দে ভক্ষণ কচ্ছে দেখি—দর্পী দেবব্রতের অহঙ্কার চূর্ণ দেখি,—তারপর হাসতে হাসতে নিজে প্রাণ-ত্যাগ করবো!

সুদ। কিন্তু—যদি "উলটা বুঝিলি রাম" হয় তখন কি করবি বেটী?

অম্বা। তখন চিতানলে উঠে প্রাণের আগুণ চিতের আগুণের সঙ্গে এক করে নিশ্চিন্ত হব।

(অম্বার প্রস্থান)

সুদ। চ' বেটী, আমি তোর মুখ-অগ্নি করবো, ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে তোর চিতেয় আগুন নুড়ো জেলে দোবো।

(সুদক্ষিণের প্রস্থান)

——:০:——

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্রের একাংশ।

অক্রূতব্রণ।

অক্রুত। খরতর কি ভীষণ শরজাল!
আর নারি নিবারিতে কোন মতে।
সুনিশ্চয় দেবের ছলনা—
নহে—শক্রসৈন্যক্ষয় কেন নাহি হয়?
হারায়েছি বল—
অচল অবশ কর অস্ত্র নাহি চালে।
ওহো—কি হ'ল কি হ'ল—
ব্রহ্মশক্তি ব্যর্থ আজি ক্ষত্রিয় সমরে!
কি কব গুরুরে—
পৃষ্ঠ দিনু রণে হায় ছার প্রাণ লয়ে!
এ সময়ে কোথা গো মা শক্তিময়ী তারা——
দে মা শক্তি শক্তিহারা অধম সন্তানে!
যাক্ প্রাণ—ক্ষতি নাহি তায়,
ব্রাহ্মণের মানরক্ষা করগো জননী!

(দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা। মাভৈঃ মাভৈঃ বৎস!
আমি আছি তোদের সহায়!

অক্রুত। ওমা—ওমা—আদ্যাশক্তি ভগবতি—

এত কৃপা তোর অভাগার প্রতি?
দেখা দিলি রণস্থলে অকৃতি এ সুতে?
বিপদবারিণি!
বড় দায়ে নিপতিত আজি—
গুরুর মর্য্যাদা বুঝি রহে না সমরে!

দুর্গা। কেন—কিসের আশঙ্কা আর!
সপত্নী আমার—
তনয়ের ক'রে সহায়তা,
ব্রহ্মবধে গুরুবধে এত যত্ন তার,
কেন আমি স্বচক্ষে হেরিব—
স্বামীর কথায় কেন র'ব ধৈর্য্য ধরি?
হয়ে বিশ্বমাতা—
কেন হেথা সন্তানের দুর্গতি হেরিব?

অকৃত। মাগো!
সমরে দুর্ব্বার হেরি ভীষ্মসৈন্যগণে;
নাহি জানি কিসের কারণে,
রণে পুনঃ পশিতে না পারি!

দুর্গা। কুহকিনী মায়াজাল করেছে বিস্তার,
ব্যর্থ ব্রহ্মশক্তি যাহে আজি রণাঙ্গণে।
'প্রসাপ' নামক অস্ত্র,
লভিয়াছে ভীষ্ম জাহ্নবী-সকাশে,—
হবে জামদগ্ন্য শক্তিহীন তায়।
আয় বৎস মম সনে,
দেখি রণে জাহ্নবীর তেজবুদ্ধি কত!

(অকৃতব্রণ ও দুর্গার প্রস্থান)

(শিবের প্রবেশ)

শিব। সতি—সতি !
এই কি উচিৎ তব গিরিরাজসুতা ?
কোথা যাও—ত্যজিয়া আমায় ?
হায় উন্মাদিনী ভক্তবৎসা হেতু !
ঘটাইবে বিষম জঞ্জাল,
মহাশক্তি হইলে সঞ্চার—
হতবীর্য্য জামদগ্ন্য পুনঃ !
যাই পুনঃ সাধি মানিনীরে।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। যাও ভোলানাথ !
নিবার' প্রিয়ারে তব অসম্ভব কাযে;
নহে, লাজে মুখ নাহি রবে—
ত্রিলোকসমাজে তার।
বড় আদরের প্রিয়তমা সতী,
ছায়া সম দিবানিশি ফিরিছ সংহতি,
দক্ষযজ্ঞকথা,
জাগে বুঝি প্রাণে আশুতোষ ?
স্বামী অপমানে—
দেহত্যাগ করেছিল তারা ;
এবে—হ'লে নিজে হতমান,
দেহে প্রাণ রাখিবে কি সতী ?

শিব। ক্ষান্ত হও সুরধুনি—
বাক্যজ্বালা আর দিওনাক' এ পাগলে।

হলাহলে গেল না এ প্রাণ,
সপত্নী-বিদ্বেষ-বাণে তোমা দোঁহাকার—
অমরত্ব বুঝি মম ঘুচিল এবার।
শিরো'পার যত্নে ধরি রেখেছি তোমায়,
ভৃত্যসম উঠি বসি সতীর কথায়,
তবু হায়—
গঞ্জনায় না দেহ নিস্তার কেহ মোরে!
নাহি জানি—কারে রেখে তুষি বা কাহারে।
দুই পত্নী যাহার সংসারে,
অসুখী তাহার সম নাহি ত্রিভুবনে।

গঙ্গা। কাজ নাহি বাক্যব্যয়ে আর মহেশ্বর,
জানি আমি চক্ষুঃশূল তব চিরদিন।
এবে—জানিতে বাসনা,
এসেছ কি রণস্থলে পতিপত্নী মিলি—
পুত্রহারা করিতে আমায়?
ভীষ্মের নিধন নাকি চাহে তব প্রিয়া?

শিব। প্রাণেশ্বরি!
রাখ আজ মম অনুরোধ;
নিবারণ কর পুত্রে তব,
গুরুসহ রণে ক্ষান্ত কর তরঙ্গিণি!
ব্রাহ্মণ ঋষির মান রাখ প্রিয়তমে!

গঙ্গা। ক্ষমা কর দিগম্বর!
নাহিক সময় আর নিবারি তনয়ে।
দেখ চেয়ে——

ছেড়েছে প্রসাপ' অস্ত্র পুন এইবার ;
হাহাকার শুন চারিদিকে,
ভূমিকম্পে টলমল করিছে মেদিনী,
পশুপক্ষীকীট আদি প্রাণীবর্গ সবে —
মহাভয়ে মৃতপ্রায়,
অন্ধকার দিক সমুদয় —
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ ঐ পরশুরামের।

গঙ্গার প্রস্থান)

শিব। সর্ব্বনাশ—কি করি উপায় !
অনর্থ ঘটাবে সতী রুষ্টা হয়ে আজি।
যাই— দেখি, শান্ত করি তারে ,
নহে সৃষ্টিলোপ হবে—
রণচণ্ডী পুনঃ মাতিলে আহবে।

(শিবের প্রস্থান)

(পরশুরামের প্রবেশ

পরশু। অবসান—অবসান কার্য্য বুঝি এবে,
কে কোথায় হবে !
উঃ অন্ধকার চারিধার—
নিমগন গভীর সাগরে যেন !
কে—ও ?

(অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতন)

(দুর্গার প্রবেশ)

দুর্গা। ওঠো জামদগ্ন্য !
কিবা হেতু ভূতলে শয়ান ?

পরশু। কে? মা? এসেছ কি দুর্গতিনাশিনি?
শক্তিস্বরূপিণী বরাভয়করা!
শক্তিহারা আমি যে জননী!

দুর্গা। জামদগ্ন্য!
শক্তিহারা তুমি আমি তব পাশে?
ধর এই বিঘ্ননাশী অসি দৃঢ় করে—
ছারখার কর ত্রিভুবন!
জাননা ব্রাহ্মণ—অসুরমর্দ্দিনী আমি?
ওঠো—কার্য্যক্ষেত্রে হও অগ্রসর;
কার্য্যোন্মাদ তুমি চিরদিন,—
ধ্বংসকার্য্যে আগুয়ান হও পুনর্ব্বার!

(ভীষ্মসহ শিবের পুনঃ প্রবেশ)

শিব। এই লহ সতি,
ভীষ্ম মহাশত্রু তব বধহ আপনি!

ভীষ্ম। মা—মা—ত্রিলোক-তারিণি- দুর্গে দুর্গতিহারিণি!
ত্যজ রোষ ক্ষম দোষ অকৃতি সুতের।
গুরুদেব—গুরুদেব!
মহাপাপমগ্ন আমি—
তব অঙ্গে করি শস্ত্রাঘাত!
স্বইচ্ছায় মাগি পরাজয়—
বাতুলতা তব সনে শস্ত্রবিনিময়;
ধরি পায়—কর ক্ষমা অবোধ সন্তানে।

পরশু। দেবব্রত—প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য মম!
অপরাধ গণিব তোমার?

বহুশ্রমে যেই শিক্ষা করেছিনু দান,
আজি পাইনু প্রমাণ—
যোগ্যপাত্রে সকলি অর্পিত।
ধন্য তুমি গুরুভক্ত বীর!
ধন্য বৎস ক্ষত্রিয় গৌরব!
ধন্য আমি আজি তোমার প্রসাদে,
বিশ্বপতি জগন্মাতা করি নিরীক্ষণ—
সার্থক নয়ন মন আজি রণস্থলে।
দেহ আলিঙ্গন—
কঠোর পরাণ মম হোক সুশীতল!

শিব। কত সতি
ভীষ্ম-প্রতি আর নাহি রোষ?
চ'যোনা আমারে পুনঃ কৈলাস-আলয়ে

দুর্গা। বিশ্বনাথ!
কত রঙ্গ জান প্রভু তুমি?
কতবার বলেছি তোমায়,
যে আমারে মা বলে ডাকিবে,
গর্ভজাত পুত্র হ'তে সেই প্রিয় মম।
নহে দর্পী—গুরু-অপমানকারী—
সুসন্তান ভীষ্ম মহাবীর।

ভীষ্ম। মা—মা!
রেখো কৃপা চিরদিন তনয়ের প্রতি।

শিব। যাও বৎস—ফিরিয়া আবাসে,
কর্ত্তব্যপালন কর প্রাণপণে।

শুন জামদগ্ন্য !
যুদ্ধকার্য্য নহে ব্রাহ্মণের।
তুমি রিপুঞ্জয়—
শ্রীহরির অংশ অবতার,
কর ক্রোধ পরিহার বিশ্বনাশকারী।
বাণপ্রস্থ আশ্রম তোমার,
ধরণীর কার্য্যভার করহ বর্জ্জন।
শান্তি নিকেতন আশ্রম যাহার
উপদেশ কি দিব তাহারে আর ?

পরশু। যথা আজ্ঞা ভগবন্ !
ভগবতি— প্রণতি চরণে মাতা !
যাও ভীষ্ম—রামজয়ী তুমি,
অক্ষয় অমর তুমি অজেয় সংসারে।

ভীষ্ম। প্রণাম চরণে প্রভু !

(ভীষ্ম ও পরশুরামের প্রস্থান।)

শিব। অদৃষ্ট পীড়িতা নারী অম্বা অভাগিনী—
যাই দেখি কি করে কোথায় !

দুর্গা। ক্ষমা কর আশুতোষ !
দুঃখের কুমারী,
নিয়তির ফেরে সহে নির্য্যাতন,—
দেখিতে নারিব প্রভু রমণী হইয়ে।
যাহা ইচ্ছা কর দয়াময় !

শিব। ইচ্ছাময়ী তুমি—
চলি আমি নিশিদিন তব ইচ্ছাবলে ;

কিবা ছলে পুনঃ—
ভুলাইতে চাহ প্রাণেশ্বরি ?
দেখি, কর কিবা ইচ্ছা ভাবী !

(উভয়ের প্রস্থান ।)

——:•:——

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

অরণ্য। চিতাসজ্জিত।

অম্বা।

অম্বা। হ'ল না ? সত্যিই হ'ল না ? এত করেও প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করতে পাল্লুম না ! ভীষ্ম কি সত্যই তবে ত্রিভুবনে অজেয় ? পরশুরাম যে কুঠারঘায়ে পৃথিবী একবিংশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেছিলেন, দুরাত্মা ভীষ্মের মুণ্ডপাত করতে সে কুঠারের ধার কি লুপ্ত হ'লো ? পরশুরাম পরাজয় স্বীকার কল্লে ! কি হলো—কি হলো ! কি কল্লে বিশ্বনাথ—কি কল্লে আশুতোষ ! এত করে তোমার পূজা কল্লেম—আমার কামনা নিষ্ফল কল্লে ? প্রভু ! কি পূজায় ভীষ্ম তোমায় তুষ্ট করেছে—আমায় বলে দাও ! দয়াময় ! কি পাপে তুমি আমার উপর রুষ্ট—তুমিই আমায় বলে দাও ! হা দুরদৃষ্ট ! রাজার মেয়ে হয়ে আমার শেষ এই দুর্গতি ? কিন্তু—লোকে যে বলে 'সাধনেই সিদ্ধি'—কৈ—এত

প্রাণপাত সাধনায় আমার সিদ্ধিতো হলো না? তবে আর কেন—আর কিসের জন্য এ প্রাণ? স্বহস্তে চিতানল প্রস্তুত করেছি আত্মহত্যা করে ইহলোকে প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাণ করি। আর কেন পৃথিবীতে থাকব? মানুষের দ্বারা কিছু হলো না! তপ জপ-পূজা-অর্চ্চনায় দেবতা পর্য্যন্ত তুষ্ট হলেন না! প্রাণ বিসর্জ্জনই এখন আমার একমাত্র সদ্গতি!

(শিবের প্রবেশ।)

শিব। অম্বা!

অম্বা। বিশ্বনাথ মহেশ্বর! আমার দশা কেন এমন কল্লে প্রভু? আমি শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি দয়াময়?

শিব। অম্বা! বিধাতার লিখনের উপর দেবতার তো কোন হাত নেই! ইহলোকে তোমার অদৃষ্টে যা ছিল—তাই হয়েছে—তার জন্য অপরকে দোষী বিবেচনা কোরো না। তবে তোমার প্রতি তুষ্ট হয়ে এই পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ বলতে পারি যে, পরজন্মে তোমার কামনা পূর্ণ হবে।

অম্বা। হবে? প্রভু! হবে? ভীষ্মের নিধনকামনা আমার শতজন্মেও যদি পূর্ণ হয় তা হলেও আমি যথেষ্ট জ্ঞান করবো। অন্তর্য্যামি ভগবন! দুঃখিনীকে আশ্বাস দিন—আমি বড় জ্বালায় জ্বলছি!

শিব। চপলা বালিকা। স্থির হও—শোন। পরজন্মে তুমি দ্রুপদরাজার বংশে শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করে—বিশ্বজয়ী ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবে।

অম্বা। দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন ঠাকুর—আর আমার অন্য কামনা কিছুই নাই।

(শিবের অন্তর্ধ্যান।)

জয় জগদীশ। আর কেন? এ জন্মেরতো আর কোনও প্রয়োজন নেই! যত শীঘ্র এখন এ পাপদেহ পরিত্যাগ করতে পারি—ততই মঙ্গল! যখন প্রাণের জ্বালা শীতল হয়েছে, তখন চিতানলে কি অধিক যন্ত্রণা হবে! যাই—চিতা প্রজ্বলিত করবার উপায় করি!

(সুদাঙ্গণের প্রবেশ।)

সুদ। হ্যাঁরে—ওরে বেটি! তোর কি একটু দয়াধর্ম্ম নেই?

অম্বা। কে—কে তুমি—আমায় শুভকার্য্যে বাধা দাও? তুমি—তুমি—সেই ব্রাহ্মণ? এস—এস—বড় সুসময়ে এসেছ। কৃপাময়! দুঃখিনীর প্রতি তোমার যথার্থই বড় কৃপা! ঐ দেখ—তোমার কথামত চিতা সাজিয়ে রেখেছি—এস আমার মুখ পুড়িয়ে দেবে এস!

সুদ। হ্যাঁরে বেটী,—না হয় রাগের মাথায় দুটো বেফাঁস বলেছি, তা ব'লে কি সত্যিই পুড়ে মরবি?

অম্বা। না—না—ব্রাহ্মণ, তুমি জাননা—এই আমার একমাত্র উপায়, এই আমার সদ্গতি; এই চিতানলে আমার মঙ্গল—পৃথিবীর মঙ্গল—

সুদ। বলি—কেন অমন কচ্ছিস? বেশতো—পৃথিবীর লোকের সঙ্গে যদি বনিবনাও না হল, আয়না—দুই মায়ে পোয়ে মনের সাধে বনবাস করি। নারীজন্ম নিয়ে এলি—কেন পোড়া মানুষের প্রেমে ম'জে—সারা জীবনটা জ্বলে পুড়ে—শেষ সত্যিই পুড়ে মরতে চল্লি? আমার সেই তুচ্ছ ছোঁড়া রাজাটার প্রেমে দেখলিতো এই নাকাল? এখন একবার আমার জগৎব্রহ্মাণ্ডের রাজার রাজার সঙ্গে প্রেম করে

দেখদেখি—কি আনন্দ—কি মজা! কি ছার সংসার! আয়—এই বনবাসে শান্তির সংসার স্থাপন করি। প্রেমময় ভগবান তোর প্রেমিক স্বামী, আর আমি তোর অভাগা ছেলে; সারা দিনরাত তোকে 'মা মা' বলে ডেকে, আমার রমণীজাতির প্রতি কি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি—তার পরিচয় দেবো।

অম্বা। বাবা—তুমি মহাজ্ঞানী! কিন্তু যথার্থই তুমি আমার গর্ভের সন্তান। তা নইলে, তোমার মুখে মা বলা শুনে আমার প্রাণে এমন স্বর্গীয় ভাব আসছে কেন? আমার কাণে সংগীত যেন মধু বর্ষণ কচ্ছে! কিন্তু বাবা—আমায় বিশ্বনাথ স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগের আদেশ করে গেছেন—আমার মহাব্রত অসম্পূর্ণ রাখতে আমায় অনুরোধ ক'রো না—আমায় বাধা দিও না। সুখে পুত্রের মুখ দেখতে দেখতে মহাশান্তিতে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে দাও! এস পুত্র—মার মুখাগ্নি করবে এস!

সুদ। তবে যা মা উপেক্ষিতা! অদৃষ্টাক্ষেপ পূর্ণ করতে চিতায় গিয়ে ওঠ্। আমি সত্যই তোর গর্ভজাত পুত্রের কাজ করি। কিন্তু একটা কথা বলে যা মা—আমায় মার্জ্জনা করেছিস?

অম্বা। বাপ্! মার কাছে আবার ছেলের অপরাধ? আর বিলম্ব করো না!

(অম্বার চিতায় উপবেশন।)

সুদ। বল্ মা বল্!—

"হরে মুরারে মধুকৈটভহারে

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥'

অম্বা। "হরে মুরারে মধুকৈটভহারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

সুদ। (চিতায় অগ্নি প্রদান) মা—মা—মা!
"হরে মুরারে মধুকৈটভহারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ!"
হরিবোল—হরিবোল হরিবোল।

যবনিকা।

শিবমস্তু।

সমাপ্ত।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

সাতনর—অভিনব উচ্চ অঙ্গের সাতটী বিচিত্র উপন্যাস

মূল্য—কাপড়ে বাঁধাই ।।০ আট আনা

কাগজে বাঁধাই ।০ চারি আনা।

বিধির লিখন—হাস্যরসপূর্ণ অভিনয়োপযোগী একাঙ্ক দৃশ্যকাব্য। সহস্র সহস্র দর্শক বৃন্দের সম্মুখে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহু সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

মূল্য—।০ চারি আনা।

ভূতের বিয়ে—সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রহসন—রঙ্গ রঙ্গভূমে এই প্রথম। আগাগোড়া জমাট হাসি—অথচ রুচিপূর্ণ। মহা-সমারোহে কহিনুর থিয়েটারে এবং অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক বহুবার অভিনীত। এই পুস্তকান্তর্গত গানগুলি সর্ব্বসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছে।

মূল্য—৶০ তিন আনা।